পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 192 Saturday, 13 June, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ১৯২ সংখ্যা ✻ ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, শনিবার, ১৩ জুন ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

‘টাটাদের বাংলায় ফেরাব’

তবে সিঙ্গুরেই কিনা তা স্পষ্ট না করে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জুনঃ বাংলায় নতুন সরকার আসতেই রাজ্য রাজনীতির সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নটি ধেয়ে গিয়েছিল নবান্নের দিকে- তবে কি এবার পশ্চিমবঙ্গে ফিরছে টাটারা? রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সেই পুরোনো দাবির রেশ টেনে এবার সিঙ্গুর ও টাটা প্রত্যাবর্তন নিয়ে সরাসরি মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় গ্যারান্টি দিয়ে বলেন, ‘‘টাটাকে এখানে আনব আমরা।’’ তবে মুখ্যমন্ত্রী একবারও বলেননি, টাটাকে সিঙ্গুরেই ফেরানো হবে। বরং সিঙ্গুরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গত তৃণমূল সরকারকে বিঁধেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, পূর্ববর্তী সরকারের অপরিণামদর্শী নীতির কারণে সিঙ্গুরের মাটির এখন করুণ দশা। সিঙ্গুরের অধিগৃহীত জমি কৃষকদের ফিরিয়ে দেওয়া নিয়ে মমতার সাধের নীতিকে এক হাত নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ‘‘সিঙ্গুর ও টাটার ব্যাপারে এই মুহূর্তে বেশি কিছু বলব না। তবে প্রথমত বলি, টাটাকে এখানে আনব আমরা। সিঙ্গুরের যে জমি রয়েছে, সেই জমির মালিকানা এখন সরকারের হাতে নেই। গত সরকার তার মালিকানা ওখানকার কৃষকদের দিয়ে দিয়েছে।’’ এরপরই সেই জমির বর্তমান বন্ধ্যা দশা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী যোগ করেন, ‘‘জমির মালিকানা পেলেও ওখানকার কৃষকরা আজ ওই জমিতে না সর্ষের চাষ করতে পারছেন, না আলু ফলাতে পারছেন, না ধান চাষ করতে পারছেন! ফাইনালি মাছ চাষ করার চেষ্টাও হয়েছিল, তাও করতে পারেননি। আসলে ওই মাটির সঙ্গে টাটার রড, সিমেন্ট সবকিছু মিশে আছে। মাটির চরিত্রটাই সম্পূর্ণ বদলে গেছে।’’ শুভেন্দু স্পষ্ট করে দেন, মুড়ি-মুড়কির মতো লগ্নিকারীদের ডেকে ঘটা করে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন বা লোকদেখানো ছবি তোলার দিন শেষ। নতুন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তাপস রায়ের যোগদানের পর বহু বিনিয়োগের প্রস্তাব আসতে শুরু করেছে নবান্নে। তবে গত সরকারের মতো ‘মিথ্যাচার আর ফটো সেশন’ না করে প্রকৃতপক্ষে কারা বাংলায় কাজ করতে আসছেন, তা যাচাই করতে শিল্প সচিব বন্দনা যাদবের নেতৃত্বে একটি বিশেষ স্ক্রিনিং টিম তৈরি করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূলের পুরোনো নীতিকে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, কোনো ল্যান্ড ফ্রড, ব্যাঙ্ক ফ্রড বা মানি লন্ডারিংয়ের তদন্ত চলছে এমন কোনও সংস্থাকে যেমন ছাড় দেওয়া হবে না, তেমনই স্রেফ জমি নিয়ে ফেলে রাখার চক্রান্তও বরদাস্ত করবে না নতুন সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জানান, অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাওয়া রাজ্যগুলির মডেল মেনে এবার বাংলাকেও বেকারশূন্য করার লক্ষ্যে তিনটি সুনির্দিষ্ট বা ‘ত্রিফলা’ অ্যাকশন প্ল্যান নেওয়া হয়েছে- ১) **স্বচ্ছ সরকারি নিয়োগ**। পুলিশ থেকে শিক্ষক নিয়োগ পর্যন্ত সব শূন্যপদ সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে যোগ্যদের দেওয়া হবে। ২) **ব্যাঙ্কিং রেভোলিউশন**। মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে ছোট ও মাঝারি শিল্পকে ঋণের ক্ষেত্রে বিপুল ভর্তুকি দিয়ে চাঙ্গা করা হবে। ৩) **ভারী শিল্প ও ফুড প্রসেসিং**। হেভি ইন্ডাস্ট্রির পাশাপাশি ফুড প্রসেসিং,

● এরপর ৬ পাতায়...

মমতার ‘১ সেকেন্ড’ মন্তব্যে এবার পুলিশে অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জুনঃ গত ২ জুন রানি রাসমণি রোডের সভা থেকে নাম না করে বাংলাদেশের ওসমান হাদি হত্যা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের অভিযোগ উঠেছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনাতেই তাঁর নামে দায়ের হয়েছিল এফআইআর। শিলিগুড়ির সাইবার ক্রাইম থানায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন এক আইনজীবী। এবার মমতার বিরুদ্ধে আরও চাপ বাড়ছে। এবার আরও এক উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে মমতার নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করলে এক ব্যবসায়ী। এই বছরের শুরুর দিকেই ভোটের আবহে ধর্মতলার মঞ্চ থেকেই ওই বিতর্কিত মন্তব্য করতে দেখা গিয়েছিল মমতাকে। মঞ্চ থেকেই

বলেছিলেন, ‘‘আমরা আছি বলে আপনারা সবাই ভালো আছেন। যদি আমরা না থাকি তখন এক সেকেন্ড লাগবে! একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, তখন ঘিরে ফেললে ১ সেকেন্ডে দেবে একদম ১২টা বাজিয়ে দেবে। যদি নিজেদের ১৩টা বাজাতে না চান তাহলে বিজেপির অপ্রচারে ভুল বুঝবেন না।’’ মুহূর্তেই তাঁর এই মন্তব্য ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। বিতর্কের ঝড় উঠেছিল রাজনীতির আঙিনায়। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসে থাকার পরেও একজন কীভাবে এই ধরনের উস্কানিমূলক মন্তব্য করতে পারেন সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল নাগরিক মহলে। অবশেষে দায়ের অভিযোগ। সূত্রের খবর, মমতার বিরুদ্ধে হেয়ারস্ট্রিট থানায় এই অভিযোগ দায়ের করেছেন এক ব্যবসায়ী। পুলিশ ইতিমধ্যেই মামলা রুজু করে তদন্তও শুরু করে ফেলেছে বলে জানা যাচ্ছে। এখন দেখার এই কেসে পুলিশ মমতাকে ডেকে পাঠায় কিনা। অন্যদিকে ২ জুন রানি রাসমণি রোডের সভা থেকে মমতার করা মন্তব্য নিয়েও চাপে রয়েছে তৃণমূল।

দাউদাউ করে জ্বলে পুড়ে ছাই বহুতল

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১২ জুনঃ জতুগৃহ যেন রাজধানী। দিল্লিতে ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। একটি বিল্ডিংয়ে আগুন লেগে মৃত্যু হল কমপক্ষে তিনজনের। জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা গিয়েছে ছয় থেকে আটজনকে। এদের মধ্যে অনেকেই দগ্ধ হয়েছেন। আজ, শুক্রবার মাঝ রাতে দিল্লির তুঘলকবাদে একটি বিল্ডিংয়ে আগুন লাগে। রাত আড়াইটে নাগাদ আগুন লাগার খবর আসে। দমকল বিভাগ জানিয়েছে, বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে আগুন লাগে। তা উপরের পাঁচটি তল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ভোর চারটে পর্যন্ত লড়াই করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এরপর উদ্ধারকাজ শুরু করা হয়। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন, দুটি ওয়াটার বাউসার, একটি ব্রিথিং সাপোর্ট ইউনিট ও একটি কুইক রেসপন্স ভেহিকেল পৌঁছয়, তবে সরু গলি হওয়ায় তাদের আগুন নেভাতে ও উদ্ধার করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকলকর্মীদের। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, বিল্ডিংয়ের নীচের তলায় যে গাড়িগুলি পার্ক করে রাখা ছিল, সেগুলির মধ্যে কোনও একটি থেকেই আগুন লেগেছে। স্থানীয় পুলিশ সদস্যরা অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং শীঘ্রই তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন এসএইচও, এসিপি, অতিরিক্ত ডিসিপি ও দক্ষিণ-পূর্ব জেলার ডিসিপি। একই সঙ্গে আটকা পড়া বাসিন্দাদের উদ্ধারের কাজ শুরু করা হয়। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহেই দিল্লির একটি হোটেলে আগুন লাগে। ওই অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ২২ জনের মৃত্যু হয়েছিল বলে খবর।

‘কল্যাণকে তো বাছবেন না!’

সায়নী থেকে অভিষেক, চাঁচাছোলা তাপস রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জুনঃ শুক্রবার বিধানসভার সামনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে শাসকদলকে একের পর এক তোপ দাগলেন বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। সায়নী ঘোষের মাস্ক পরে কলকাতা ফেরা থেকে শুরু করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আলটিমেটাম’, কিংবা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্ভাব্য জেলযাত্রা, সব মিলিয়ে বিধানসভা চত্বরে দাঁড়িয়ে একযোগে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বকে তুলোধোনা করলেন তিনি। সম্প্রতি কলকাতা বিমানবন্দরে মাস্ক পরে ফিরতে দেখা গিয়েছে তৃণমূল নেত্রী সায়নী ঘোষকে। সেই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে ক্ষোভ উগরে দেন তাপস রায়। তিনি বলেন, ‘‘এরা যা যা করেছে বা বলেছে, বিশেষ করে মহাদেব প্রসঙ্গেও যা বলেছে তা জঘন্য, নক্কারজনক। এর কোনও ক্ষমা হয় না।’’ অন্যদিকে, শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক মন্তব্য, ‘‘হয় আমায় বাছুন, না হয় অভিষেককে’’, রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে রসিকতার সুরে তাপস রায় বলেন, ‘‘ভালই হয়েছে। কল্যাণকে তো আর বাছবেন না। কল্যাণ আসলে লম্বা চওড়া কথা বলতে খুব ব্যস্ত।’’ এখানেই থামেননি তিনি। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বভাবকে কটাক্ষ করে তিনি আরও বলেন, ‘‘সেই লম্বা চওড়া কথা এখন ও শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে, বিজেপি-র বিরুদ্ধে বা আমাদের বিরুদ্ধে বলতে পারছে না। মানুষ তো অভ্যাসের দাস। সেই অভ্যাসে এগুলো এখন দলের বিরুদ্ধে বা মমতার বিরুদ্ধে যাচ্ছে।’’ তবে

● এরপর ৬ পাতায়...

বন্ধ করে খালি করা হল রাজধানীর তৃণমূল কার্যালয়

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১২ জুনঃ নয়াদিল্লিতে তৃণমূল কংগ্রেসের অস্থায়ী দলীয় কার্যালয় হিসেবে পরিচিত ২০, রাজেন্দ্র প্রসাদ রোডের বাংলোটি অবশেষে খালি করে দেওয়া হয়েছে। গত দুই বছর ধরে এই বাংলো থেকেই রাজধানীতে দলের সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং দলের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার আবহে বাংলোটি খালি হওয়ার ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। সূত্রের খবর, বাংলোটি সম্পূর্ণভাবে খালি করার পাশাপাশি সেখান থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত সাইনবোর্ড, ব্যানার, পোস্টার এবং হোর্ডিং সরিয়ে ফেলা হয়েছে। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সংবলিত প্রচার সামগ্রীও আর সেখানে দেখা যাচ্ছে না। ফলে একসময়ের ব্যস্ত রাজনৈতিক কেন্দ্র এখন কার্যত নির্জন। এই বাংলোটি লোকসভায় তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিকের নামে বরাদ্দ ছিল। সম্প্রতি তিনি লোকসভার সচিবালয়ের কাছে আবেদন করে বাংলোটি ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানান এবং পরিবর্তে একটি ফ্ল্যাট বরাদ্দের

● এরপর ৬ পাতায়...

আলিপুর অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত কয়েক হাজার ইভিএম!

ঘটনা সংক্রান্ত রিপোর্ট যাচ্ছে নির্বাচন কমিশনের কাছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জুনঃ আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের সদর দফতরে ঘটে যাওয়া বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের নেপথ্যে এবার বড়সড় ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব দানা বাঁধছে। কারণ সেখানে বন্যপ্রাণীর পোড়া দেহাংশ ছাড়াও মিলেছে কয়েক হাজার ইভিএম! তাহলে কি ডেটাবেস ‘উধাও’ করতে ওই ভবনে আগুন লাগিয়েছিল কেউ? উঠছে প্রশ্ন। সূত্রের খবর, আলিপুরের ওই ভবনে প্রায় ৪ হাজার মতো ব্যালট ইউনিট, ৪ হাজার কন্ট্রোল ইউনিট এবং ৪ হাজার ভিভিপ্যাট আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে। সেগুলি মূলত কসবা, যাদবপুর, বেহালা পূর্ব-পশ্চিম, মেটিয়াবুরুজ, সাতগাছিয়া সহ ডায়মন্ড হারবার সাব ডিভিশনের অধিকাংশ বিধানসভার ইভিএম বলেই খবর। অ্যাডিশনাল সিইও অরিন্দম নিয়োগী শুক্রবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেছিলেন, সেখানে ছিল ফরেন্সিক টিমও। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে ঘটনা সংক্রান্ত প্রাথমিক রিপোর্ট নির্বাচন কমিশনকে পাঠাচ্ছেন তাঁরা। এছাড়া জানা গেছে, ভবনের একাধিক আলমারিতে চোরাশিকারিদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া বন্যপ্রাণীর নানা অংশ ছিল। বাঘের চামড়া থেকে শুরু করে হরিণের চামড়া, কুমিরের দাঁত সবই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন দ্বীপের বিভিন্ন জায়গার চোরাশিকারিদের ডেটাবেস রাখা হত এখানে। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে দমকল প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী আগুনের চরিত্র নিয়ে গভীর বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। তিনি জানান, চার ও পাঁচ তলায় আগুন লাগার পর তা মাঝের তলাগুলি বাদ দিয়ে সরাসরি নয় ও দশ তলায় কীভাবে পৌঁছে গেল, তা অত্যন্ত রহস্যজনক এবং তদন্তসাপেক্ষ। জানা গিয়েছে, আগুন নেভানোর ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় জলের উৎসের অভাব। ফলে দমকলকর্মীদের সিঁড়ি

● এরপর ৬ পাতায়...

বেলডাঙা মামলায় এনআইএ তদন্তে আর বাধা নেই!

সরকারের এক সিদ্ধান্তে আরও চাপে তৃণমূল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জুনঃ বেলডাঙা মামলার তদন্ত ঘিরে দীর্ঘদিনের আইনি টানাপড়েনে গুরুত্বপূর্ণ মোড় এল। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ-র তদন্তে আপত্তি জানিয়ে পূর্ববর্তী রাজ্য সরকার তথা তৃণমূল কংগ্রেসের করা আবেদন কলকাতা হাইকোর্টে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকারের তরফে। এর ফলে বেলডাঙা মামলায় এনআইএ-র তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার পথে কার্যত আর কোনও আইনি বাধা রইল না। বেলডাঙা মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে পূর্ববর্তী রাজ্য সরকার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল। পরে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। এনআইএ-র তদন্ত রুখতে সেখানে আবেদনও করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মামলাটি ফের কলকাতা হাইকোর্টে ফিরে আসে এবং সেখানেই মামলার শুনানি চলে। তবে শুক্রবার এই সিদ্ধান্তের ফলে বেলডাঙা মামলায় তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে এনআইএ-র আর কোনও আলাদা আইনি বাধার মুখে পড়তে হবে না। তদন্তকারী সংস্থা ইতিমধ্যেই যে অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শুরু করেছে, তা আরও দ্রুত গতিতে এগোতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গেছে, শুধুমাত্র ইউএপিএ ধারা যুক্ত হওয়া সংক্রান্ত মামলা এবং নিম্ন আদালতে অভিযুক্তদের জামিন চ্যালেঞ্জ করে এনআইএ-র দায়ের করা মামলার শুনানি চলবে কলকাতা হাইকোর্টে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ৩০ জুন। সেদিন এনআইএ-কে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। বেলডাঙা কাণ্ডে ধৃত ৩৫ জনের মধ্যে ১৫ জনকে জামিন দিয়েছে এনআইএ-র বিশেষ আদালত। জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতের যুক্তি ছিল, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চার্জশিট দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছে। নিম্ন আদালতের এই সিদ্ধান্তকে

● এরপর ৬ পাতায়...

এবার ‘উস্কানিমূলক মন্তব্য’!

ফের অভিষেকের বাড়িতে সিআইডি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জুনঃ সই মামলায় রক্ষাকবচ পেয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে হাইকোর্টের নির্দেশে বৃস্পতিবারই ভবানী ভবনে হাজিরা দিয়েছেন অভিষেক। একটি মামলায় রক্ষাকবচ পেয়েছেন, কিন্তু ফাঁক তো রয়ে গিয়েছে আরও। কারণ অভিষেকের বিরুদ্ধে আরও একটি মামলার দায়িত্ব নিয়েছে সিআইডি। সেটি ডিজে মামলা। অর্থাৎ নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয় বিধাননগর থানায়। গত বুধবার রাতেই সেই মামলা নিজের হাতে নেয় সিআইডি। শুক্রবার সেই মামলারই নোটিস দিতে আসেন তদন্তকারীরা। বিধানসভার সই জালিয়াতির পর এবার উস্কানিমূলক মন্তব্য করার অভিযোগে ডাক পড়ল অভিষেকের। বৃহস্পতিবারই অভিষেকের সিআইডি দফতরে হাজিরা নিয়ে এক প্রস্থ নাটক দেখেছে বাংলা। প্রথমে বর্ষীয়ান আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলা থেকে সরে দাঁড়ানো, তারপর হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দের অভিষেককে হাজিরা দেওয়ার জন্য ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া, সঙ্গে ১৪ দিনের রক্ষাকবচ। সন্ধ্যা ৬টায় অভিষেকের হাজিরা, আর তার মাঝেই অভিষেকের ডিজে মামলার তদন্তভার সিআইডি-র হাতে

● এরপর ৬ পাতায়...

দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ বর্ষার, অনুকূল আবহাওয়ায় তির গতিতে ছুটছে মৌসুমি বায়ু, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে হবে ভারী বৃষ্টি, সঙ্গে ৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো বাতাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২জুনঃ অনুকূল আবহাওয়ার পরিস্থিতিতে তির গতিতে ছুটছে মৌসুমি বায়ু। পশ্চিমবঙ্গে গত মঙ্গলবার, ৯ জুন বর্ষা প্রবেশ করেছিল। আর তার ঠিক তিন দিন পরে ১২ জুন, শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ করল বর্ষা। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের আপডেট অনুযায়ী, পুরুলিয়ার পশ্চিমাঞ্চল ছাড়া গোটা রাজ্যই এখন জলভরা মেঘেদের দখলে। তিন বার তারিখ ‘ফেল’ করে অবশেষে এ বছর দেশে প্রবেশ করেছে বর্ষা। আবহাওয়া দপ্তর প্রথমে জানিয়েছিল, ২৬ মে দেশে বর্ষা প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সেই দিন প্রবেশ করেনি বর্ষা। সেই তারিখ পিছিয়ে হয় ২৮ মে। কিন্তু, সেই দিনেও দেশে ঢুকতে পারেনি বর্ষা। এরপরে ফের ৩১ তারিখ দেশে বর্ষা প্রবেশের সম্ভাবনার কথা জানানো হলেও শেষে ৪ জুন কেরালায় ঢোকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। তার ঠিক পাঁচ দিন পরে ৯ জুন উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করেছে বর্ষা। তার তিন দিন পরে আজ, শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গে পা রাখল মৌসুমি বায়ু। কেরালা দিয়ে ভারতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবেশ করার তিন থেকে সাত দিনের মধ্যেই সাধারণত উত্তরবঙ্গে বর্ষা নেমে যায়। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে আবহবিদরা বলছেন, জলীয় বাষ্পে পরিপূর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বাতাসের উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে নেমে আসা খুব সহজ নয়। বর্ষার বাতাস দেশে ঢোকার কয়েকদিন পরেই প্রাথমিক ভাবে কিছুটা গতি হারায়। এই কারণেই কেরালায় বৃষ্টি শুরু হওয়ার পরে উত্তরবঙ্গে বর্ষা শুরু হতে যতদিন সময় লাগে, উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণে বর্ষা নামতে তার চেয়ে বেশি সময় লেগে যায়। তবে, এ বছর সেই গতি বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। তাই সহজেই বর্ষা প্রবেশ করেছে দক্ষিণবঙ্গে। মৌসুমি বায়ুর এই অগ্রগতির ফলে গোটা রাজ্য জুড়েই বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের আপডেট অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে চলতি সপ্তাহে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি রয়েছে। সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। অন্যদিকে, চলতি সপ্তাহে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গেও। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতাতেও।

দিল্লিতে বড়সড় ধাক্কার মুখে তৃণমূল?

স্পিকারের দফতরে নাম জমা দিলেন দেব-সায়নী-পার্থসহ ১৯ সাংসদ

নয়াদিল্লি, ১২ জুনঃ লোকসভা নির্বাচনের পর জাতীয় রাজনীতিতে এক নাটকীয় মোড়। তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বড়সড় ভাঙনের ইঙ্গিত দিয়ে লোকসভার স্পিকারের দফতরে পৌঁছাল এক ঝাঁক বিক্ষুব্ধ সাংসদের নাম। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর, গত ১৮ মে স্পিকারের অফিসে মোট ২০ জন দলত্যাগী বা বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদের একটি তালিকা পাঠানো হয়েছে, যার মধ্যে ১৯ জনের নাম ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করা গিয়েছে। তৃণমূলের এই বিশাল সংখ্যক সাংসদের দল ছাড়ার এই সিদ্ধান্ত জাতীয় ও রাজ্য রাজনীতিতে এক বিরাট আলোড়ন তৈরি করেছে। ২০ জনের এই গোষ্ঠীর মধ্যে ১৯ জন সাংসদ একজোট হয়ে স্পিকারের কার্যালয়ে নিজেদের নাম জমা দিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের সেই বিক্ষুব্ধ ও দলত্যাগী ১৯ জন সাংসদের নামের তালিকাটি হল- ১. কাকলি ঘোষ দস্তিদার ২. শতাব্দী রায় ৩. বাপি হালদার ৪. ডাঃ শর্মিলা সরকার ৫. প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ৬. জগদীশ বর্মা বাসুনিয়া ৭. অসিত চক্রবর্তী ৮. রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ৯. সায়নী ঘোষ ১০. খলিলুর রহমান ১১. আবু তাহের খান ১২. ইউসুফ পাঠান ১৩. মিতালী বাগ ১৪. মালা রায় ১৬. কালীপদ সরেন ১৭. দীপক অধিকারী (দেব) ১৮. জুন মালিয়া ১৯. পার্থ ভৌমিক। এরপর একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, তৃণমূলের ‘বিদ্রোহী’ শিবিরে কি তবে ফাটল ধরল? তৃণমূলের ১৯ জন সাংসদের স্বাক্ষর করা একটি চিঠি জমা পড়েছে, তা আগেই জানা গিয়েছে। ওই চিঠিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীটি তৃণমূল দলের সঙ্গে সমস্ত দূরত্ব বজায় রাখতে চায় এবং সংসদে ক্ষমতাসীন ‘এনডিএ’ জোটের সঙ্গে যুক্ত হতে আগ্রহী। এই জোড়া বিদ্রোহের জেরে ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সম্ভবত সবচেয়ে গভীর সংকটের মুখে পড়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। দলীয় অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য এখন বিধানসভা ও সংসদে শক্তি প্রদর্শন, সংখ্যার লড়াই, সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ এবং রাজনৈতিক বৈধতা রক্ষার এক চুলচেরা যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বাধীন এই বিদ্রোহী শিবিরের জমা দেওয়া দলত্যাগী তালিকায় জয়নগরের তৃণমূল সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলের নাম রয়েছে বলে জানা যায়। তবে এই খবর সামনে আসতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর অংশ হওয়ার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন প্রতিমা মণ্ডল। ‘বিদ্রোহী’ শিবিরে তাঁর থাকার খবরকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি করে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, তিনি বর্তমানে কলকাতায় আছেন এবং দিল্লিতে গিয়ে কারও সঙ্গে দেখা করেননি। নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে জয়নগরের সাংসদ বলেন, ‘‘এই খবরটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি এখানেই কলকাতায় আছি। ৪ জুন দিল্লিতে আমার ‘এস্টিমেটস কমিটি’-র একটি বৈঠক ছিল এবং সেদিনই আমি কলকাতায় ফিরে আসি। তারপর থেকে আমি আর দিল্লিতে যাইনি।’’ মিথ্যা খবর ছড়ানোর পরিবর্তে সাংসদদের স্বাক্ষরিত সেই মূল চিঠিটি প্রকাশ্যে আনার জন্য বিদ্রোহীদের সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন প্রতিমা মণ্ডল। তিনি বলেন, ‘‘যারা এই মিথ্যা খবর ছড়াচ্ছেন, তাদের আমি জিজ্ঞাসা করছি- আপনারা কেন সবার স্বাক্ষরিত চিঠিটি প্রকাশ করছেন না? কেন সেই নথিটি দেখাচ্ছেন না যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, তাতে আমার নাম

● এরপর ৬ পাতায়...

দিঘায় বিশ্ব বাংলা গ্লোব সরানোর কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধ,পূর্ব মেদিনীপুর, ১২ জুনঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবার দিঘার চেনা রূপেও বদলের হাওয়া। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানার অন্যতম চর্চিত ' বিশ্ব বাংলা' ব্র্যান্ডের প্রতীক সরানোর কাজ শুরু করল নতুন বিজেপি সরকার। শুক্রবার সকালে পুরনো দিঘার ১ নম্বর গেটের সামনে থাকা অতিকায় বিশ্ব বাংলা গ্লোবটি সরিয়ে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। তবে এই গ্লোবের জায়গায় নতুন কোনও প্রতীক বা কাঠামো বসানো হবে কি না, তা এখনও জানা যায়নি। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সৌন্দর্যায়নের অঙ্গ হিসেবে পুরনো দিঘায় একটি সুদৃশ্য পার্ক তৈরি করে এই অতিকায় বিশ্ব বাংলা গ্লোবটি স্থাপন করা হয়। পর্যটকদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল এটি। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের একাংশের মতে, এই বিশ্ব বাংলা গ্লোবটি গত কয়েক বছরে দিঘার প্রধান ল্যান্ডমার্ক হিসেবে পরিণত হয়েছিল।

জি-৭ সম্মেলনে যোগ দিতে ফ্রান্স ও স্লোভাকিয়া সফরে প্রধানমন্ত্রী, একাধিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১২ জুন ঃ আগামী ১৪ থেকে ১৮ জুন ফ্রান্স ও স্লোভাকিয়া সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সফরকালে তিনি জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতা ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে একাধিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।গত বৃহস্পতিবার বিদেশ মন্ত্রকের সচিব (পশ্চিম) সিবি জর্জ জানান, ১৫ থেকে ১৭ জুন ফ্রান্সের এভিয়ানে জি-৭ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ১৬ ও ১৭ জুন নির্ধারিত আউটরিচ সেশনে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। অংশীদার দেশ হিসেবে ভারতকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এটি হবে জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের ১৩তম অংশগ্রহণ এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর টানা সপ্তম উপস্থিতি।সিবি জর্জ বলেন, চলতি বছরে জি-৭-এর একাধিক বৈঠক ও কর্মসূচিতে ভারতকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এর আগে প্যারিসে অনুষ্ঠিত জি-৭ বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকেও যোগ দিয়েছিলেন বিদেশমন্ত্রী। সম্মেলনের ফাঁকে জি-৭ সদস্য দেশ, অংশীদার দেশ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, সফরসূচিতে ফ্রান্সের নিস, এভিয়ান ও প্যারিসের পাশাপাশি স্লোভাকিয়াও রয়েছে। জি-৭ সম্মেলনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ এবং স্লোভাকিযার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন।সিবি জর্জ আরও জানান, ১৪ থেকে ১৬ জুন স্লোভাকিয়া সফরে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। ১৯৯৩ সালে দেশটি স্বাধীন হওয়ার পর কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এটিই প্রথম সফর। বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পরিবহণ, নবায়নযোগ্য শক্তি, উদীয়মান প্রযুক্তি ও প্রতিরক্ষা উৎপাদনসহ একাধিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। স্লোভাকিয়ার ব্যবসায়ী মহলের সঙ্গেও মতবিনিময় করবেন প্রধানমন্ত্রী।এদিন বিদেশ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব পীযূষ শ্রীবাস্তব জানান, সফরের শুরুতে ফ্রান্সের নিস শহরে প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ও আলোচনায় থাকবে। দুই নেতা যৌথভাবে ' ইন্ডিয়া ইনোভেটস' উদ্যোগের উদ্বোধন করবেন, যার মাধ্যমে বিশ্বমঞ্চে ভারতের উদ্ভাবনী শক্তি ও সাফল্য তুলে ধরা হবে।

পুশ-ইন অভিযোগের মাঝেই দিল্লিতে সম্পন্ন বিএসএফ-বিজিবি বৈঠক

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১২ জুনঃ ভারতের বিরুদ্ধে ক্রমাগত পুশ-ইনএর অভিযোগে সরব বাংলাদেশ। সীমান্তে বিজিবির তরফে ফের একবার এমন অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। এর আগেও এমন অভিযোগের নস্যাৎ করেছে দিল্লি। এদিকে, এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের ১১ দলকে নিয়ে বাংলাদেশের অন্দরে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায়, অভিযানের কর্মসূচি নিয়েছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক শিবির জমায়েত। এরই মাঝে দিল্লিতে বসেছিল ভারতের বিএসএফ (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) ও বাংলাদেশের বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। ডিজি পর্যায়ের এই বৈঠকের পর চিরাচরিত রীতি ভেঙে এই প্রথমবার বিজিবি ও বিএসএফ কোনও যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করেনি। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে জন-ছাত্র অভ্যুত্থানের জেরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা হারান। ভারতে চলে এসে আশ্রয় নেন রাতারাতি। এরপর সেদেশে ইউনুসের আওতায় অন্তর্বর্তী সরকার ও পরে নির্বাচিত তারেক রহমানের সরকার আসে। দুই সরকারের তরফেও শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে সরব হতে দেখা যায় ঢাকাকে। এদিকে, ইউনুস আমলে ভারত বিরোধিতার সুরও ওপার বাংলা থেকে আসে। ওঠে সীমান্তে পুশ-ইনের অভিযোগ। সদ্য সেই অভিযোগে ফের সরব হয়েছে তারেক রহমানের বাংলাদেশ। এই পরিস্থিতিতে, দিল্লিতে বিএসএফ- বিজিবি ডিজি পর্যায়ের বৈঠক আয়োজিত হয়। এদিকে, বিএসএফ-বিজিবি বৈঠকের পর এক যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, 'উভয় পক্ষই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।'

রাশিফল

মেষঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য অনেক এনার্জি আর উৎসাহে ভরা থাকবে। আপনার ব্যক্তিগত আর পেশাগত জীবনে ভালো পরিবর্তন আসবে। শুভ দিন হবে

বৃষঃ বিবাদ ঝেড়ে ফেলে দিন- যা আপনাকে জড়িয়ে ফেলছে এবং আপনার উন্নতিকে ব্যাহত করছে। আপনার অন্তস্থ পরিকল্পনার ফলে অর্থের অভাব দেখা দিতে পারে।

মিথুনঃআজকের দিনটা আপনার জন্য উৎসাহ আর শক্তিতে ভরা থাকবে। কথা বলা আর আইডিয়ার বিনিময়ই আপনার সাফল্যের চাবিকাঠি হবে। প্রেম আসতে পারে

কর্কট রাশিঃ চাপ মুক্ত হতে আপনার মূল্যবান সময় আপনার বাচ্চাদের সাথে কাটান। শুভদিন।

সিংহঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য ইতিবাচক। আপনার আত্মবিশ্বাস আর শক্তি বাড়বে, যার ফলে আপনি আপনার কাজগুলো আরও ভালভাবে শেষ করতে পারবেন বিবাহের যোগ হতে পারে

কন্যাঃ কফি ছাড়ুন বিশেষ করে হার্টের রোগীরা। আপনি অন্যদের উপর ব্যয় করতে পছ ন্দ করেন।

তুলাঃআজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা আর সুযোগে ভরা। আপনার সামাজিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে।

বৃশ্চিকঃ আজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

ধনুঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য এনার্জি আর উৎসাহে ভরা থাকবে। আপনার নতুন কিছু ধারণা আসতে পারে, যা আপনাকে সঠিক পথে এগোতে সাহায্য করবে।

মকরঃ পনি আপনার চারপাশের মানুষদের মধ্যে অত্যন্ত দাবি দেখতে পাবেন- আপনি দেওয়ার চেয়ে. বেশি অঙ্গীকার করবেন না- এবং শুধু অন্যদের সন্তুষ্ট করার জন্য নিজেকে জোর করে ক্ষয় করবেন না। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

কুম্ভঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য ইতিবাচক শক্তি আর নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসবে। শুভদিন। সংসারে শান্তি আসতে পারে আজ।

মীনঃআপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। যে কোনও জায়গায় বিনিয়োগ করা লোকেরা আজ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে।

প্রয়াত জসপাল রানা, শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১২ জুনঃ ভারতীয় শুটিংয়ের কিংবদন্তি, প্রখ্যাত কোচ, দ্রোণাচার্য পুরস্কারজয়ী জসপাল রানা শুক্রবার ৪৯ বছর বয়সে মারা গিয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।তিনি এদিন সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে জানান, জশপাল রানা জীর প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর এই চলে যাওয়া ভারতীয় ক্রীড়াজগতের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। শুটিংয়ে তাঁর অসাধারণ সব সাফল্যের মধ্য দিয়ে তিনি দেশের জন্য বিপুল গৌরব বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। মেন্টর হিসেবে তরুণ ক্রীড়াবিদদের অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গড়ে তুলতে এবং সঠিক পথ দেখাতেও তাঁর অবদান ছিল সমান প্রশংসনীয়। শ্রেষ্ঠত্ব, শৃঙ্খলা এবং ক্রীড়াজগতের প্রতি তাঁর অবিচল দায়বদ্ধতা ও সেবা তাঁকে সকলের গভীর শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল। শোকের এই কঠিন মুহূর্তে আমার সমবেদনা রইলো তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সমগ্র ক্রীড়া মহলের প্রতি। ওম শান্তি।অন্যদিকে ভারতীয় ক্রীড়া জগতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। দেশের অন্যতম সফল শুটার এবং কোচ জসপাল রানা মারা গিয়েছেন। শুক্রবার ৪৯ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দিল্লির ম্যাক্স সাকেত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।গত ১ জুন জার্মানির মিউনিখ থেকে ভারতে ফেরার সময় বিমানের মধ্যেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন জসপাল রানা। আপকালীন অবস্থায় তাঁকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। দিল্লিতে বিমান অবতরণের পর সরাসরি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষার পর তাঁর হৃদযন্ত্রে একটি স্টেন্ট বসানো হয়েছিল। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকদের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি চিরবিদায় নিয়েছেন।খেলোয়াড় হিসেবে যেমন সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছিলেন, তেমনই কোচ হিসেবেও তিনি রেখে গিয়েছেন উজ্জ্বল ছাপ। প্যারিস অলিম্পিকে ভারতের তারকা শুটার মনু ভাকের যে জোড়া পদক জিতেছিলেন, তার পিছনে জসপাল রানার অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার সভাপতি কালিকেশ নারায়ণ সিং দেও তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন।

বড় পর্দায় রাহুল দেব বর্মনের চরিত্রে প্রত্যাবর্তন ফারহান আখতারের

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ১২ জুনঃ বড় পর্দায় প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন বলিউড অভিনেতা ও পরিচালক ফারহান আখতার। সংগীত পরিচালক রাহুল দেব বর্মনের (আর. ডি. বর্মন) জীবনীর ওপর ভিত্তি করে তৈরি হতে চলেছে এই ছবি। ছবির মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করতে চলেছেন ফারহান, পরিচালনায় নীরজ পাণ্ডে। প্রযোজক কমল জৈন।২০২৬ সালের শেষের দিকে শুরু হতে পারে ছবির শুটিং। ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা হবে ভারতীয় সঙ্গীত জগতে আর.ডি. বর্মনের অবদানকে। শুধু তাই নয়, এই ছবির মধ্যে দিয়ে আর.ডি. বর্মনের পাশাপাশি তৎকালীন সময়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র এবং সংগীত দুনিয়ার দিকটিও সমান্তরালে তুলে ধরা হবে।তবে ফারহান আখতারের ছবি 'ডন ৩' ছবি নিয়ে এখনও কাটেনি ধোঁয়াশা। মতপার্থক্যের কারণে অভিনেতা রণবীর সিং এই ছবি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। ক্ষতিপূরণ হিসেবে এক্সেল এন্টারটেইনমেন্ট রণবীর সিংয়ের কাছ থেকে ৪৫ কোটি টাকার দাবি করে মামলা গড়ায় আদালত পর্যন্ত। ফলত ছবির ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত।

দু'দিনের উত্তরাখণ্ড সফরে রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি (সংবাদ সংস্থা), ১২ জুনঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দুই দিনের সফরে শুক্রবার উত্তরাখণ্ডে পৌঁছেছেন। রাষ্ট্রপতির উত্তরাখণ্ড সফরকে ঘিরে দেহরাদূনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এদিন জলিগ্রান্ট বিমানবন্দরে রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুরমিত সিং, মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি, মন্ত্রী মদন কৌশিক, মুখ্য সচিব আনন্দ বর্ধন এবং পুলিশের ডিজি দীপম শেঠ তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানান। রাষ্ট্রপতির এদিন দেহরাদূনের 'রাষ্ট্রপতি নিকেতন' পরিদর্শনের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি রয়েছে। সেখানে রাষ্ট্রপতি আশিয়ানা চত্বরে ১৩২ একরের ওপর বিশাল এলাকায় গড়ে ওঠা অত্যাধুনিক 'রাষ্ট্রপতি উদ্যান'-এর নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ খতিয়ে দেখবেন।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শনিবার ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমি (আইএমএ)-র পাসিং আউট প্যারেডে যোগ দেবেন। দেহরাদূনের ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমিতে শনিবার আয়োজিত হতে চলা স্প্রিং টার্ম ২০২৬-এর পাসিং আউট প্যারেডে রাষ্ট্রপতি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ও প্যারেড পরিদর্শন করবেন।

শুক্রবার দিনের শুরুতে উত্থান দেশীয় শেয়ার বাজারে

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ১২ জুন ঃপশ্চিম এশিয়ায় ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা কিছুটা থিতিয়ে আসতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল দেশীয় শেয়ার বাজার। বিশ্ব বাজারের ইতিবাচক সংকেতকে সঙ্গী করে শুক্রবার দিনের শুরুতে দেশীয় শেয়ার বাজারে দেখা গেল উত্থান। শুক্রবার বাজার খোলার পর থেকেই প্রায় সব সেক্টরের শেয়ারেই চাঙ্গা ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে, যা বিনিয়োগকারীদের মুখে চওড়া হাসি ফুটিয়েছে। এ দিন বাজার খোলার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিএসই সেনসেক্স ৯৮১ পয়েন্ট বা ১.৩৩ শতাংশ বেড়ে ৭৪,৮১৪ পয়েন্টে পৌঁছে যায়। অন্যদিকে, এনএসই নিফটি-৫০ সূচক ২৭২ পয়েন্ট বা ১.১৭ শতাংশ বেড়ে ২৩,৪৩৪ পয়েন্টে পৌঁছয়।

গ্লোবাল চেস লিগের চতুর্থ আসর আয়োজন করবে বেঙ্গালুরু

বেঙ্গালুরু(সংবাদ সংস্থা), ১২জুনঃ গ্লোবাল চেস লিগ (জিসিএল) শুক্রবার ঘোষণা করেছে যে, এর চতুর্থ আসর ৩ সেপ্টেম্বর থেকে বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হবে।টেক মাহিন্দ্রা এবং ফিডের যৌথ উদ্যোগ জিসিএল ইতিমধ্যেই ফ্র্যাঞ্চাইজি দল, মিশ্র লিঙ্গের লাইনআপ এবং র‍্যাপিড ফায়ার ম্যাচের মাধ্যমে প্রভাব ফেলেছে।সিজন ৪-এ আবারও বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়রা দলভিত্তিক ফরম্যাটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।টেক মাহিন্দ্রা গ্লোবাল চেস লিগের কমিশনার গৌরব রক্ষিত বলেন, দাবাকে সত্যিকারের একটি বিশ্বব্যাপী দর্শকপ্রিয় খেলায় রূপান্তরিত করার জন্যই গ্লোবাল চেস লিগ তৈরি করা হয়েছিল। সিজন ৪ বেঙ্গালুরুতে নিয়ে আসাটা শুধু লিগের জন্যই নয়, বরং খেলাটির বিবর্তনের জন্যও একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত বলে মনে হচ্ছে। এখান থেকেই পরবর্তী অধ্যায়ের সূচনা।ফিডের সভাপতি আরকাদি ভোরকোভিচ বলেছেন, গ্লোবাল চেস লিগের চতুর্থ আসর বেঙ্গালুরুতে আনতে পেরে আমরা আনন্দিত। বিশ্ব দাবা অঙ্গনে ভারত অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং এই গতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেঙ্গালুরু একটি উপযুক্ত স্থান। পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিতে আর প্রজ্ঞানন্দ, ডি গুকেশ এবং কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আনন্দের মতো শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় খেলোয়াড়রা এই টুর্নামেন্টে খেলেছেন।

সুপ্রিম কোর্টে খারিজ মীনাক্ষী নটরাজনের আবেদন, রাজ্যসভা মনোনয়ন বাতিলের সিদ্ধান্ত বহাল

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১২ জুন ঃরাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য মধ্যপ্রদেশ থেকে কংগ্রেস নেত্রী মীনাক্ষী নটরাজনের মনোনয়ন বাতিলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট।শুক্রবার বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের নেতৃত্বাধীন অবকাশকালীন বেঞ্চ জানায়, মনোনয়ন বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই ধরনের আবেদন বিচারযোগ্য নয়। আদালত স্পষ্ট করে দেয়, এই বিষয়ে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট কোনও আদালতই হস্তক্ষেপ করতে পারে না। ফলে আবেদনটি খারিজ করা হয়।শুনানিতে মীনাক্ষী নটরাজনের পক্ষে সিনিয়র আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি যুক্তি দেন, একটি ফৌজদারি মামলার তথ্য গোপনের অভিযোগে তাঁর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট মামলায় এখনও কেবল সমন জারি হয়েছে, আদালত এখনও সংজ্ঞায় (কগনিজেন্স) নেয়নি বলে তিনি দাবি করেন। তাঁর মতে, আইন অনুযায়ী কেবল সেই মামলার তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক যেখানে আদালত ইতিমধ্যে সংজ্ঞা নিয়েছে।অন্যদিকে, রিটার্নিং অফিসার অরবিন্দ শর্মা জানিয়েছিলেন, তেলেঙ্গানায় চলমান একটি ফৌজদারি মামলার তথ্য মনোনয়নপত্রে উল্লেখ না করার কারণেই তাঁর মনোনয়ন বাতিল করা হয়। উল্লেখ্য, মধ্যপ্রদেশের তিনটি রাজ্যসভা আসনে ১১ জুন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং তিনটি আসনেই বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হন।

তৃণমূলকে 'পরিবারতন্ত্র' নিয়ে কটাক্ষ শেহজাদ পুনাওয়ালার

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১২ জুন ঃ তৃণমূল কংগ্রেসকে 'পরিবারতন্ত্র' নিয়ে নিশানা করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা। তিনি শুক্রবার বলেন, এখন তৃণমূল কংগ্রেস পরিণত হয়েছে 'টুকরো মে কংগ্রেস'-এ। তারা বাকি সবাইকে দোষারোপ করতে পারে, বিভ্রান্তির মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু আসল সত্য এটাই যে, যখন আপনি 'পরিবারতন্ত্র' চাপিয়ে দেবেন, যখন আপনি নিজের ভাইপোকে দলের মাথায় চাপিয়ে দেবেন, তখন দল আপনার থেকে দূরে সরে যাবে। এখন আপনারা দলের উর্ধ্বে পরিবারকে স্থান দিয়েছেন, আর সেই কারণেই ডিএমকে, আরজেডি এবং উদ্ধব সেনার মতো একই পরিণতির মুখোমুখি হচ্ছেন। নিজের 'পুত্রসম' একজনের উত্থান ঘটাতে গিয়ে আপনারা আসলে নিজেদের দলের পতন ডেকে এনেছেন। তবুও আপনারা অন্যদের দোষ দিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন যে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারণেই তিনি থাকতে পারছেন না।

সবকিছু ঠিক আছে, কল্যাণ প্রসঙ্গে বার্তা কীর্তির

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১২ জুন ঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ খুললেও সব মিটে গিয়েছে বলে দাবি করলেন তৃণমূলের আর এক সাংসদ কীর্তি আজাদ। শুক্রবার কীর্তি দিল্লিতে সংবাদমাধ্যমের কাছে দাবি করেন, সবকিছু ঠিক আছে, কোনও সমস্যা নেই। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আবেগপ্রবণ, সহজেই রেগে যান। তবে দিদির (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক রয়েছে। তিনি খারাপ সময়েও দিদির পাশে ছিলেন তিনি কখনই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না বা পিছন থেকে ছুরি মারতে পারেন না।এদিকে, বিদ্রোহী তৃণমূল নেতাদের প্রসঙ্গে কীর্তি আজাদ বলেন, কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে ক্যামেরার সামনে ৫ লক্ষ টাকা নিতে দেখা গিয়েছিল। তখন তাঁর সততা কোথায় ছিল? কীর্তি আজাদ এদিন নিশানা করেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। বলেন, বামপন্থীরা ওকে বহিষ্কার করেছিল। ও 'যুবরাজ'-এর কাছে পদের জন্য লাগাতার অনুনয়-বিনয় করে যাচ্ছিল। ওকে সাংসদ করা হলো, তারপর ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি করা হলো এবং পরবর্তীতে বিধায়ক করা হলো। আমাদের সরকার ক্ষমতায় এলে ওকে শ্রমমন্ত্রী করার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এমন অকৃতজ্ঞ লোকজনকে নিয়ে আলোচনা করার কী দরকার? প্রশ্ন তোলেন কীর্তি আজাদ।

আবহাওয়া

উত্তরবঙ্গে আগেই পা রেখেছে বর্ষা, এবার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শনিবার দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমী বায়ু বা বর্ষা প্রবেশের অত্যন্ত অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সাধারণত দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশের নির্ধারিত সময় ১০ জুন হলেও, এবার নিয়ম ভেঙে তিন দিন পিছিয়ে ১৩ জুন বর্ষা ঢোকার জোরালো সম্ভাবনা দেখছেন আবহবিদেরা।তবে মূল বর্ষা ঢোকার আগেই প্রাক-বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজছে তিলোত্তমা। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বৃহস্পতিবারের মতো শুক্রবারও দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া একই রকম থাকবে। কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দুপুর বা বিকেলের পর বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টি এবং দমকা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে কালবৈশাখীর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তবে স্বস্তির খবর এই যে, গত দু'দিনের তুলনায় এদিন বজ্রপাতের তীব্রতা ও প্রবণতা অনেকটাই কম থাকবে। আবহবিদদের মতে, আগামী ১৪ জুন পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই কলকাতা ও গাঙ্গেয. পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে এদিন তুলনামূলকভাবে বেশি বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়। ফলে সপ্তাহান্তে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বর্ষার আবহ আরও জোরদার হতে চলেছে, যা গত কয়েকদিনের আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকে অনেকটাই কমাবে।অন্য দিকে, উত্তরবঙ্গের উঁচু এলাকার জেলাগুলিতে আগামী সাত দিন ধরেই পুরোদস্তুর বর্ষার বৃষ্টি চলবে। এর মধ্যে আগামী তিন দিন সবচেয়ে বেশি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে। বৃষ্টির পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের এই জেলাগুলিতে ঘণ্টায়. ৪০ থেকে ৪৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বলেও সতর্ক করেছে হাওয়া অফিস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৮ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৭ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়েছে আবহাওয়া সূত্র থেকে জানা গেছে।

কেরলে টানা বৃষ্টির সতর্কতা, রবিবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস, একাধিক জেলায় কমলা ও হলুদ সতর্কতা জারি

তিরুবনন্তপুরম(সংবাদ সংস্থা), ১২ জুনঃকেরল রাজ্যে আগামী কয়েকদিন ধরে আবহাওয়ার পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে সতর্ক করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকায় একাধিক জেলায় কমলা ও হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। একই সঙ্গে সমুদ্র পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তাল থাকার আশঙ্কা থাকায় মস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে না যাওয়ার কড়া পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন।আইএমডির সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তর কর্ণাটকের অভ্যন্তরীণ অঞ্চল ও তার সংলগ্ন এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় হয়েছে। এই আবহাওয়াগত পরিবর্তনের সরাসরি প্রভাব পড়ছে কেরল উপকূলে। এর ফলে রাজ্যে টানা বৃষ্টিপাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যা আগামী রবিবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানানো হয়েছে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার কেরলের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা- এরনাকুলাম, ইডুক্কি এবং ত্রিশূর- কমলা সতর্কতার আওতায় থাকবে। এই সতর্কতা মূলত সেই পরিস্থিতিতে জারি করা হয় যখন কোনো অঞ্চলে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে, যা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করতে পারে এবং স্থানীয়ভাবে বন্যা বা জলাবদ্ধতার মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।শুক্রবারও পরিস্থিতির উন্নতির কোনো বিশেষ সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করছে আবহাওয়া দফতর। ওই দিন কোট্টায়াম, এরনাকুলাম এবং ইডুক্কিতে আবারও কমলা সতর্কতা বজায় থাকবে। একই সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্থানীয় বাসিন্দা এবং জেলা প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে পাহাড়ি ও নিম্নাঞ্চলগুলিতে।বৃহস্পতিবার রাজ্যের আরও কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। পাথানামথিট্টা, আলাপ্পুঝা, কোট্টায়াম, পালাক্কাড় এবং মালাপ্পুরম জেলায় বৃষ্টির তীব্রতা বেশি থাকতে পারে বলে জানানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নদী-নালা ও জলাধারগুলিতে জলস্তর দ্রুত বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে নিচু এলাকা এবং নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারী মানুষদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।শুধু তাই নয়, শুক্রবার রাজ্যের দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলের কিছু অংশেও হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তিরুবনন্তপুরম, কোল্লাম, পাথানামথিট্টা এবং আলাপ্পুঝা জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে পূর্বাভাস। যদিও এই সতর্কতা কমলার তুলনায় কিছুটা কম ঝুঁকির ইঙ্গিত দেয়, তবুও পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন।এরপর সপ্তাহান্তে পরিস্থিতির বিস্তার আরও বা।বে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। শনিবার কোঝিকোড়, কান্নুর এবং কাসারগোড় জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে। আর রবিবার পর্যন্ত কেরলের বিভিন্ন অংশে থেমে থেমে বৃষ্টি চলতে পারে বলে পূর্বাভাস। রবিবার এরনাকুলাম, ত্রিশূর, পালাক্কাড় এবং মালাপ্পুরম জেলাও আবার হলুদ সতর্কতার আওতায় থাকবে, যা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে যে বৃষ্টির প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হতে চলেছে।এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভূমিধসপ্রবণ এলাকা এবং পাহাড়ি অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য বিশেষ সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। বিশেষ করে ইডুক্কি জেলার মতো পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। তাই সেখানকার মানুষদের প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না বেরোনোর এবং স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ কঠোরভাবে মানার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, এই ধরনের ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় থাকলে আরব সাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প স্থলভাগে প্রবেশ করে, যার ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কেরল উপকূলের ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে, সামান্য আবহাওয়াগত পরিবর্তনেও সেখানে ভারী বৃষ্টি ও বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এবারও সেই একই ধরনের প্রভাব দেখা যাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।এরই মধ্যে রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে। বিভিন্ন জেলায় কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য উদ্ধারকারী দল প্রস্তুত রাখা হয়েছে। নদী তীরবর্তী ও নিচু এলাকায় মাইকিং করে সতর্ক করা হচ্ছে স্থানীয় মানুষদের। অন্যদিকে, সমুদ্র পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে আইএমডি। গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কেরল, কর্ণাটক এবং লাক্ষাদ্বীপ উপকূলে সমুদ্র অত্যন্ত উত্তাল থাকবে বলে জানানো হয়েছে। এই সময় বাতাসের গতিবেগও স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি থাকতে পারে, যার ফলে ছোট ও মাঝারি নৌকা নিয়ে সমুদ্রে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে।এই কারণে দুই দিন মৎস্যজীবীদের সম্পূর্ণভাবে সমুদ্রে না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই উপকূলবর্তী এলাকায় থাকা মৎস্যজীবীদের নিরাপদ স্থানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং অনেক নৌকা তীরে ফিরিয়ে আনা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।রাজ্য সরকারও পরিস্থিতি নিয়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী দফতরের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করা হচ্ছে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে, যাতে যে কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।সব মিলিয়ে কেরলে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া অত্যন্ত অস্থির থাকতে চলেছে। একদিকে টানা বৃষ্টি, অন্যদিকে সমুদ্র উত্তাল-এই দুইয়ের মিলিত প্রভাবে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। প্রশাসনের বারবার সতর্কবার্তা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সবাইকে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখতে হবে। বলে মনে করা হয়েছে আজকে। খবর সূত্র জানি।

অমরনাথ যাত্রার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বৈঠক অমিত শাহের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১২ জুন ঃআসন্ন বার্ষিক অমরনাথ যাত্রার নিরাপত্তা ও কার্যক্রম-সংক্রান্ত প্রস্তুতির পর্যালোচনা করতে শুক্রবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। এ বছর অমরনাথ যাত্রা শুরু হবে ৩ জুলাই।অমরনাথ যাত্রার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এদিনের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা, সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিআরপিএফ, বিএসএফ, সিআইএসএফ, আইটিবিপি ও এসএসবি-র মহাপরিচালকরা। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও। খবর সূত্র আজকে জানা গিয়েছে বলে মনে হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনঃসেমিফাইনালে উঠলেন সিন্ধু

সিডনি, ১২ জুন ঃ শুক্রবার মহিলাদের একক কোয়ার্টার ফাইনালে চাইনিজ তাইপের চেন সু ইউকে ২১-৬, ২১-৯ গেমে দাপুটে জয় দিয়ে পিভি সিন্ধু বিডব্লিউএফ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন ।দুইবারের অলিম্পিক পদকজয়ী পুরো প্রতিযোগিতা জুড়ে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিলেন এবং প্রতিপক্ষকে প্রায় কোনও সুযোগই না দিয়ে সাম্প্রতিক মাসগুলোর মধ্যে অন্যতম দাপুটে জয়টি তুলে নিয়েছেন।সেমিফাইনালে সিন্ধু শীর্ষ বাছাই আকানে হয়ামাগুচির মুখোমুখি হবেন, যিনি কোয়ার্টার ফাইনালে স্বদেশী তানভি শর্মাকে ২১-১৪, ২১-১৪ গেমে হারিয়েছেন।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৭ টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০২ টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৮মিনিটে হতে পারে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

শিয়ালদহ ডিভিশনের বিশাল টিকিট চেকিং অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১২ জুন ঃ রেলযাত্রায় শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা এবং নাগরিক দায়িত্ববোধকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে, শিয়ালদহ ডিভিশন ব্যস্ত শিয়ালদহ-সোনারপুর-ক্যানিং শাখায় একটি ব্যাপক ও অত্যন্ত প্রভাবশালী বিশেষ টিকিট চেকিং অভিযান পরিচালনা করেছে।শুধুমাত্র পরিসংখ্যানের বাইরেও, এই অভিযানটি সকল যাত্রীর কাছে একটি গভীর সামাজিক বার্তা পৌঁছে দিয়েছে-টিকিট নিয়ে ভ্রমণ, মর্যাদার সাথে যাত্রা।এই কঠোর অভিযানটি কেবল একটি সাধারণ পরিদর্শন ছিল না পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার ড. উদয় শঙ্কর ঝা এবং শিয়ালদহ ডিভিশনের সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার শ্রী সুনীল মাহালা সরাসরি এর নেতৃত্ব দেন এবং আইন-মান্যকারী যাত্রী হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করেন।শিয়ালদহ ডিভিশনের বাণিজ্যিক বিভাগের দলটি যখন সোনারপুর-ক্যানিং শাখার বিভিন্ন স্টেশন ও ট্রেনে অভিযান চালায়, তখন এই স্থানীয় পর্যায়ের উদ্যোগটি অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয় এবং শত শত নিয়ম-

লঙ্ঘনকারীকে হাতেনাতে ধরা হয়। এই অভিযানের সময় নিয়ম-লঙ্ঘনের মোট ৬১৮টি ঘটনা নথিভুক্ত করা হয় এবং জরিমানা বাবদ ১,৪৭,৬৮৫ টাকা আদায় করা হয়। এর মধ্যে বিনা টিকিটে ভ্রমণের ৪৪৯টি, বুকিং-বিহীন মালপত্র বহনের ১২৮টি এবং যত্রতত্র থুতু ফেলা ও আবর্জনা ফেলার ৪১টি ঘটনা অন্তর্ভুক্ত ছিল।শিয়ালদহ ডিভিশন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এই বার্তাটি ছড়িয়ে দিয়েছে-আইন মেনে চলুন, রেল পরিসর পরিষ্কার রাখুন এবং গর্বের সাথে ভ্রমণ করুন।

হুগলীতে কৃষির প্রসারে ৪৩ হাজারেরও বেশি কৃষককে নিয়ে শুরু কর্মসূচি

সৈকত দাস, হুগলী, ১২ জুন ঃ পরিবেশবান্ধব ও রাসায়নিকমুক্ত কৃষি ব্যবস্থার প্রসারে সরকারি উদ্যোগে শুক্রবার হুগলীর চুঁচুড়া রবীন্দ্রভবনে এক বৃহৎ প্রাকৃতিক কৃষি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত পাঁচ শতাধিক কৃষকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন হুগলী জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরী। বর্তমান সময়ে কৃষিক্ষেত্রে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উপর যে বিরূপ প্রভাব পড়ছে, তার বিকল্প হিসেবে প্রাকৃতিক কৃষির গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই লক্ষ্যেই কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক কৃষির বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার, বিধায়ক সুবীর নাগ, গোঘাট ও খানাকুলের বিধায়কগণ, জেলার কৃষি আধিকারিকবৃন্দ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরা। বক্তারা প্রাকৃতিক কৃষির উপকারিতা, মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা, উপাদান খরচ কমানো এবং বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলার যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা লক্ষীকান্ত জানা জানান, হুগলী জেলায় প্রাকৃতিক কৃষির প্রসারে একটি বৃহৎ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জেলায় প্রায় ১৭,৩০০ হেক্টর কৃষিজমিতে ৪৩,২৫০ জন কৃষককে যুক্ত করে এই কর্মযজ্ঞ শুরু করা হবে। তিনি বলেন, কৃষকদের প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং নিয়মিত পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে এই কর্মসূচিকে সফল করে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাকৃতিক কৃষি এমন একটি চাষ পদ্ধতি যেখানে রাসায়নিক সার, আগাছানাশক বা বিষাক্ত কীটনাশকের ব্যবহার ছাড়াই স্থানীয় ও প্রাকৃতিক উপাদানের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করা হয়। এর ফলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়, উপকারী অণুজীব সংরক্ষিত থাকে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। এই পদ্ধতিতে কৃষকদের উপাদান ব্যয়ও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।অনুষ্ঠানে বক্তারা জানান, ভারত সরকারের ' মিশন অন ন্যাচারাল ফার্মিং' প্রকল্পের মাধ্যমে দেশজুড়ে প্রাকৃতিক কৃষিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এই উদ্যোগকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করছে। হুগলীর এই কর্মশালা সেই বৃহত্তর কর্মসূচিরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি তাঁর বক্তব্যে কৃষকদের প্রাকৃতিক কৃষির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, পরিবেশ রক্ষা, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্থ জীবন নিশ্চিত করতে প্রাকৃতিক কৃষির বিকল্প নেই। তিনি আশা প্রকাশ করেন, জেলার কৃষকরা এই উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন এবং হুগলী প্রাকৃতিক কৃষির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হয়ে উঠবে। কর্মশালার শেষে কৃষকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা এবং প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনে জেলার বিভিন্ন ব্লক স্তরেও এই ধরনের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। প্রাকৃতিক কৃষির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদনের যে লক্ষ্য নিয়ে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে, তা আগামী দিনে জেলার কৃষি ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে বলেই মনে করছেন কৃষি বিশেষজ্ঞ ও প্রশাসনিক কর্তারা।

জয়নগরে পথ দুর্ঘটনা রোধে গোলাপ ফুল হাতে এগিয়ে এলো পড়ুয়ারা

উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায়,জয়নগর, ১২ জুন ঃ পথ দুর্ঘটনা বেড়ে চলেছে। আর তা কমাতে উদ্যোগী হলো বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার। পথ দুর্ঘটনা বন্ধ করতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে পুলিশ ও ট্রাফিকের তরফে। আর পথ দুর্ঘটনা রোধ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এবার এক অভিনব উদ্যোগ নিল জয়নগর থানার দাড়া বাপুলির চক এফপি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। শুক্রবার স্কুলের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ রোড সেফটি সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে স্কুলের ছাত্রীরা রাস্তায় নেমে হেলমেটহীন মোটর বাইক চালকদের হাতে গোলাপ ফুল তুলে দেয় এবং নিরাপদে গাড়ি চালানোর আবেদন জানায়। পড়ুয়াদের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগে অনেক বাইক চালককে ছাত্রীরা আবেদন করে ছাত্র ছাত্রীরা তাঁদের হাতে সচেতনতা মূলক বার্তা তুলে দিয়ে জানায়, হেলমেট শুধু আইন মেনে চলার জন্য নয়, বরং নিজের জীবন ও পরিবারের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি। তারা সকলকে ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলা, নির্দিষ্ট গতিসীমা বজায় রাখা এবং সর্বদা হেলমেট ব্যবহার করার আহ্বান জানায়।বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত এই রোড কর্মসূচিতে পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দারাও অংশ নেন। ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে নিরাপদ সড়কের বার্তা শুনে অনেকেই তাদের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে নিয়ম মেনে গাড়ি চালানোর প্রতিশ্রুতি দেন। পড়ুয়াদের হাতে থাকা বিভিন্ন প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল- হেলমেট পরুন, জীবন বাঁচান, সচেতন হোন, নিরাপদে বাড়ি ফিরুন, একটি হেলমেটই হতে পারে জীবনের রক্ষাকবচ।

মমতার আর এক 'হারাধন'মদনের কাছেও এল সিআইডি-র নোটিস

নিজস্ব সবাদদাতা, কলকাততা, ১২ জুন ঃ বিধায়কদের সই জালকাণ্ডে এবার কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রকে নোটিস সিআইডি-র। শুক্রবার মদনের কামারহাটির বাড়িতে গিয়ে তাঁকে নোটিস দেন সিআইডি আধিকারিকরা। তিনি যে নোটিস পেয়েছেন, তা স্বীকার করছেন মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়ের বিশ্বস্ত সঙ্গী মদন। নোটিস পেয়ে কী বলছেন কামারহাটির বিধায়ক? তৃণমূল বিধায়কদের সই জালকাণ্ডে পুরোদমে তদন্তে নেমেছে সিআইডি। গতকালই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বঃেদ্যাপাধ্যায়কে সাড়ে ৫ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন সিআইডি আধিকারিকরা। অভিষেক একাধিক প্রশ্নের উত্তর দেননি বলে জানা গিয়েছে। সিআইডি আধিকারিকদের প্রশ্নে মেজাজও হারান।

অভিষেককে নিয়ে চর্চার মধ্যেই মদনকে নোটিস দিল সিআইডি। এই নিয়ে কামারহাটির বিধায়ক বলেন, আজ সকালে আমাকে একটা নোটিস দেওয়া হয়েছে। আমি নোটিস পেয়েছি। তবে আমায় এখনও তলব করা হয়নি। সিআইডি শুধু জানিয়ে গিয়েছে, আমাকে নোটিস দেওয়া হল। জানা গিয়েছে, সই জালকাণ্ডে মদনকে তদন্তে সাহায্যের জন্য বলা হয়েছে।

রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, তৃণমূলের বর্তমান পরিস্থিতিতে মমতার সঙ্গে ' যে কয়েকজন নেতা রয়েছেন, তার মধ্যে অন্যতম মদন। তৃণমূল সুপ্রিমোর দীর্ঘদিনের সঙ্গী কামারহাটির বিধায়ক। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, মমতার সঙ্গেই তিনি রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁর সিআইডি-র নোটিস পাওয়া নিয়ে জল্পনা বাড়ছে।প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর থেকে এমনিতে তৃণমূলের অঃদরে ডামাডোল বাড়ছে। ঋতব্রত বঃেদ্যাপাধ্যায়, সঃদীপন সাহার নেতৃত্বে তৃণমূলের ৬০ বিধায়ক ' তৃণমূল ব্লক' গঠন করেছেন। লোকসভায়ও তৃণমূল সাংসদরা দু'ভাগ হয়ে গিয়েছেন। রাজ্যসভায় একের পর এক সাংসদ ইস্তফা দিচ্ছেন। এরই মধ্যে বিধায়কদের সই জালকাণ্ডে তদন্তের গতি বাড়িয়েছে সিআইডি। বিধায়কদের সই জাল করে বিধানসভায় জমা দেওয়ার অভিযোগে অভিষেককে একাধিকবার তলব করা হয়েছে। প্রথম তিনবার সিআইডি-র তলবে সাড়া দেননি তিনি। এরপর গতকাল কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পর ভবানীভবনে হাজির হন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড। বিধায়কদের সই জালকাণ্ডের তদন্তে নতুন মোড়। এবার কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের কাছেও পৌঁছল সিআইডি-র নোটিস। শুক্রবার সকালে তাঁর কামারহাটির বাড়িতে গিয়ে নোটিস তুলে দেন তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। নোটিস পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন মদন মিত্র নিজেও।সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মদন জানান, তাঁকে এখনও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়নি। তবে তদন্তের স্বার্থে তাঁকে নোটিস দেওয়া হয়েছে বলে সিআইডি জানিয়েছে। সূত্রের খবর, বিধায়কদের সই জাল সংক্রান্ত মামলায় তদন্তে সহযোগিতা করার জন্যই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।এই ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে। তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম প্রবীণ এবং মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ নেতা হিসেবে পরিচিত মদন মিত্র। দলের কঠিন সময়ে তিনি প্রকাশ্যেই নেতৃত্বের প্রতি নিজের আনুগত্যের কথা জানিয়েছেন। ফলে তাঁর কাছে সিআইডি-র নোটিস পৌঁছনো রাজনৈতিকভাবে তাপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।ইতিমধ্যেই এই মামলায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তদন্তকারীরা সই জালিয়াতির অভিযোগের উস ও দায় নির্ধারণে তপর। সেই প্রেক্ষাপটে মদন মিত্রের ভূমিকা বা তাঁর কাছে থাকা সম্ভাব্য তথ্য সম্পর্কে জানতে চাইতেই সিআইডি এই পদক্ষেপ করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই এই মামলাকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে।

৫১ সরকারি আইটিআইয়ের আধুনিকীকরণে বড় উদ্যোগ, শিল্প সংস্থার হাত ধরে কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত

নিজস্ব সবাদদাতা, কলকাততা, ১২ জুন ঃ রাজ্যের যুবক-যুবতীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করাকে সামনে রেখে বড় পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সরকারি আইটিআইগুলিকে আরও আধুনিক ও কর্মমুখী করে তুলতে ৫১টি সরকারি আইটিআইয়ের জন্য বিশেষ রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে শিল্প সংস্থাগুলির সঙ্গে সরাসরি সমন্বয় গড়ে তুলে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ফলে কোর্স সম্পূর্ণ করার পর চাকরির বাজারে নিজেদের আরও দক্ষ ও প্রস্তুত হিসেবে তুলে ধরতে পারবেন পড়ুয়ারা। এই পরিকল্পনাকে সামনে রেখে সম্প্রতি ' সেতু' প্রকল্পের আওতায় একটি উচ্চপর্যায়ের টেকনিক্যাল সাপোর্ট ওয়ার্কশপের আয়োজন করে রাজ্যের কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কারিগরি শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়-সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা। বৈঠকে সরকারি আইটিআইগুলিকে আধুনিক শিল্পব্যবস্থার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সেই আলোচনার ভিত্তিতেই ৫১টি সরকারি আইটিআইকে শিল্প সংস্থার সঙ্গে যুক্ত করে নতুন কর্মপদ্ধতি চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে ব্যবধান কমানো। দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ ছিল যে অনেক ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার পাঠক্রম এবং শিল্পক্ষেত্রের বাস্তব চাহিদার মধ্যে পার্থক্য থেকে যাচ্ছে। ফলে কোর্স সম্পূর্ণ করলেও অনেক শিক্ষার্থীকে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে নতুন করে প্রশিক্ষণ নিতে হয়। নতুন এই পরিকল্পনার মাধ্যমে সেই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কারিগরি শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই প্রকল্পে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ বা পিপিপি মডেলকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকানার ১৭ শতাংশ এবং পরিচালন ব্যবস্থার ৫১ শতাংশ পর্যন্ত বেসরকারি অংশীদারিত্বের সুযোগ রাখা হয়েছে। এর ফলে শিল্প সংস্থাগুলি সরাসরি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আধুনিক প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে। শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের মতে, এই উদ্যোগ কার্যকর হলে শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। তারা অত্যাধুনিক মেশিন, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত আধুনিক সরঞ্জামের সঙ্গে কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। ফলে কোর্স শেষ হওয়ার পর তাদের কর্মদক্ষতা যেমন বাড়বে, তেমনই শিল্প সংস্থাগুলির কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতাও বৃদ্ধি পাবে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণকালীন শিল্প সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হওয়ায় সরাসরি চাকরির সুযোগও তৈরি হতে পারে। মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে কোনও প্রশাসনিক বা অন্যান্য বাধা সৃষ্টি হলে তা দূর করার দায়িত্ব রাজ্য সরকার নেবে। তাঁর বক্তব্য, উন্নয়নমূলক এই কর্মসূচিকে সফল করতে সরকার সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, পরিকল্পনাটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে রাজ্যের কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে এবং দক্ষ কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

নথি জাল করে ফুটপাথের দোকান বিক্রির অভিযোগ, তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ফের এফআইআর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১২ জুন ঃ একের পর এক অভিযোগে জর্জরিত তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে এবার উঠল নতুন প্রতারণার অভিযোগ। নথি জাল করে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে ফুটপাথের একটি দোকান বিক্রির অভিযোগে আনঃদপুর থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছে। অভিযোগকারীর দাবি, তাঁকে ভুয়ো লাইসেন্স দেখিয়ে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনায় সুশান্ত ঘোষ-সহ মোট পাঁচজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে অভিযোগপত্রে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কসবার রাজডাঙা স্কুল রোড এলাকার এক বাসিন্দা সম্প্রতি আনন্দপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ অনুযায়ী, ঘটনার সূত্রপাত ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে। ওই সময় ব্যবসার উদ্দেশ্যে একটি দোকানের খোঁজ করছিলেন তিনি। সেই সুযোগকেই কাজে লাগান অভিযুক্তরা। অভিযোগ, সুশান্ত ঘোষ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা আনন্দদপুর রোডের রুবি ক্রসিং সংলগ্ন এলাকায় ফুটপাথের উপর সাত ফুটের একটি দোকান পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। অভিযোগকারীকে আশ্বস্ত করতে কলকাতা পুরসভার লাইসেন্স বলে

দাবি করা কিছু নথিও দেখানো হয়। পরে জানা যায়, সেই নথিগুলি জাল ছিল। অভিযোগকারীর দাবি, অভিযুক্তদের কথায় বিশ্বাস করে তিনি সাড়ে তিন লক্ষ টাকা প্রদান করেন। কিন্তু টাকা নেওয়ার পরই পরিস্থিতির বদল ঘটে। প্রতিশ্রুত দোকান দেওয়ার পরিবর্তে তাঁকে ভয় দেখিয়ে অন্য একটি ছোট ঘরের চাবি ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, ওই ঘরটির আয়তন ছিল মাত্র চার ফুট এবং সেটি মূলত রুবি মার্কেট কমিটির অ্যাম্বুলেন্স রুম হিসেবে ব্যবহৃত হত। শুধু তাই নয়, ওই ঘরের কোনও বৈধ সরকারি লাইসেন্সও ছিল না বলে অভিযোগ। ফলে প্রতারিত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে অভিযোগকারীর কাছে। অভিযোগকারীর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সুশান্ত ঘোষ ও তাঁর সহযোগীদের প্রভাব এবং ভয়ের কারণে তিনি প্রকাশ্যে মুখ খুলতে পারেননি। তবে রাজ্যে নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি সাহস সঞ্চয় করে থানার দ্বারস্থ হন এবং বিস্তারিত অভিযোগ দায়ের করেন। উল্লেখ্য, আনন্দপুর থানায় দায়ের হওযা অন্য একটি মামলায ইতিমধ্যেই সুশান্ত ঘোষ পলাতক বলে জানা গিয়েছে। তার মধ্যেই এই নতুন প্রতারণার অভিযোগ সামনে আসায় তাঁর আইনি জটিলতা আরও বাড়ল বলে মনে করছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের একাংশ। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে আনন্দপুর থানার পুলিশ।

হৃদয় নিরাময় এবং আশার গুঞ্জন, কীভাবে বি.আর. সিং হাসপাতালে বদলে দিচ্ছে জীবন

কলকাতা, ১২ জুন ঃ যে রেলকর্মী দিন-রাত এক করে হাজার হাজার যাত্রীকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করেন, তাঁর নিজের পরিবারই তাঁর গোটা পৃথিবী। কিন্তু যখন পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন সেই পৃথিবীটা হঠাৎ করেই খুব অন্ধকার মনে হতে পারে। চরম উদ্বেগের সেই মুহূর্তগুলোতে একটি হাসপাতাল কেবল ডাক্তারবাবু ও দেয়াল দিয়ে ঘেরা কোনো ভবন থাকে না তা হয়ে ওঠে আশার এক পবিত্র মন্দির। ২০২৬ সালের ২৫ জুন, কলকাতার পূর্ব রেলওয়ের প্রধান স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, বি.আর. সিং হাসপাতালে সেই আশা এক বিশাল ও সু ন্দর রূপ পেতে চলেছে। পরিকাঠামো উন্নয়নের এই আসন্ন অনুষ্ঠানটি কেবল একটি সাধারণ কর্পোরেট আয়োজন নয় এটি ২.৬৪ কোটি টাকা মূল্যের একটি বিশাল ও গভীর সহানুভূতিশীল সামাজিক কাজের মাইলফলক। জীবন বাঁচানোর এই সম্পূর্ণ রূপান্তরটি স্বাস্থ্যসেবা পরিকাঠামোকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে ভারতীয় রেলের সাথে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরের পর, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফাইন্যান্স কর্পোরেশন -এর একটি বিশেষ কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি অনুদানের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়েছে। উদারতার এই মহ কাজের পেছনের পুণ্যময় প্রতিষ্ঠানটি হলো আইআরএফসি, যা একটি মহ উদ্দেশ্যে সহায়তার দেবদূত হিসেবে কাজ করছে। এই সু ন্দর উদ্যোগের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে আইআরএফসি-র চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী মনোজ দুবের দূরদর্শী নেতৃত্ব। প্রকৃত নেতৃত্ব কেবল কর্পোরেট অর্থ পরিচালনা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এটি সাধারণ মানুষের কষ্টকে অনুভব করা এবং সমাজকে সুস্থ করে তোলার জন্য সংস্থান বা সম্পদ ব্যবহার করার নাম। শ্রী মনোজ দুবের অত্যন্ত মেধাবী ও সহানুভূতিশীল নির্দেশনায় আইআরএফসি বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে প্রকৃত কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ঠিক কেমন হয়। মানুষের জীবনে এত বড় বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি এটি নিশ্চিত করেছেন ।

HDFC BANK
We understand your world

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ এইচডিএফসি ব্যাংক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পারেল (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০ ০১৩ এবং এর একটি কার্যালয় রয়েছে রিটেইল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, প্রথম তলা, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ও বিক্রয়ের নোটিশ

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড (সংক্ষেপে ব্যাংক)-এর নিম্নস্বাক্ষরিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ঋণ বা 'সিকিউরিটিজ-এর বিপরীতে ওভারড্রাফ্ট' (Overdraft Against Securities) সুবিধা গ্রহণের জন্য ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বা জামানত বিক্রির বিষয়ে এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হয়েছে। ঋণ বা সুবিধাসমূহের শর্তানুযায়ী বকেয়া অর্থ পরিশোধে ঋণগ্রহীতারা ক্রমাগত ব্যর্থ হওয়ায়, নিম্নোক্ত ঋণ বা সুবিধা সংক্রান্ত অ্যাকাউন্ট গুলো বর্তমানে খেলাপি (delinquent) বা এনপিএ (NPA - Non-Performing Asset) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ হয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ এবং ঋণ প্রত্যাহারের নোটিশ (loan recall notice) প্রদান করেছে যার মধ্যে রয়েছে নিচে উল্লিখিত তারিখে পাঠানো চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ। উক্ত নোটিশের মাধ্যমে ব্যাংক বন্ধককৃত সম্পদ বা সিকিউরিটিজ বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করে এবং ঋণগ্রহীতাদের বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ৭ দিনের সময়সীমা প্রদান করে। এতে আরও জানানো হয়েছিল যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক কোনো প্রকার বাড়তি নোটিশ ছাড়াই বন্ধককৃত সিকিউরিটিজ বিক্রি করার অধিকার রাখবে। ঋণগ্রহীতারা বকেয়া অর্থ পরিশোধে অবহেলা ও ব্যর্থ হয়েছেন তাই ঋণ চুক্তির আওতায় 'প্লেজি' বা জামানত গ্রহীতা হিসেবে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতাদের কাছে পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে ২০শে জুন ২০২৬ বা তার পরবর্তী সময়ে উক্ত সিকিউরিটিজ বিক্রি বা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২ (Indian Contract Act, 1872)-এর ১৭৬ নম্বর ধারার বিধান মেনে এই বিজ্ঞপ্তিটিকে 'বিক্রয় নোটিশ' হিসেবে গণ্য করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো যাচ্ছে যে, যদি কোনো সময়ে শেয়ার বাজারের অস্থিরতার কারণে বন্ধককৃত সিকিউরিটিজের মূল্য কমে যায় এবং এর ফলে প্রয়োজনীয় মার্জিন বা জামানতের ঘাটতি দেখা দেয়, তবে ব্যাংক তার নিজস্ব বিবেচনায় কোনো প্রকার বাড়তি নোটিশ ছাড়াই ১ (এক) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে উক্ত বন্ধককৃত সিকিউরিটিজ বিক্রি করে দিতে পারবে। বন্ধককৃত সিকিউরিটিজ বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমন্বয়ের পরেও যদি কোনো বকেয়া অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তবে তা পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ড নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	বকেয়া পরিমাণ ১০ই জুন ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী	বিক্রয়ের তারিখের বিজ্ঞপ্তি
১.	XXXXXXXXXX৭৯৯৪	কুসুম মোদী	৪,১৪,৫৪৮.৭৩	১১-০৬-২০২৬
২.	XXXXXXXXXX০১০২	অনিরুধ মোহতা	৮,২৮,৬৮৯.০০	১১-০৬-২০২৬
৩.	XXXXXXXXXX ১০২২	কৌশিক বর্ধন	২০,১৯,০৮১.৭৭	১১-০৬-২০২৬
৪.	XXXXXXXXXX৩২৪২	মমতা চক্রবর্তী	৭,৩৮,৬৩১.৭৮	১১-০৬-২০২৬
৫.	XXXXXXXXXX১৭৮৬	রাজীব নারাইনদাস পাঞ্জাবি	১৩,৭৪,৭৭৬.৩৪	১১-০৬-২০২৬
৬.	XXXXXXXXXX৪৩৭০	ডঃ তুষার কান্তি দে	৪,৫৫,৬৮০.৯৯	১১-০৬-২০২৬
৭.	XXXXXXXXXX১৮৭২	তপন কুমার মুখোপাধ্যায়	৫৪,৪৯২.১৩	১১-০৬-২০২৬
৮.	XXXXXXXXXX৩১১৪	ববিতা সিং	১,৭৭৭.৫৫	১১-০৬-২০২৬
৯.	XXXXXXXXXX৫৮৪৫	শাস্বতী দে	২,১৫,৫৩১.৭৬	১১-০৬-২০২৬
১০.	XXXXXXXXXX৬৪৮৯	শুভাশীষ মন্ডল	৯,৮৭,২১১.১৪	১১-০৬-২০২৬
১১.	XXXXXXXXXX৭০২২	এমডি শাকিল আনসারি	৮,৮৮,৮৬৬.৮২	১১-০৬-২০২৬
১২.	XXXXXXXXXX৪১৪১	বসন্ত প্রভাত সাহা	১০,০৬,০০০.৯৭	১১-০৬-২০২৬
১৩.	XXXXXXXXXX৮৩০০	অপেক্ষা লাহিড়ী	১,৫০,১৩৫.০০	১১-০৬-২০২৬
১৪.	XXXXXXXXXX৩১৫৪	তাপস চক্রবর্তী	১,৮৬,০৭৭.৫৬	১১-০৬-২০২৬
১৫.	XXXXXXXXXX৩৮৪৬	ভাস্বতী মিলি দেব	২,৭৯,১৭৫.৮২	১১-০৬-২০২৬
১৬.	XXXXXXXXXX৫৬৮৪	অঞ্জন কুমার মল্লিক	৪,৩১,০৫৮.৩২	১১-০৬-২০২৬
১৭.	XXXXXXXXXX৩২১২	জয়শ্রী নাথ কাঞ্জিলাল	১১৯.০০	১১-০৬-২০২৬
১৮.	XXXXXXXXXX৩১০	রমেশ কুমার আগরওয়ালা	১৪,৭৭,১৭৪.৭৫	১১-০৬-২০২৬
১৯.	XXXXXXXXXX৫১৬৮	মনীষা শর্মা	৯,০৮৭.০০	১১-০৬-২০২৬
২০.	XXXXXXXXXX৯০০৩	ধনেশ শর্মা	৯,৪০,০৮১.৮২	১১-০৬-২০২৬
২১.	XXXXXXXXXX৩৩৮০	বর্ষা দোষী	৭,৩৩,৪৯৪.৪৪	১১-০৬-২০২৬
২২.	XXXXXXXXXX৩১৮৯	বেনু গোপাল বাগরি	২০,০২,২৯৩.৬৬	১১-০৬-২০২৬
২৩.	XXXXXXXXXX৭২৯২	কেতকী রায়	৩,৯৯,৫৯৪.৯৪	১১-০৬-২০২৬
২৪.	XXXXXXXXXX৩৯৫৬	জি সরকার	৫৬,১০২.১৩	১১-০৬-২০২৬
২৫.	XXXXXXXXXX৪৮১৮	কৃষ্ণা দেবী মুন্ধরা	২০,০৪,৮৮৫.৯৬	১১-০৬-২০২৬
২৬.	XXXXXXXXXX৬৩১২	কমলা পাঠক	১০,০৭,০১৮.২৪	১১-০৬-২০২৬
২৭.	XXXXXXXXXX৫০৪৮	বিনয় কুমার আগরওয়াল	৭,২৪,৩৭৫.৬৫	১১-০৬-২০২৬
২৮.	XXXXXXXXXX৯৮৩২	বর্ষা আগারওয়াল	৯,৬১,৫৫৬.১৭	১১-০৬-২০২৬
২৯.	XXXXXXXXXX৬৮৫৯	কঙ্কনা ঘোষাল	৬৩,৫১৪.০০	১১-০৬-২০২৬
৩০.	XXXXXXXXXX৪৭৭০	সীমা সরওয়াগী	৩,৪৯,৩২৯.৮০	১১-০৬-২০২৬
৩১.	XXXXXXXXXX৩০৪৬	রেখা মিমানি	১১,৮৫,৮৪১.০০	১১-০৬-২০২৬
৩২.	XXXXXXXXXX৯৯৮৬	নবারুণ বিশ্বাস	৩,৪১,৬০৬.০৮	১১-০৬-২০২৬
৩৩.	XXXXXXXXXX১৬৬৯	বসন্ত কুমার কোঠারি	৬,৮১,২১৯.৮০	১১-০৬-২০২৬
৩৪.	XXXXXXXXXX৬২২১	শ্যামালি বোস	৫০,১৯০.১৫	১১-০৬-২০২৬
৩৫.	XXXXXXXXXX৪৫০০	সৌমেন কুমার মাইতি	১,৫৪,৩৬৩.০০	১১-০৬-২০২৬
৩৬.	XXXXXXXXXX৯৬৭২	প্রিয়ব্রত শাসমল	৩,৮৪,৪০৯.৯০	১১-০৬-২০২৬
৩৭.	XXXXXXXXXX৪০৫০	পৃথিবি ভূষণ সেন	৬,৮৪,০০০.০০	১১-০৬-২০২৬
৩৮.	XXXXXXXXXX৩০৬২	কল্যাণী মন্ডল	৯,৮৩,৮৩৫.৩৮	১১-০৬-২০২৬
৩৯.	XXXXXXXXXX৩৬২৭	প্রিয়াঙ্ক মিমানি	২০,১৪,১২৬.৩১	১১-০৬-২০২৬
৪০.	XXXXXXXXXX৪২৪১	জয়ন্ত কুমার মন্ডল	৮,৩২,৮৩২.৪০	১১-০৬-২০২৬
৪১.	XXXXXXXXXX৪৭২৬	সাবদুল রশিদ মোল্লা	৯,৯৮,৮০৫.০০	১১-০৬-২০২৬
৪২.	XXXXXXXXXX০৮৬৯	মানিক বণিক	৬,০৭,৯৮১.৪২	১১-০৬-২০২৬
৪৩.	XXXXXXXXXX৭০৬৮	চন্দনা মুখোপাধ্যায়	২,৯৩,৭৬৩.০০	১১-০৬-২০২৬
৪৪.	XXXXXXXXXX৭৯৫৬	সিদ্ধার্থ কর্ণানি	৭,৫৩,৪৮৮.৮২	১১-০৬-২০২৬
৪৫.	XXXXXXXXXX৮২৭১	মঞ্জুলা চ্যাটার্জি	২,৯১,৬৬২.৪২	১১-০৬-২০২৬
৪৬.	XXXXXXXXXX৮৩১২	দেবপিয়া চৌধুরী	২,৬৪,৫৬৫.৮২	১১-০৬-২০২৬
৪৭.	XXXXXXXXXX৯৮৪২	মল্লিকা আইচ	৩২,৫৮৬.৮২	১১-০৬-২০২৬
৪৮.	XXXXXXXXXX৯৩৪৯	বিশ্বজিৎ অধিকারী	১,৮৫,৬৫০.০০	১১-০৬-২০২৬
৪৯.	XXXXXXXXXX০৯২৮	বিজয় কুমার ঝুনঝুনওয়ালা	১৮,২৫,৩০৬.৫১	১১-০৬-২০২৬
৫০.	XXXXXXXXXX৩১৪২	ইডেন রিয়েলটি ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড	৮,৮৮,৮২,৭৯৫.০০	১১-০৬-২০২৬
৫১.	XXXXXXXXXX৫৬৪২	অরিন্দম কুমার প্রামাণিক	৭,০৩,২৫৩.২৯	১১-০৬-২০২৬
৫২.	XXXXXXXXXX৩১৫৩	সন্দীপ সাক্সেনা	৮৩,৭৪০.০০	১১-০৬-২০২৬
৫৩.	XXXXXXXXXX২১২	আলিম্পান ঘোষ	১৪২.০০	১১-০৬-২০২৬
৫৪.	XXXXXXXXXX৮৩৬৩	আশীষ বনসাল	৩,৪২,৮১৪.৮২	১১-০৬-২০২৬
৫৫.	XXXXXXXXXX১৮০১	সঞ্জীব কুমার সরকার	১৬,৮৪,১১৬.৮২	১১-০৬-২০২৬
৫৬.	XXXXXXXXXX৭৪১৩	বিক্রম মানেক	২,০৮৭.৮২	১১-০৬-২০২৬
৫৭.	XXXXXXXXXX৮৭২২	পত্রলেখা ভৌমিক	১,৩৭২.৮২	১১-০৬-২০২৬
৫৮.	XXXXXXXXXX০৬৩৯	নারি বুধরানি	১,৭৫৭.৮২	১১-০৬-২০২৬
৫৯.	XXXXXXXXXX৭৬৫৯	অরুণ দেব মুখার্জি	১,২২১.৮২	১১-০৬-২০২৬
৬০.	XXXXXXXXXX৬৪১৭	হিনা মানেক	১,৩৪০.৮২	১১-০৬-২০২৬
৬১.	XXXXXXXXXX৬৩৪১	অভিজিৎ মানেক	১,৩৪০.৮২	১১-০৬-২০২৬
৬২.	XXXXXXXXXX০৩৬৭	জয় মুখার্জী	৩,৬৩,৮৩৮.৭৯	১২-০৬-২০২৬

তারিখঃ ১৩.০৬.২০২৬
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বাক্ষর /-
এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড

বিধায়কের গোডাউন থেকে বিপুল ত্রাণসামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা,সাঁকরাইল, ১২ জুন ঃ সরকারি ত্রাণসামগ্রী মজুত ও সরানোর অভিযোগকে কেঃদ্র করে নতুন বিতর্কের মুখে পড়লেন সাঁকরাইলের তৃণমূল বিধায়ক প্রিয়া পাল। শুক্রবার তাঁর সঙ্গে যুক্ত একটি গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী উদ্ধার হওয়াকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ বিক্ষোভে সামিল হন। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও বিধায়ক সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেছেন, প্রশাসনের নির্দেশ মেনেই অব্যবহৃত ত্রাণসামগ্রী সরানোর কাজ চলছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সারেঙ্গা এলাকায় একটি গোডাউন থেকে তিনটি ম্যাটাডোরে করে বিপুল পরিমাণ ত্রিপল, কম্বল, শাড়ি, ধুতি এবং অন্যান্য পোশাক সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই সময় বিষয়টি নজরে আসে স্থানীয় গ্রামবাসীদের। তাঁরা গাড়িগুলি আটকে দেন এবং ত্রাণসামগ্রীর উস ও সংরক্ষণের কারণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, এই সমস্ত সামগ্রী সরকারি ত্রাণ হিসেবে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। অথচ এলাকার বহু দরিদ্র পরিবার কখনও এই সাহায্য পায়নি। ফলে এতদিন ধরে ওই ত্রাণসামগ্রী কীভাবে একটি ব্যক্তিগত গোডাউনে রাখা হয়েছিল, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন তাঁরা।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সাঁকরাইল থানার পুলিশ। প্রশাসনের আধিকারিকরাও সেখানে উপস্থিত হন। পরে সরকারি নথিপত্র দেখিয়ে ত্রাণসামগ্রীর হিসাব এবং সরানোর প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া হলে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়। তবে বিতর্ক সেখানেই থেমে থাকেনি। অভিযোগ, পরে বিধায়কের হিরাপুর এলাকার গ্যারাজ থেকেও বেশ কিছু ত্রিপল উদ্ধার হয়েছে। এর পরই স্থানীয়দের একাংশ পুলিশের কাছে সংশ্লিষ্ট স্থানে পূর্ণাঙ্গ তল্লাশির দাবি জানান।

চাকরির নামে কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ, বিক্ষোভের মুখে ডিম-বৃষ্টিতে জর্জরিত প্রাক্তন তৃণমূল নেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১২ জুন ঃ শিক্ষক-সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে এবার জনরোষের মুখে পড়লেন তৃণমূলের এক প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। শুক্রবার হুগলির আরামবাগে অভিযুক্ত গুণধর খাঁড়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রতারিত চাকরিপ্রার্থীরা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে ক্ষুব্ধ জনতা তাঁর উপর ডিম ছুড়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁকে দিয়ে লিখিত মুচলেকাও নেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে এবং জনতার হাত থেকে রক্ষা করতে তাঁকে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের সালেপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পাঁচমাইল অঞ্চলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগ ঘিরে ক্ষোভ জমছিল। অভিযোগ, ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির তৎকালীন সভাপতি এবং সালেপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান গুণধর খাঁড়া বিভিন্ন সরকারি পদে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে বহু মানুষের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। অভিযোগ কারীদের দাবি, শিক্ষকতা থেকে শুরু করে অন্যান্য সরকারি চাকরির আশ্বাস দিয়ে ৫০ থেকে ৭০ জন চাকরিপ্রার্থীর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেলেও কারও চাকরি হয়নি। এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টাকা ফেরতও মেলেনি। শুক্রবার এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে নতুন করে ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে। অন্তত ১৫ জন চাকরিপ্রার্থী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা গুণধর খাঁড়ার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁরা নিজেদের প্রতারিত বলে দাবি করে টাকা ফেরতের দাবি জানান। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কেউ অভিযোগ করেন, ছেলের চাকরির আশায় ১০ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছিলেন। আবার কেউ জানান, সরকারি চাকরির স্বপ্ন পূরণের আশায় পরিবারের পৈতৃক জমি বিক্রি করে সেই অর্থ গুণধর খাঁড়ার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিশ্রুত চাকরি তো মেলেইনি, উল্টে টাকাও ফেরত পাননি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান বিজেপির স্থানীয় নেতা-কর্মীরাও। তাঁদের উপস্থিতিতে বিক্ষোভ আরও জোরদার হয়। এক সময় উত্তেজিত জনতা গুণধর খাঁড়াকে ঘিরে ধরে জবাবদিহি দাবি করেন। অভিযোগ, সেই সময় তিনি টাকা নেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেননি। বরং বিক্ষোভকারীদের চাপে পড়ে লিখিতভাবে একটি মুচলেকা দেন বলে দাবি স্থানীয়দের। সেই মুচলেকার মধ্যেই টাকা ফেরতের প্রতিশ্রুতিও ছিল বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হতে থাকলে বিক্ষোভকারীদের একাংশ গুণধর খাঁড়ার দিকে ডিম ছুড়ে মারতে শুরু করেন। পাশাপাশি ' স্লোগানে গোটা এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে। আইনশৃঙ্খলার অবনতি এড়াতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পরে গুণধর খাঁড়াকে সেখান থেকে সরিয়ে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। থানায় নিয়ে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গুণধর খাঁড়া বিস্ফোরক দাবি করেন। তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই মামলা চলছে এবং তিনি টাকা নিয়েছিলেন ঠিকই, তবে সেই অর্থ তৎকালীন হুগলি জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। একইসঙ্গে তিনি জানান, ধাপে ধাপে সকলের টাকা ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০২৩ সালের মার্চ মাসে গ্রেফতার হয়েছিলেন হুগলির প্রাক্তন যুব তৃণমূল নেতা ও জেলা পরিষদের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ঘটনার পর তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত রয়েছেন। এদিকে, শুক্রবারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ অভিযোগ করেন, গুণধর খাঁড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি থাকাকালীন চাকরির নামে কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিলেন এবং প্রতারিতদের প্রত্যেককে তাঁদের অর্থ ফেরত দিতে হবে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পাশাপাশি চাকরির নামে প্রতারণার অভিযোগে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কও মাথাচাড়া দিয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৯২ সংখ্যা, শনিবার , ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

কবি আনন্দ বাগচী

কবি, সাহিত্যিক এবং সম্পাদক আনন্দ বাগচী ৯ জুন, ২০১২ সালে পরলোকগমন করেন। 'কৃত্তিবাস-প্রকাশনী' থেকেই আনন্দ বাগচীর প্রথম কবিতার বই স্বাগতসন্ধ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৬০ বঙ্গাব্দে। বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসুকে। আনন্দ বাগচীর ভাষায় 'কবিতা' সম্পাদক আমাকে কৌলিন্য দিয়েছিলেন।' তাঁর 'ভোগবতী' বা 'জলসিঁড়ি'র মতোন লেখা বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি কবিতা এবং গদ্য উভয় শাখাতেই অবাধ বিচরণ করতেন স্বচ্ছন্দে। তিনি নিয়মিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতা রচনা করলেও তাঁর সংকলিত কবিতা গ্রন্থ মাত্র পাঁচটি। এছাড়াও তাঁর লেখা দুটি কাব্য উপন্যাসও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। উপন্যাস, কিশোরসাহিত্য, ছোটগল্প, প্রবন্ধ রম্যরচনা প্রভৃতি মিলিয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৩৬টি। সাহিত্য রচনা করার পাশাপাশি সাহিত্য সম্পাদক হিসেবেও তিনি ছিলেন অন্যতম। 'দেশ' পত্রিকার পাশাপাশি 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার দায়িত্বও তিনি সামলেছেন। সতীর্থ কবি অবনী নাগের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন 'পারাবত' পত্রিকা। সত্তরের দশকে অবনী নাগ এবং বিবেকজ্যোতি মৈত্রের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন 'বৃশ্চিক' পত্রিকা। আনন্দ বাগচির সাহিত্য কর্ম মননশীল পাঠকের হৃদয়ে চিরনন্দিত। সাহিত্য সমালোচক অলোক সরকার তাঁর লেখা সম্পর্কে মন্তব্য করেন- কোন চিন্তিত কাব্য প্রকরণের দিকে আকর্ষণ অনুভব করেননি, তাহলেও তাঁর কবিতা চিরদিনের কবিতার সঙ্গে একটা রক্ত সূত্র নিয়েই জন্মেছিল''। কবি-সম্পাদক সুশীল রায়ের (১৯১৫-৮৫) ভাষায় 'স্বগত-সন্ধ্যা যখন বের হয় তখন আনন্দ বাগচী অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। যে-কোনো সাহিত্যসভায় বা কবিসম্মেলনে যে-নাম নিয়ে সব-প্রথম এবং সবচেয়ে বেশি আলোচনা হত।' আর যে-কৃত্তিবাস (১৯৫৩) পত্রিকা, যা কিনা সে-সময়ে তরুণ কবিদের আত্মপ্রকাশের প্রধান আশ্রয় হয়ে-উঠতে পেরেছিল, সেই পত্রিকার সঙ্গেও ছিল আনন্দ বাগচীর যুক্ততা। হয়তো তেমন নিবিড় নয়, কিন্তু সংযোগটা ছিল তো! সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ১৯৫৩ সালের বর্ষাকালে (শ্রাবণ ১৩৬০) প্রকাশিত হয় প্রথম সংখ্যা কৃত্তিবাস। আমি তখন থার্ড ইয়ারের ছাত্র, বয়েস উনিশ। কারাবাসের কারণে দুটি বছর নষ্ট হওয়ায় দীপক (দীপক মজুমদার) পড়ে ফার্স্ট ইয়ারে স্কটিশ চার্চ কলেজে; তাঁর সহপাঠী আনন্দ বাগচী, যাঁর কবিতা তখন সমস্ত পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। ও-রকম খ্যাতিমান একজনকে সম্পাদকমণ্ডলীতে নিয়ে আমরা পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলাম। আনন্দ বাগচী লিখেছিলেন, তাঁদের 'তিন মাথা (দীপক মজুমদারের, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তিনি) এক হয়ে 'কৃত্তিবাস' বেরোনোর সঙ্গে-সঙ্গে 'কবি হিসেবে আমারও একাকীত্বের দিন শেষ হল।' 'কৃত্তিবাস' মানেই আড্ডা, প্রমাণ সাইজের আড্ডা। সাহিত্যের সেই আড্ডাখানায় প্রায় মিছিল করে কবিরা এল। শরৎ-শক্তি-উৎপল-মোহিত-শিবু আর ফণিভূষণ। এবং তারপর আরও অনেকে। কলকাতার উত্তর-দক্ষিণ এক হয়ে গেল। আমাদের নিজেদের কাগজে এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড ঘটে যাবে ভাবতে পারিনি। পরবর্তীকালে কৃত্তিবাস থেকে তিনি কাগজে-কলমে সরে এলেও কৃত্তিবাসের কবিদের সঙ্গে যে তাঁর 'বন্ধুত্ব ছিন্ন হয়নি' , সে-কথাও অকপটে বলেছিলেন। তাঁর কবিখ্যাতি যখন তুঙ্গে, সেইসময়কার ব্যক্তিগত বিপন্নতার কথা জানাতে গিয়ে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত গদ্যে বলেছিলেন, আমার অজ্ঞাতবাস এবং নির্বাসনের পালা শুরু হতে যাচ্ছে এই সময়। রর ফরমাসে।

ক্ষুধিত পাষাণ

রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পতে নিয়ে এমন সাড়া জাগানো ছবি করেছিলেন তপন সিনহা তা আজও চলচ্চিত্র জগতে একটি মাইলস্টোন। এই ছবির প্রিন্টের অবস্থা যাকে বলে কহতব্য নয়। আমাদের দেশে এই সব মানের কত ছবি রয়েছে যা সংরক্ষনের অভাবে হয়তো একদিন হারিয়েই যাবে! তবু পরিচালনার কি অসীম গুণ- টানটান ছবি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় অনবদ্য কিংবা অসাধারণ বললেও কম বলা হয়! আর অরুন্ধতি দেবীর কথা কি আর বলি! তাঁর নির্বাক অভিনয় যে কতটা শিক্ষিত এবং সংবেদনশীল হলে এই জাতের অভিনয় কেউ করতে পারেন! ছবি বিশ্বাস যে কত উঁচু দরের অভিনেতা ছিলেন সেটাও বোঝা যায় আবারও। আর ছিলেন পাগলা মেহের আলি! সেই অমর হয়ে যাওয়া ডায়ালগ - সব ঝুট হ্যায় সব ঝুট হ্যায়, তফাৎ যাও তফাৎ যাও.. সবিনয় প্রশ্ন ,সমঝদার পাঠক পাঠিকাদের প্রতি যে এই মেহের আলির ভূমিকায় কে অভিনয় করেছিলেন ? বরীচ নামক স্থানে তুলার মাশুল আদায় নিযুক্ত সৌমিত্রবাবুর আপিসের বৃদ্ধ কেরানি সেই করিম খাঁ- যিনি সৌমিত্রকে রোজ এক নেশার বশে শ্বেতপ্রস্তরের প্রাসাদে যেতে নিষেধ করতেন। তাঁর ভূমিকায় কে অভিনয় করলেন? ভূমিকালিপিতে রাধামোহন ভট্টাচার্য দিলীপ রায়ের নামোল্লেখ রয়েছে তবে ওই দুই চরিত্রের একজন যে রাধামোহনবাবু তাতে বিশেষ সন্দেহ নেই। ক্ষুধিত পাষান নাটক শুনে সবাই ভয় পেত। বিশেষ করে ত তফাৎ যাও কথা শুনলে। এই সিনেমাতেও বেশ চমকেছি - সেটা বলতেই হবে। তপন সিনহার ছবিতে যে চরিত্রে সৌমিত্রবাবু অভিনয় করেছিলেন , রেডিওতে সেই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন নির্মলকুমার - যাঁকে সবাই রেডিওর উত্তমকুমার বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। অসংখ্য বাংলা ছবিতে অসাধারণ অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখে যাওয়া সেই নির্মলকুমার কিন্তু আজও জীবিত। ভালো অভিনয় করে ছবিকে জীবন্ত করে রাখতে হবে এটাই হল বাঙালির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যার কলম থেকে এই ভয়ঙ্কর সুন্দর গল্পটি বেরিয়েছিল সেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অবিস্মরণীয় ছোট গল্পটি লিখেছিলেন, সাধনা তপত্রিকায় ১৩০২ সালে। গল্পের শুরুটাই কি বৈচিত্রময় এবং চমকপ্রদ। রবীন্দ্রনাথ সেই অসামান্য গল্পটিই আমাদের রচনা করে দেখালেন যে ইতিহাস ভিত্তিক ভূতের গল্প কী রকম চমকপ্রদয় হয়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

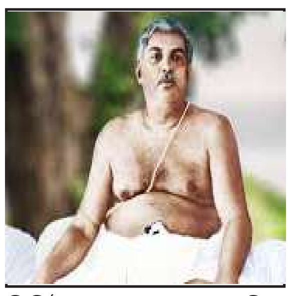

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, জীব প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। মানব প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজয়ী হন। তিনি কোনও সময়ে পরাজিত হন না। মাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে। মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রস্তুত করতে হবে। যিনি যত বেশি মাতৃভক্ত তিনি তত বেশি মহান। তিনি তত বেশি বিশ্ব সেরা। তিনি কারোকে ভয় পান না। মা'ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যান সবাইকে।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা নারী শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। নারী জাগরণ তৈরি করতে হবে। নারীর মর্যাদাকে বৃদ্ধি করতে হবে। ভারতকে জাগরিত করতে হবে। এখন ঘুমানোর সময় নয়। শক্তি তৈরি কর। মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। মাথা নত করবে না। শিরদাঁড়া শক্ত করে দাঁড়াও। সোজা হয়ে দাঁড়াও। একজন ভারতবাসীর অপমান মানে সব ভারতবাসীর অপমান। ভারতকে মাতা হিসাবে দেখতে শুরু করো। মায়ের মুক্তির কথা চিন্তা করো। মাকে স্বাধীন করতে পারলে ভারতবাসী মুক্তি লাভ করবে। স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে ভারতবাসীরা পাশ্চাত্য জয় করতে পারবে। না হলে ইউরোপীয়রা ভারতকে বারবার বাধা দিচ্ছে। ভগিনী নিবেদিতা ভারতের মুক্তি সংগ্রামে শক্তিশালী তরুণরা অংশ গ্রহণ করুক সেটা চাইতেন। তিনি পাড়ায় কুস্তির আখড়া তৈরি করার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। তরুণরা শরীর চর্চা করুক সেটা তিনি চাইতেন মনেপ্রাণে। তিনি ভারত মাতার মুক্তি কামনা করতেন। সেই কারণে তিনি বারবার শিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন।

২০ জুন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন করার ইতিহাস

রবীন্দ্রকুমার শীল

আগামী ২০ জুন, পশ্চিমবঙ্গ দিবস। আগামী ২০ জুন বর্তমান সরকার 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' শিরোপায় ঘোষণা করেছেন। ২০ জুন নিয়ে আমরা, রাষ্ট্রবাদীরা এত সংবেদনশীল কেন? কী ঘটেছিল সেদিন?

ব্রিটিশ সরকারের ৩ জুনের ঘোষণায় দেশভাগের সেই সঙ্গে বাংলা ভাগের কথা বলা হয়। ঠিক হয় বিধানসভার সদস্যরা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ;

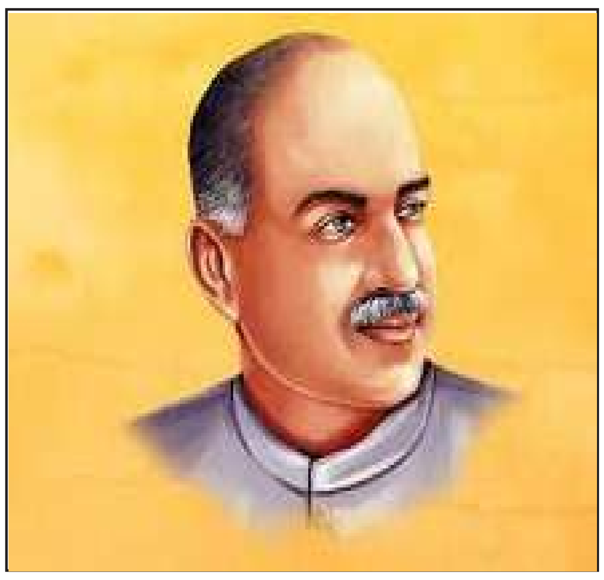

এই দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে বাংলার ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। বাংলা ভাগ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসার জন্য বিধানসভার ঐতিহাসিক অধিবেশন বসে ২০ জুন, ১৯৪৭। ওই সভায় দলগত অবস্থান ছিল এরকম

মুসলিম লিগ-১১৪, কংগ্রেস,৮৬, ফজলুল হকের কৃষক প্রজাপার্টি-৩, নির্দল মুসলমান-৩, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান-৪, ভারতীয় খ্রিষ্টান-৩, নির্দল তপসিলি,২, কমিউনিস্ট পার্টি-৩। সেদিন বিধানসভায় একটি নয়, কার্যত তিনটি অধিবেশন বসেছিল। ১) প্রথমটি অবিভক্ত বিধানসভার অধিবেশন। অবিভক্ত বিধানসভার শুরুতেই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সমগ্র বাংলা ভারতের সংবিধান সভায় যোগ দেবে বলে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। কিন্তু ওই প্রস্তাব ১২৬-৯০ ভোটে বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ বাংলা ভারতে যাবে না। ২) দ্বিতীয়টি হিন্দুপ্রধান অঞ্চলের প্রতিনিধিদের অধিবেশন। এই অধিবেশনে হিন্দু সদস্যরা স্বতন্ত্র কক্ষে মিলিত হয়ে ৫৮-২১ ভোটে বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত নেন। হিন্দু সদস্যদের ভোটে এভাবেই পশ্চিমবঙ্গের জন্ম স্থির হল। স্থির হল তারা ভারতের সংবিধান সভায় যোগ দেবে। ৩) তৃতীয়টি মুসলমান প্রধান অঞ্চলের প্রতিনিধিদের অধিবেশন। একই দিনে মুসলমান সদস্যরা স্বতন্ত্র কক্ষে মিলিত হয়ে ১০৬-৩৫ ভোটে বাংলা ভাগের বিপক্ষে রায় দেন ও তারা বলেন বাংলা ভাগ অনিবার্য হলে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের নতুন সংবিধান সভায় যোগ দেবে। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ভোট কমিউনিস্টদের ঃ সেই সময় ১৯৪১ সালের জনগণনা অনুযায়ি অবিভক্ত বাংলার ১৬টি জেলাকে চিহ্নিত করা হয় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা হিসেবে। এগুলি হল ; রংপুর, দিনাজপুর, মালদা, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ। বাংলার অবশিষ্ট অংশ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে উল্লেখ করা হয়। প্রতিনিধিত্ব সেভাবেই হত। তখন হিন্দু কক্ষের সভাপতিত্ব করেছিলেন বর্ধমানের মহারাজা স্যার উদয়চাঁদ মহতাব। বিপক্ষের ২১ জন সদস্যের সকলেই ছিলেন মুসলিম লিগের সদস্য। হিন্দু সদস্যদের মধ্যে অকংগ্রেসি ছিলেন ৫ জন। এঁরা হলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (হিন্দু মহাসভা), উদয়চাঁদ মহতাব (নির্দল), মুকুন্দবিহারি মল্লিক (তপশিল নির্দল), রতন লাল ব্রাহ্মণ ও জ্যোতি বসু (কমিউনিস্ট)। মুসলমান সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এইচ এস সুরাবর্দি (বাংলার প্রধানমন্ত্রী), লিগের সর্বভারতীয় নেতা ইস্পাহানি, বাংলা মুসলিম লিগের সম্পাদক আবুল হাসেম প্রমুখ। সেদিন কমিউনিস্ট দু'জন নেতা দলীয় মতের বিপক্ষে ভোট দেন পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা কেন বলি ঃ কিন্তু প্রশ্ন একটাই তা হলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা বলা হয় কেন? শ্যামাপ্রসাদ প্রথমে ভারত বা বাংলা কোনও বিভাগেরই সমর্থক ছিলেন না। ভারতভাগের অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ শ্যামাপ্রসাদ তখন বাংলা ভাগে সোচ্চার হলেন। তাঁর দাবি যে হিন্দু-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দেশ ভাগ হচ্ছে, সে একই ভিত্তিতে প্রদেশও ভাগ করতে হবে। বাংলার গভর্নর বারোজের বুদ্ধিতে প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী 'স্বাধীন যুক্তবঙ্গের' ধুয়া তোলেন। পূর্বাপর ভালমন্দ না বুঝে তার সঙ্গে গলা মেলান শরৎচন্দ্র বসু; এবং কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে কিরণশঙ্কর রায়। জিন্না-সুরাবর্দীর এই অভিসন্ধি একমাত্র বুঝেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। হিন্দু সমাজকে আহ্বান করে তিনি বলেন,আমরা আমাদের মাতৃভূমি চাই এবং আমরা তা অর্জন করব; এটাই হোক আমাদের মূলমন্ত্র। হয় এখনই, নয়তো কখনোই নয়; এটাই হোক আমাদের স্লোগান। কোথায় ও কবে বলেন? ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ৫ এপ্রিল তিনদিন ধরে বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা কনফারেন্স তারকেশ্বরের দ্বিতীয় দিনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার বৈঠকে। স্বাধীনতায় আধা পশ্চিমবঙ্গ প্রাপ্তি হিন্দুদের ঃ জিন্না একসময় খোস মেজাজে মাউন্টব্যাটেনকে বলেছিলেন - "You must carry out a surgical operation" তখন জিন্না স্বপ্নেও ভাবেননি যে সে ছুরিকা শ্যামাপ্রসাদ তাঁর দিকে ঘুরিয়ে দিবেন এবং তাঁকে কাতরকণ্ঠে তদয়া করে আমাকে পোকা-খাওয়া পাকিস্তান দেবেন না। বলতে বাধ্য করবেন। কিন্তু কীভাবে পাকিস্তানকে কীটদ্রষ্ট করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ? সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই বাটোয়ারার সময় পাঞ্জাবের মুসলমান গরিষ্ঠ গুরুদাসপুর জেলা ভারতে আনার ব্যাপারে অনড় থাকেন। বাংলা ভাগের সময় কংগ্রেসের ও মুসলিম লিগের পক্ষে ছিলেন দুইজন করে বিচারপতি। বাংলাভাগের সময় সম্পূর্ণ নদীয়া জেলা, মালদা, মুর্শিদাবাদ ও দিনাজপুর দেওয়া হল পাকিস্তানকে। অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ বিচ্ছিন্ন। র‍্যাডক্লিফ সীমানা টানার সময় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাকে পাকিস্তানকে দেওয়ায় এই বিপত্তি। ১৪ অগাস্ট এই চার জেলার মুসলিমরা আনন্দে পাকিস্তানের পতাকা তোলেন। হিন্দুরা এদিকে ফুঁসতে থাকেন কংগ্রেসের ওপরে ক্ষোভে। শ্যামাপ্রসাদ ছিনিয়ে আনলেন চার জেলা ঃ শ্যামাপ্রসাদের সাথে কৃষ্ণনগরের মহারানী জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ওপরে। ভাগ হয় নদীয়া জেলা। ইছামতী ও মাথাভাঙা নদীকে সীমান্ত বিবেচনা করে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙা বাদ দিয়ে বাকিটা আনেন ভারতে। ওদিকে অবিভক্ত দিনাজপুরের বালুরঘাট, হিলি, গঙ্গারামপুর ও রায়গঞ্জ ঢোকে ভারতে। কিন্তু মালদা ও মুর্শিদাবাদ? একে তো মুসলিম প্রধান জেলা, তার ওপরে বাংলার নবাবদের প্রাক্তন রাজধানী, মুসলিম সেন্টিমেন্ট জড়িত ছিল। শ্যামাপ্রসাদ বিষয়টি বুঝেছিলেন। তিনি আরো বুঝেছিলেন যে ভাগীরথীর উৎসমুখ যদি পাকিস্তানে যায় তাহলে কলকাতা নদীবন্দর শুকিয়ে যাবে। জল টেনে নেবে পাকিস্তান। শ্যামাপ্রসাদ তখন স্থানীয় নেতা কৃষ্ণজীবন সান্যাল ও বিনয় সরকারকে নিয়ে কংগ্রেস ও লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় হিন্দু মহাসভার নেতা স্বামী বলদেব আনন্দ গিরি। তিনি কলকাতায় দলবল নিয়ে এসে সীমানা কমিশনের অফিস ঘিরে সারারাত অবস্থান করেন। চাপের চোটে মালদার ১৫ টি থানার মধ্যে ১০ টি থানা ভারতে ঢোকে। কিন্তু মুর্শিদাবাদ? জিন্নাও অনড় ছিলেন। অনড় ছিলেন সর্দার প্যাটেল ও শ্যামাপ্রসাদ। তখন রফাসূত্র দেন নেহরু। হিন্দু প্রধান খুলনার বিনিময়ে মুর্শিদাবাদ ঢুকল ভারতে। তাতে শ্যামাপ্রসাদ আপত্তি তুললেও কংগ্রেস আর ঝামেলা বাড়াতে চাইল না। ১৮ অগাস্ট এই বাটোয়ারা চূড়ান্ত হল। শ্যামাপ্রসাদ তাই নেহরুকে বলেছিলেন,আপনি ভারত ভাগ করেছেন, আর আমি পাকিস্তান ভাগ করেছি। নেহরুর ভারতভাগ ও শ্যামাপ্রসাদের পাকিস্তান ভাগ ঃ বাটোয়ারার রাজনীতিতে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে লড়েছেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। পাশে পেয়েছেন একমাত্র সর্দার প্যাটেলকে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হিন্দুদের পক্ষে এই লড়াই দীর্ঘদিনের। তিনি না থাকলে নদীয়া, মালদা, মুর্শিদাবাদ বা দিনাজপুর ছেড়েই দিলাম, কলকাতার ওপরে অধিকার দু'দেশেরই কায়েম থাকত। জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী হন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ভোটে নয় (সেখানে তার জামানত জব্দ হয়েছিল), গান্ধীর একনায়কোচিত নির্দেশে। কাশ্মীর ও চট্টগ্রাম ভারতের অংশ হত প্রথমে যদি সর্দার প্যাটেল প্রধানমন্ত্রী হতেন। শুধুমাত্র শ্যামাপ্রসাদের এই লড়াকু অবদানের জন্যে হিন্দু মহাসভার সাংসদ কম হলেও জনমতের চাপে তাকে মন্ত্রীত্ব দিতে বাধ্য হন নেহরু। আজ এইজন্যে গুজরাটের নর্মদা জেলার ছোট্ট একটি দ্বীপে তৈরি করা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি তৈরি করেন নরেন্দ্র মোদি যা এখন বিশ্বের সর্বোচ্চ মূর্তি- স্ট্যাচু অফ লিবার্টির প্রায় দ্বিগুণ। এর নাম 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি' বা 'ঐক্যের মূর্তি।' কলকাতায় বসতে চলেছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫ ফুট স্ট্যাচু। সম্ভবত আগামী ৬ জুলাই কলকাতায় এই স্ট্যাচু স্থাপনার জন্য ভূমি পূজন করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গ 'তথ্য ও সংস্কৃতি'র প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী

রবীন্দ্রকুমার শীল

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দপ্তরে প্রতিমন্ত্রী মাননীয়া পূর্ণিমা চক্রবর্তী মহাশয়া দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তিনি শ্যামপুকুর আসন থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই নির্বাচনে তিনি ক্ষমতাসীন দলের হেভিওয়েট প্রার্থীকে ১৪,৬৩৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে বিধায়ক নির্বাচিত হন। বিজয়ী হওয়ার পর থাকে। সংস্কৃতি অধিদপ্তর রাজ্যের লোকশিল্পের ব্যাপক বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি সঙ্গীত, সাহিত্য, নাট্য, চারুকলা এবং নৃত্যের মতো বিভিন্ন ধারার উৎসব ও অনুষ্ঠান নিয়মিত আয়োজনের মাধ্যমে সেই সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে বিকশিত করতে কাজ করে আসছে। এটি নতুন প্রতিভাদের লালন, শিল্পী ও সংগঠনগুলোকে মঞ্চ প্রদান এবং বয়স্ক ও আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর শিল্পীদের সহায়তা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব দেয়। রাজ্যে প্রচলিত ভাষাগুলোর প্রচার এবং সমাজের

পূর্ণিমা চক্রবর্তী রাজ্যের মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি তথ্য ও সংস্কৃতি, পর্যটন এবং তথ্য সম্প্রচার দপ্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই তিনি রাজ্যের উন্নয়নে পূর্ণ উদ্যমে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তিনি বারবার বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দেখানো পথ অনুসরণ করেই তিনি এগিয়ে চলেছেন। শ্যামপুকুরের মানুষের বিশ্বাস ও আশা পূরণ করাই তার প্রধান লক্ষ্য বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

তথ্য অধিদপ্তরকে জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রচার, জনসংযোগ রক্ষা, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি, সরকারের নীতি ও কর্মসূচি প্রচার, রাজ্য সরকারের সংবাদ ও মতামত তুলে ধরা, গণমাধ্যম সংক্রান্ত বিষয়গুলির সমন্বয় সাধন করা। এছাড়াও এই দপ্তর তৃণমূল স্তর থেকে সমাজের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি এবং জনমত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। রাজ্য পর্যায়ের অনুষ্ঠানগুলির পাশাপাশি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীরও আয়োজন করে সকল স্তরের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য এই অধিদপ্তরের অধীনে বেশ কয়েকটি একাডেমি ও প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভগুলির তত্ত্বাবধান করে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ও ধ্বংসাবশেষ উন্মোচনের জন্য নিয়মিত খননকার্য পরিচালনা করে। এই কাজ হয় তারা নিজেরাই করে অথবা স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই উদ্দেশ্য সাধনে উৎসাহিত করে। কলকাতার রাজ্য প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর ছাড়াও এই অধিদপ্তরের ছয়টি জেলা পর্যায়ের জাদুঘর রয়েছে, যেখানে অমূল্য পুরাকীর্তিগুলি সুসংরক্ষিত এবং সাধারণ মানুষের জন্য প্রদর্শিত হয়। এই অধিদপ্তর নিয়মিত বই প্রকাশ করে থাকে। চলচ্চিত্র অধিদপ্তর চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন শিল্পের সঙ্গে সৌহার্দ্য পূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার প্রধান সংস্থা এবং বাংলায় এই শিল্পের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজ্যের চলচ্চিত্রের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে এই অধিদপ্তর বছরজুড়ে নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে তুলে ধরে ও তার যত্ন নেয়। উল্লেখযোগ্য হল কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

উত্তপ্ত পরিবেশ ভারতের নাগরিকদের চিন্তার কারণ

অনিকেত নস্কর

উত্তপ্ত পৃথিবী, উত্তপ্ত রাষ্ট্রনীতি; ভারত ও জলবায়ু সংকটের নতুন বাস্তবতা। বিশ্ব যখন একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি, উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক সংযোগের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা ভাব ছিল, তখন জলবায়ু পরিবর্তন ধীরে ধীরে এক অপ্রতিরোধ্য বাস্তবতা হিসেবে মানুষের জীবনকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে যে তথ্যটি সামনে এসেছে;ভারত বিশ্বের সবচেয়ে উষ্ণতম দেশ গুলোর তালিকায় শীর্ষ ৫০-এর মধ্যে অবস্থান করছে;তা কেবল একটি পরিসংখ্যান নয়, বরং একটি গভীর সতর্কবার্তা। এই সতর্কবার্তা বলছে, পরিস্থিতি শুধু স্থিতিশীল নয়, বরং ভবিষ্যতে আরও খারাপের দিকে যেতে পারে।

এই বাস্তবতা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘদিনের পরিবেশগত অবহেলা, দ্রুত নগরায়ণ, বনাঞ্চল হ্রাস এবং জীবাশ্ম জ্বালানির উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার ফল। ভারতের মতো একটি বিশাল ও বৈচিত্র্যময় দেশে তাপমাত্রার এই বৃদ্ধি কেবল পরিবেশগত সমস্যা নয়, এটি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকটেরও পূর্বাভাস। কারণ তাপমাত্রা বাড়লে তার প্রভাব সরাসরি পড়ে কৃষি, শ্রম, স্বাস্থ্য এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে।

গ্রীষ্মকাল এখন আর শুধুই একটি ঋতু নয়, বরং একটি দীর্ঘস্থায়ী সংকটের নাম হয়ে উঠছে। শহরাঞ্চলে কংক্রিটের ঘনত্ব, সবুজের অভাব এবং তাপ দ্বীপ প্রভাব Surban heat island effect পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলছে। গ্রামাঞ্চলেও পরিস্থিতি আলাদা নয়। কৃষি জমিতে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, দীর্ঘ খরা এবং অস্বাভাবিক তাপমাত্রা কৃষি উৎপাদনের উপর সরাসরি আঘাত হানছে। এই আঘাত শুধু অর্থনীতিকে নয়, খাদ্য নিরা পত্তাকেও ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে।

ভারতের মতো কৃষিনির্ভর দেশে তাপমাত্রা বৃদ্ধি মানে কেবল আবহাওয়ার পরিবর্তন নয়, বরং জীবিকার পরিবর্তন। কৃষকের

জীবন সরাসরি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। যখন তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন ফসলের উৎপাদন হ্রাস পায়, সেচের চাহিদা বাড়ে এবং কৃষকের ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এর ফলাফল হিসেবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে চাপ বাড়ে এবং শহরমুখী অভিবাসন তীব্র হয়।

এই পরিস্থিতি কেবল কৃষির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শ্রমজীবী মানুষের উপরও তাপপ্রবাহের প্রভাব অত্যন্ত মারাত্মক। নির্মাণ শ্রমিক, রিকশা চালক, রাস্তার বিক্রেতা; যারা খোলা আকাশের নিচে কাজ করেন, তাদের জন্য এই তাপমাত্রা প্রায় জীবন-ঝুঁকির পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। কাজের সময় কমে যাচ্ছে, শারীরিক ক্লান্তি বাড়ছে এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি বহুগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে উৎপাদনশীলতা কমছে এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে। স্বাস্থ্যখাতেও এর প্রভাব স্পষ্ট। তাপপ্রবাহজনিত অসুস্থতা, ডিহাই ড্রেশন, হিটস্ট্রোক এবং শ্বাসকষ্ট জনিত রোগের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। হাসপাতাল গুলোর উপর চাপ বাড়ছে এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলোর সীমিত অবকাঠামো এই চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। বিশেষ করে শিশু এবং বৃদ্ধদের জন্য এই পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

এই জলবায়ু সংকটের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল শহর পরিকল্পনার ব্যর্থতা। ভারতের বহু শহর দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে, কিন্তু সেই সম্প্রসারণের সঙ্গে পরিবেশ গত ভারসাম্য রক্ষা করা যায়নি। সবুজায়ন কমেছে, জলাশয় ভরাট হয়েছে এবং প্রাকৃতিক জলনিকাশী ব্যবস্থা ধ্বংস হয়েছে। এর ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পাশাপাশি জলসংকটও তীব্র আকার ধারণ করছে। তবে এই সংকটের পেছনে শুধু প্রাকৃতিক কারণ নয়, নীতিগত দিকও রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়নের সংজ্ঞা যেভাবে শুধুমাত্র শিল্পায়ন এবং অবকাঠামো নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, সেখানে পরিবেশগত ভারসাম্যকে অনেক সময় গৌণ হিসেবে দেখা হয়েছে। এই মানসিকতা আজকের জলবায়ু সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ। ভারতের জন্য এই পরিস্থিতি একটি দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। উন্নয়নের গতি বজায় রাখা খুবই প্রয়োজন। অন্যদিকে পরিবেশগত স্থিতিশীলতা রক্ষা করা। এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ নয়, কিন্তু অপরিহার্য। কারণ যদি পরিবেশ ধ্বংস হয়, তাহলে উন্নয়নের কোনো অর্থই থাকবে না। বিশ্বের সবচেয়ে উষ্ণতম দেশগুলোর তালিকায় ভারতের অবস্থান কেবল একটি সতর্কতা নয়, এটি একটি ভবিষ্যৎ সংকেত। এই সংকেত বলছে যে যদি এখনই কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাহলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে। বিশেষ করে তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার যদি বর্তমান প্রবণতা বজায় রাখে, তাহলে আগামী দশকে ভারতের অনেক অঞ্চল বসবাসের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠতে পারে। এই সংকট মোকাবিলায় প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নবায়নযোগ্য শক্তি, যেমন সৌর ও বায়ু শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমানো এবং পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো গড়ে তোলা;এসবই দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের অংশ। তবে প্রযুক্তি একা যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন নীতিগত দৃঢ়তা এবং সামাজিক সচেতনতা।

সবুজায়ন বৃদ্ধি, জলাশয় সংরক্ষণ, নগর পরিকল্পনায় পরিবেশগত ভারসাম্য এবং কৃষিতে জলবায়ু সহনশীল প্রযুক্তির ব্যবহার;এই সবকিছু মিলেই একটি সমন্বিত সমাধান তৈরি করতে পারে। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি, যা প্রায়শই স্বল্পমেয়াদী উন্নয়ন লক্ষ্যের নিচে চাপা পড়ে যায়।

জনসচেতনতার ভূমিকা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষ যদি জল সংরক্ষণ, বিদ্যুৎ সাশ্রয় এবং পরিবেশবান্ধব জীবনধারা গ্রহণে এগিয়ে আসে, তাহলে পরিবর্তনের গতি বাড়ানো সম্ভব। কিন্তু এই পরিবর্তন তখনই কার্যকর হবে, যখন তা নীতিগত সমর্থন পাবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলা হবে।

স্বার্থত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

শঙ্করলাল কর্মকার

প্রখ্যাত ব্যারিস্টার দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। আজকের দিনেও অনেক রাজনৈতিক নেতা নাকি সমাজ ও জাতির সেবা করার জন্য রাজনীতিতে এসেছেন!ভাল কথা, তাদের সঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের তুলনা করব না, ওই ধৃষ্টতা দেখানোর চেষ্টা করছি না। আসলে বলতে চাই যে মানুষ দেশের জন্য নিজের বাসগৃহ দেশকে দান করেছেন, সেই মানুষটিকে পরে দেখেছেন নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। অথচ আজ সমাজসেবা, রাজনীতি ত্যাগের নয় বরং অর্জনের। প্রতিপ্রত্তি,যশ লাভের ইচ্ছে তো আছেই সঙ্গে আছে নিজেদের যোগ্যতার তুলনায় কয়েকশো গুণ অর্থ উপার্জন। পারবেন এই বাস্তবতা আপনি অস্বীকার করতে? এর অর্থ এই নয় আজকের রাজনীতিতে যারা আছেন সবাই অসৎ। সব রাজনৈতিক দলেই এখনও বিপুল সংখ্যক মানুষ আছেন যারা ব্যক্তি

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার। তিনি তখন নিজের মেয়ের বাড়িতে থাকতেন। দেশবন্ধু এক-তলায় একটা ময়লা শতরঞ্জির উপরে একখানি আধময়লা কাপড় পরে বসে আছেন। সেই দৃশ্য দেখে নিজের চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি রমেশচন্দ্র মজুমদার, তিনি তাঁর সাথে দেখা না করে ফিরে এলেন। আর তাঁকে দেখেননি, দেখতে পারেন নি।

অথচ এর আগে তিনি মাসে দশ - বিশ হাজার উপার্জন করতেন। ছেড়ে দিলেন ব্যারিস্টারি, বাড়ির চাকর- ঠাকুরদের ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। দেশবন্ধু জায়া তখন নিজের হাতে রান্না করতেন। এই সব মানুষ বাংলায় রাজনীতি করেছেন,দেশসেবা কাকে বলে জীবনে অত্যন্ত স্বল্প, সামান্যতম অযাচিত সুবিধা নেন নি এবং গোটা জীবনে নেবেন না পণ করেছেন। আসলে আমরা একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে পার করেছি শেষের দশ - পনেরো বছর যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দানশীলতা আমাদের হৃদয়কে প্রশ্ন বিদ্ধ করে! সত্যি সত্যি এমন মানুষরা রাজনীতি করতেন! দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দানশীলতা প্রবাদবাক্যের মত।

কলকাতা পুরসভার মেয়র চিত্তরঞ্জন দাশ বোধহয় সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত হয়েছেন যেদিন তিনি অরবিন্দ ঘোষকে আলিপুর বোমা মামলা থেকে মুক্ত করে দিলেন। বিচারককে সম্বোধন করে একটি মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন।

দীর্ঘ ৮ বছর আটকে থাকা কাজের ডেডলাইন প্রকাশ! হাবড়াবাসীর জন্য বিরাট ঘোষণা বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ১২ জুন ঃ চলতি বছরের ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে চালু হবে হাবড়া শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লি, বড় আশ্বাস বিধায়কের। ফলে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে হাবড়াবাসী সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষদের। বিধায়ক দেবদাস মণ্ডলের ঘোষণার পরই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়েছে অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করার প্রক্রিয়া। হাবড়া পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বাণীপুর এলাকায় রয়েছে পুরসভা পরিচালিত মুক্তিধাম শ্মশান। হাবড়া, অশোকনগর, গাইঘাটা, গুমা, বিড়া, কুমড়া ও কাশীপুর-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ মৃতদেহ সৎকারের জন্য এই শ্মশানের উপর নির্ভরশীল। দীর্ঘদিন ধরেই এখানে বৈদ্যুতিক চুল্লি চালুর দাবি জানিয়ে আসছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জানা গেছে, ২০১৮ সালে ঘটা করে হাবড়া শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়েছিল। প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল প্রায় ৩ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। সেই সময় ঘোষণা করা হয়েছিল, দু'বছরের মধ্যেই চালু হয়ে যাবে ইলেকট্রিক চুল্লি। কিন্তু শিলান্যাসের পর কেটে গিয়েছে প্রায় আট বছর। তৈরি হয়েছে শুধুমাত্র ভবন, চালু হয়নি পরিষেবা।

সম্প্রতি হাবড়া শ্মশান পরিদর্শনে যান বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল। তিনি বৈদ্যুতিক চুল্লির ভবন, অফিস ঘর ও বিশ্রামাগারের কাজ খতিয়ে দেখেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি অভিযোগ করেন, আগের সরকার কাজ শুরু হওয়ার আগেই টাকা সরানোর কাজ শুরু করেছিল। তাই আট বছরেও একটি বৈদ্যুতিক চুল্লি চালু করা যায়নি। এরপরই দ্রুত কাজ শেষ করার আশ্বাস দিয়ে বিধায়ক জানান, আগামী ১৫ জুলাইয়ের মধ্যেই হাবড়া শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লি চালু করা হবে। পাশাপাশি শ্মশান চত্বরের সৌন্দর্যায়ন, মৃতদেহ সৎকার করতে আসা পরিবারের লোকজনের জন্য উন্নত বিশ্রামাগার তৈরির পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। বিধায়কের ঘোষণার পর নতুন করে আশায় বুক বাঁধছেন হাবড়ার বাসিন্দারা। দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হলে বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের দুর্ভোগ অনেকটাই কমবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

যাত্রী সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে খানা-রামপুরহাট সেকশনে মেগা ব্লক ওয়ার্ক সফলভাবে সম্পন্ন করল পূর্ব রেল

কলকাতা, ১২ জুন ঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্করের গতিশীল নেতৃত্বে, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ৭ জুন, ২০২৬ তারিখে খানা-রামপুরহাট সেকশনে জটিল মেগা

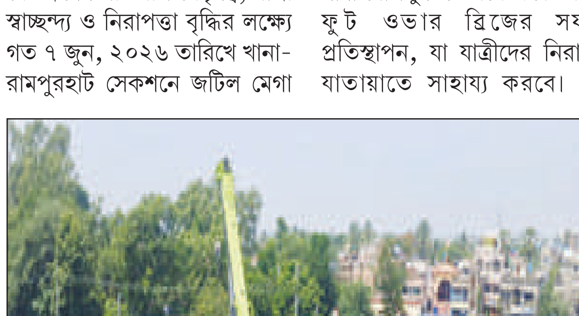

ব্লক পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। হাওড়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার বিশাল কাপুরের নিবিড় তত্ত্বাবধানে এবং ঘড়ির কাঁটা ধরে নিখুঁত পরিকল্পনার মাধ্যমে, যাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে পূর্ব রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ট্র্যাকশন ডিস্ট্রিবিউশন টিম যৌথভাবে কাজ করেছে। এই ট্রাফিক এবং পাওয়ার ব্লকটি ভোর ০৩.৫০ মিনিটে নেওয়া হয়েছিল, সকাল ০৭.৩০ মিনিটে কাজ নিরাপদে শেষ হয় এবং সকাল ০৮.০০ মিনিটের মধ্যে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করা হয়। এই প্রকল্পের একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল গতি শক্তি ইউনিটের দ্বারা বোলপুর স্টেশনে একটি নতুন ফুট ওভার ব্রিজের সফল প্রতিস্থাপন, যা যাত্রীদের নিরাপদ যাতায়াতে সাহায্য করবে। এর পাশাপাশি, রেলের সম্পদ নবীকরণের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ট্র্যাক শ্যাডো ওয়ার্কের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি শেষ করেছে। যার মধ্যে রয়েছে PNE এবং KPLE-তে ৪ সেট TW SEJ বসানো, ১৭টি SKV জয়েন্ট ওয়েল্ডিং, ৬২.১০ মিটার রেল পরিবর্তন, ২৬০ ট্র্যাক মিটার প্যানেল রেল পরিবর্তন এবং ১ জোড়া প্যানেল রেল স্থাপন। একই সময়ে, ওভারহেড বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে TRD টিম ব্যাপক ওভারহলিংয়ের কাজ সম্পন্ন করেছে। এই সাফল্যের মধ্যে রয়েছেঃ ১১ টি X/O AOH, ৩ টি T/O AOH, ৫৯ টি লোকেশন AOH, ৬ টি আইসোলেটর AOH, ১টি নিউট্রাল সেকশন AOH, ৯৮টি CLA, ১৪ টি SI AOH, ১টি ইনসুলেটর প্রতিস্থাপন, ৬টি পাখির বাসা অপসারণ, ১১টি ATD AOH এবং RRA-র ওপর ১টি কন্টাক্ট বার স্থাপন। তারা মোট ৫১ টি জাম্পার পরীক্ষা করেছেন (যার মধ্যে ২১টি জি, ৪টি সি এবং ২৬টি ATJ জাম্পার)। এছাড়া ৩টি পোর্টাল আপরাইট ইরেকশন, ১টি পোর্টাল বুম ইরেকশন, ২টি OU শিফটিং, ২ টি OE শিফটিং, ৬ টি ফ্লুরোসেন্ট ট্যাপ প্রদান এবং মোট ৪টি গান্ট্রির AOH সম্পন্ন করা হয়েছে (যার মধ্যে রয়েছে KPLE/SSP, AMP/SSP-I, AMP/ SSP-II এবং PNE/TSS গান্ট্রির অবশিষ্ট বাইরের অংশ)। এই ব্যাপক কাজের ফলে ট্রেন চলাচলে ন্যূনতম বিঘ্ন ঘটিয়ে, দলগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভবিষ্যমুখী পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে, যা যাত্রীদের উন্নত নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্য বৈদ্যুতিক পরিষেবা প্রদান করবে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন যে, এই মেগা ব্লকের সফল সমাপ্তি একটি শক্তিশালী ও নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পূর্ব রেলের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। খানা- রামপুরহাট সেকশনের প্রতিটি প্রযুক্তিগত ও ট্র্যাকের আধুনিকীকরণ সম্পূর্ণরূপে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে।

তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে তৃণমূল কংগ্রেস, বাগডোগরায় তীব্র তোপ সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ জুন ঃ শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দরে পা রেখেই তৃণমূল কংগ্রেস তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। শুক্রবার তিনি দাবি করেন, তৃণমূল কংগ্রেস বর্তমানে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে এবং দলের ভেতরে সাংসদদের সমর্থন নিয়ে ইতিমধ্যেই বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন খাড়া হয়েছে। সুকান্ত মজুমদার বলেন, রাজ্যসভার পর এবার লোকসভারও প্রায় ২০ জন তৃণমূল সাংসদের স্বাক্ষরিত চিঠি সামনে আসায় দলের অন্দরের তীব্র অসন্তোষ স্পষ্ট হয়ে গেছে। শাসকদলকে

খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, ওদিকে কতজন সাংসদ আছেন তা গোনার দরকার নেই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কতজন সাংসদ আছেন সেটাই প্রতিনিয়ত কমছে। তাঁর দাবি, ধীরে ধীরে সমস্ত নেতাই দল ছেড়ে অন্য দিকে চলে যাবেন। সম্প্রতি আদালতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাজিরা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, আদালতের কড়া নির্দেশের কারণেই তাঁকে বাধ্য হয়ে যেতে হয়েছে। এর আগে সিবিআই বা ইডির মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তলবকে যেভাবে এড়িয়ে যাওয়া হতো, এখন আর তা সম্ভব হচ্ছে না। কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, যাঁরা রাজার মতো জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁদের এখন আদালতের চক্কর কাটতে হচ্ছে। দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রসঙ্গেও দলের ভেতরের বিষয়টি উল্লেখ করে সুকান্ত মজুমদার বলেন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বহু প্রবীণ ও বর্ষীয়ান নেতার সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক মোটেও ভালো নয়। প্যারাসুটে করে উড়ে এসে কেউ হঠাৎই নেতা হয়ে যাবেন, এটা দলের পুরনো ও আদি নেতারা কোনোভাবেই মেনে নেবেন না। ব্যঙ্গ করে তিনি বলেন, তৃণমূলের এবার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যে তারা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাখবে নাকি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি আরও জানান, এদিন মালদায় একটি প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন তিনি, যেখান থেকে উত্তরবঙ্গের রাজনীতি নিয়ে পরবর্তী রূপরেখা ও আরও বক্তব্য সামনে আসতে পারে।

হোল্ডিং সেন্টারে আনা হলো ২৬ জন সন্দেহভাজন বাংলাদেশি নাগরিককে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১২ জুন ঃ রাজ্যজুড়ে অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধে চলা জোরদার অভিযানের মধ্যেই শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের ফাটাপুকুর হোল্ডিং সেন্টারে ২৬ জন সন্দেহভাজন বাংলাদেশি নাগরিককে এনে অস্থায়ীভাবে রাখা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে ১৫ জন মহিলা, ৭ জন শিশু এবং ৪ জন পুরুষ রয়েছেন। সূত্রের খবর, এই ব্যক্তিরা প্রায় তিন থেকে চার বছর আগে অবৈধ উপায়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। অনুপ্রবেশের পর তাঁরা এই অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় রিকশা চালানো, রং মিস্ত্রি বা রঙের কাজের মতো ছোটখাটো পেশায় যুক্ত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এখানেই সংসার পাতেন এবং তাঁদের সন্তানদের জন্মও এ দেশেই হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যে নতুন নির্দেশিকা জারি হওয়ার পর অবৈধভাবে বসবাসকারী বিদেশি নাগরিকদের চিহ্নিত করে তাঁদের প্রতিটি জেলায় তৈরি হওয়া হোল্ডিং সেন্টারে রাখার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেই নির্দেশ মেনেই এদিন ইসলামপুর এলাকা থেকে একটি বাসে করে এই ২৬ জনকে ফাটাপুকুর হোল্ডিং সেন্টারে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে ফাটাপুকুর হোল্ডিং সেন্টারটিকে অস্থায়ীভাবে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত করা হয়েছে। গোটা চত্বর সিসি ক্যামেরার নজরদারিতে মুড়ে ফেলার পাশাপাশি চারপাশ টিনের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। সেন্টারের ভেতরে ধৃতদের থাকা, খাওয়া এবং শৌচাগারের পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও করেছে প্রশাসন। নিরাপত্তার খাতিরে ২৪ ঘণ্টা পুলিশ কর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের এখানেই রাখা হবে।

নিবড়া ফ্লাইওভারে দুর্ঘটনা, আহত একাধিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১২ জুন ঃ আবার দুর্ঘটনা হাওড়ায় জাতীয় সড়কে। শুক্রবার নিবড়া ফ্লাইওভারে ওঠার মুখেই ওই দুর্ঘটনা ঘটে। এদিন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে চারটি গাড়ি। ঘটনায় .একাধিক ব্যক্তি আহত হন বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রথমে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে পড়ে। এরপর পিছন থেকে আসা আরও তিনটি গাড়ি পরপর একে অপরকে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের জেরে মাঝখানে থাকা একটি প্রাইভেট কার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাইভেট কারে থাকা চালক সহ দুই যাত্রী এই দুর্ঘটনায় জখম হন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোনা ট্রাফিক গার্ড ও ডোমজুড় থানার পুলিশ। উদ্ধারকার্য চালিয়ে আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাওড়া জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে অত্যাধুনিক সিগন্যালিং, বাড়বে নিরাপত্তা ও গতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ১২ জুন ঃ বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু করল পূর্ব রেল। এই প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণের ফলে ট্রেন পরিচালনা আরও দ্রুত, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য হবে বলে শুক্রবার রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় পুরনো ম্যানুয়াল সিগন্যালিংয়ের পরিবর্তে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং চালু হয়েছে। এর ফলে ট্রেন চলাচলে মানুষের ভুলের আশঙ্কাও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। স্টেশনের বাইরে ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকার মতো অপ্রত্যাশিত বিলম্ব দূর হবে। একইসঙ্গে স্টেশনের পরিকাঠামোও সম্প্রসারিত হয়েছে। তৈরি হয়েছে তিনটি নতুন কমন লুপ লাইন। এর পাশাপাশি বিদ্যমান দুটি লাইনের দৈর্ঘ্যও উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ানো হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই স্টেশনের অপারেশনাল রুটের সংখ্যা ২৫ থেকে বেড়ে ৫০ হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আধুনিক এক্সেল কাউন্টার, নতুন পয়েন্ট মেশিন, উন্নত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা এবং স্বয়ংক্রিয় অগ্নি সতর্কীকরণ প্রযুক্তি যুক্ত হয়েছে এই প্রকল্পে। লেভেল ক্রসিং গেটগুলিতেও বসানো হয়েছে নতুন বৈদ্যুতিক ব্যারিয়ার। সেই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি শুক্রবার এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, - এগুলি যাত্রীদের জন্য আরও নিরাপদ, সময়নিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য রেল পরিষেবা নিশ্চিত করবে।

হাতির হানায় বৃদ্ধের মৃত্যু ঝাড়গ্রামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ১২ জুন ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের রামচন্দ্রপুর এলাকায় ফের বুনো হাতির হানায় এক বৃদ্ধের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতের নাম কাঙ্গালি নায়েক (৭০)। শুক্রবার ভোরে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো এদিনও ভোরে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন কাঙ্গালি নায়েক। সেই সময় আচমকাই একটি পূর্ণবয়স্ক বুনো হাতির মুখোমুখি পড়েন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, হাতিটি হঠাৎই আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে এবং বৃদ্ধকে পায়ের নিচে পিষে দেয়। গুরুতর জখম অবস্থায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকাজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, কাছাকাছি নদী পেরিয়ে হাতিটি লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল। সাম্প্রতিক সময়ে এলাকায় হাতির আনাগোনা বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগও বাড়ছে।বৃদ্ধের মৃত্যুর ঘটনায় বন দফতরের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী। তাঁদের অভিযোগ, হাতির গতিবিধি সম্পর্কে আগাম সতর্কতা, পর্যাপ্ত নজরদারি এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না থাকায় এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে বনদফতর ও স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। হাতিটির গতিবিধির উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে বলে বনদফতর সূত্রে জানা গেছে।

চলল বুলডোজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১২ জুন ঃ 'বেআইনি' দখলদারি হটাতে এবার বুলডোজার চললো শালিমার কোল ডিপো এলাকায়। শুক্রবার থেকেই শুরু হয় ওই এলাকায় বেআইনি দখলদারির বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান। এদিন দুপুরে বুলডোজার চালিয়ে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে প্রশাসন। পোর্ট ট্রাস্টের জমিতে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা বেআইনি দখলদারি ও নির্মাণ সরাতে বড়সড় এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় বেআইনিভাবে নির্মিত কাঠামো ও দখলদারি ভেঙে ফেলা হয়। যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ঘটনাস্থলে প্রশাসন ও পুলিশের কড়া নজরদারি রয়েছে। ঘটনাস্থলে চাপা উত্তেজনা রয়েছে। প্রশাসনের দাবি, পোর্ট ট্রাস্টের জমিকে সম্পূর্ণভাবে দখলমুক্ত করতেই এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১) অঞ্জ শীল স্বামী- সুনিল শীল সাং- খাদিমপুর স্কুল পাড়া, পোস্ট ও থানা- বালুরঘাট, পিন-৭৩৩১০১, জেলা-দক্ষিণ দিনাজপুর এর স্থায়ী বাসিন্দা।
ইনি মিহির চন্দ্র দাস, পিতা- স্বর্গীয় বরেন্দ্র চন্দ্র দাস সাকিন- সমুদ্রগর রেল বাজার, পোঃ + থানা-পূর্বস্থলী জেলা- বর্ধমান, হাল সাং- খাদিমপুর স্কুল পাড়া, পোস্ট ও থানা- বালুরঘাট, পিন-৭৩৩১০১, জেলা-দক্ষিণ দিনাজপুর এর স্থায়ী বাসিন্দা। ইনার পক্ষে বিগত ইংরাজীর ২৪।০৬।২০০৫ তারিখে বালুরঘাট নোটারী পাব্লিকের দ্বারা Authenticated যাহার SERIAL NO 2/05 নং আমমোক্তার নামা দলিলে নিযুক্ত উক্ত ঠিকানা নিবাসী আমমোক্তার শ্রীমতি শিপ্রা বসাক স্বামী- উৎপল বসাক এর নিকট হইতে বিগত ইংরাজীর ২৪।০৪।২০০৭ তারিখে বালুরঘাট এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্টিকৃত ১৭০৮ নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে অত্র জেলার বালুরঘাট থানার এলাকাধীন ১১০ নং খাদিমপুর মৌজার এল, আর ১১৩৮ নং দাগে, ৩৬৪ নং খতিয়ানভুক্ত ০.০১৩৬৬ একর এবং ৫৯ নং খতিয়ানভুক্ত ০.০১৬১৮ একর সর্বমোট ০.০২৯৮৪ একর জমি ক্রয় করেন।
আমার উক্ত মক্কেল উক্ত খরিদাকৃত জমি নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য বালুরঘাট B.L & L.R.O অফিসে আবেদন করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তার নামা এবং বর্নীত জমি মিউটেশান করিবার বিষয়ে কাহারো কোনোও আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে Balurghat B.L & L.R.O অফিসে লিখিত আকারে অভিযোগ পত্র পেশ করিবার জন্য জানানো যাইতেছে। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য সম্পন্ন করা হইবে।

সুকুমার সরকার
এ্যাডভোকেট
বালুরঘাট জেলা জজ কোর্ট

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী সুমন মণ্ডল, পিতা-স্বর্গীয় রক্ষাপদ মণ্ডল, সাকিন- মঙ্গলপুর বি.জে.পি মোড়, পোঃ-বেলতলাপার্ক, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর, বাসিন্দা হইতেছে। জে.এল.নং-২৬৩, মৌজা- দৌল্লা, দলিল নং- ১৬১৫ / ২০২৬, তারিখঃ-২৭.০৩.২০২৬ মূলে Balurghat DSR Office, (রেকর্ড ভুক রায়তের নাম) এর নিকট হইতে খতিয়ান নং- এল আর ৪৪৭, দাগ নং-এল আর ৫৪৬ মোট ৪৪ শতক পরিমাণ ৩০.০১.২০২৬ তারিখ Balurghat DSR Office এ ০৫২৭ / ২৬ নং আমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমোক্তারনামা গ্রহীতার নাম সংযুক্তা চৌধুরী, পিতা- মৃত সুবীর কুমার চৌধুরী, সাং- হোসেনপুর, পোঃ- বেলতলাপার্ক, থানা- বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিন দিনাজপুর) (আমমোক্তার দাতার নাম ১) শ্রী কানাই লালা আগারওয়ালা, ২) গৌতম আগরওয়ালা, উভয়ের পিতা-মৃত তুলসী রাম আগরওয়ালা, ৩) অর্চনা আগরওয়ালা, স্বামী-মৃত মহাদেব আগরওয়ালা, ৪) শ্রীমতি মিনা আগরওয়ালা, ৫) রোহন আগরওয়ালা, উভয়ের পিতা-মৃত মহাদেব আগরওয়ালা,) এর নিকট হইতে বিক্রয় কবলা দলিল করিয়াছেন এবং বালুরঘাট বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছেন। যাহার Mutation Case No- MN/2026/1701/4280 এই বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে বালুরঘাট বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

Durjay Kumar Deb
Advocate, District Court,
Balurghat D/Dinajpur

বিজ্ঞপ্তি

সুভদ্রা দত্ত মহাশয়া ইংরাজীর ১৫।০৩।২০০৭ তারিখে ইন্দ্রজিত নাহা ও তপন মিত্র মহাশয় দীং কে হাওড়ার ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিস ১, রেজিষ্ট্রীকৃত ০১৮৩ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, উনারা পাওয়ার বলে জিবন দাস দীং মহাশয় মহাশয়া কে ডিং সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, ১০৩৪১ / ২০০৯ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য অবেদন করিয়াছেন, যদি এই নাম খারিজ ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি থাকে তাহলে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- জগদীশপুর, হাল দাগ-৪৮-৪১।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী সুমন মণ্ডল, পিতা-স্বর্গীয় রক্ষাপদ মণ্ডল, সাকিন- মঙ্গলপুর বি.জে.পি মোড়, পোঃ-বেলতলাপার্ক, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর, বাসিন্দা হইতেছে। জে.এল.নং-২৬৩, মৌজা- দৌল্লা, দলিল নং- ১৬০৬ / ২০২৬, তারিখঃ-২৭.০৩.২০২৬ মূলে Balurghat DSR Office, (রেকর্ড ভুক রায়তের নাম) এর নিকট হইতে খতিয়ান নং- এল আর ৪৪৭, দাগ নং-এল আর ৫৪৬ মোট ৪৪ শতক পরিমাণ ৩০.০১.২০২৬ তারিখ Balurghat DSR Office এ ০৫২৮ / ২৬ নং আমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমোক্তারনামা গ্রহীতার নাম রাহুল সাহা, পিতা- রবীন্দ্রনাথ সাহা, সাং- নারায়ন পুর স্কুল পাড়া, পোঃ ও থানা-বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর) (আমমোক্তার দাতার নাম ১) শ্রী কানাই লালা আগারওয়ালা, ২) গৌতম আগরওয়ালা, উভয়ের পিতা-মৃত তুলসী রাম আগরওয়ালা, ৩) অর্চনা আগরওয়ালা, স্বামী- মৃত মহাদেব আগরওয়ালা, ৪) শ্রীমতি মিনা আগরওয়ালা, ৫) রোহন আগরওয়ালা, উভয়ের পিতা-মৃত মহাদেব আগরওয়ালা,) এর নিকট হইতে বিক্রয় কবলা দলিল করিয়াছেন এবং বালুরঘাট বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছেন। যাহার Mutation Case No- MN/2026/1701/4278 এই বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে বালুরঘাট বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

Durjay Kumar Deb
Advocate, District Court,
Balurghat D/Dinajpur

বিজ্ঞপ্তি

সত্যনারায়ন জাজো মহাশয় ইংরাজীর ১৫।০৫।২০২২ তারিখে এ্যাডিঃ ডিং সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে ৫৭৩৪ / ২০২২ ও বিজয় কুমার চৌধুরী দীং মহাশয়গন ইংরাজীর ২০।০৩।২০২২ তারিখে এ্যাডিঃ ডিং সাব রেজিষ্ট্রী অপিসে ২৪৮২ / ২০২৩ এবং শুভ্রা মন্ডল মহাশয়া ইংরাজীর ২০।০৫।২০২৩ তারিখে এ্যাডিঃ ডিংঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে ২৪৮০ / ২০২৩ নম্বর পাওয়ার দলিল সকলে মিলে অশোক পাত্র মহাশয় কে রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, উনি পাওয়ার বলে শরন জয়সয়াল মহাশয় কে এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, ৩০০৭ / ২০২৩ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য অবেদন করিয়াছেন, যদি এই নাম খারিজ ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি থাকে, তাহলে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- কোনা, হাল দাগ- ১৪৮১, ১৪৮২ ও ১৪৮৩।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এসএন্ডটি অবশিষ্ট কাজ

ই-টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ এসএন্ডটি/এপিডিজে/০৮, তারিখ ঃ ০৫-০৬-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নং -১; টেন্ডার নম্বর ঃ এপি-এসটি-০৮-২০২৬-২৭; কাজের নাম** ঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশন -অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে গোসাইগাঁও হাট স্টেশনের উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত ইউটিলিটি স্থানান্তরের জন্য এসঅ্যান্ডটি -এর অবশিষ্ট কাজ। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২৬,৯১,৮৭৫.৭৪/-টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ২,৫৩,৮০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৩-০৭-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার **খোলার** সময় ০৩-০৭-২০২৬ তারিখে, বন্ধের পর। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।

ডিআরএম (এসএন্ডটি), আলিপুরদুয়ার ডিভিশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Baruipur Sub-Division, P.W.D, invites online e-NIQ No. 01 of 2026-2027. Tender ID: 2026_WBPWD_5015352_1. Bid submission start date 12.06.2026 from 01.00 PM. Bid submission end date 19.06.2026 upto 12.00 PM. Details of NIQ and tender documents may be downloaded from : https://wbtenders.gov.in & http://wbpwd.gov.in ICA- T10031(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-tender is invited by the E.E., NTKMD, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. PHE/NTKMD/e-05 of 2026-27 and ID : 2025_PHED_1027600 for various types of works in New Town under NTK Project. Details will be available in the website **wbtenders.gov.in** The last date for submission of tender is 30.06.2026 upto 10:00 A.M. Sd/- EE/NTKMD, P.H.E. Dte. ICA- T10070(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-tender is invited by the Commissioner of Police Kolkata for 1) "Necessary replacement of boom barriers at the In and Out gate within Lalbazar compound at 18 Lalbazar, Kolkata 700001, during the year 2026-2027". The last date for submission of the e-tenders is **22/06/2026 up to 12:00 hours.** The NIT Document and other details will be available in the website: **www.wbtenders.gov.in** Sd/- For Commissioner of Police, Kolkata. ICA- T10009(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-09/2026-27 (Tender Id No. 2026_WBPWD_5014317_1) is hereby extended up to 1.00 P.M. on 22.06.2026.Details of NIQ, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website: https://wbpwd.gov.in and e-Tender portal: https://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division. ICA- T10026(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE
E-NIT No. 1 of 2026-27 **(Tender ID : 2026_WBPWD_5015370_1).** Tender is invited by the Assistant Engineer, Bansberia Highway Sub-Division No-I, P.W. (Roads) Dte. for 01 (One) no work. Date and time limit for BID DOCUMENT download : 15/06/26 to 25/06/2026 upto 12:00 p.m. Date of Bid submission : 15/06/2026 to 25/06/2026 upto 12:00 p.m. Date and time of opening bid (online) : 29/06/2026 at 12:00 p.m. N.B. Details available from departmental website and at office. Sd/- Assist. Engineer, Bansberia Highway Sub-Division No-I, P.W. (R)Dte. ICA- T10042(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tender Invited by the Assistant Engineer, PWD, Barrackpore Sub-Division-I, Govt. of W.B. vide NIeT No.- **WBPWD/AE/BKPSD-I/NIeT-11/2026-27** for the work of i) Repairing works of site office Building at Naihati State General Hospital Campus under Barrackpore Division, PWD, during the year 2026-27. Tender Id:2026_WBPWD_5015368_1. Intending tenderers are requested to visit the website **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app** Bid submission closing date: 25.06.2026. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Barrackpore Sub- Division-I. ICA- T10021(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER/QUOTATION NOTICE
eNIT-03 of AE/ SBHSD, PW(R) Dte., 1. Dressing-Chilchalling of bridge, culvert, ROB under SBHSD, from bonafied bidders. Bid submission closing date: 23/06/2026, tender id. 2026_WBPWD_5015391_1. Other details may be seen from website etender.wb.nic.in & wbpwd.in Sd/-AE/ SBHSD, PW(R) Dte. ICA- T10061(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(R)Dte. TENDER NOTICE
2026_WBPWD_5015406_1-6. Online e-Tender (eNIT 02 of 2026-27) has been invited by the Assistant Engineer, P.W.(Roads) Directorate, Baguihati Highway Sub-Division at Golaghata, K.N.I. Avenue, Kolkata-700048 from Bonafied agency for different types of works. Bid submission closing (On line) 23.06.2026 at 15.00 hrs. Other details may also be seen from the office notice board/website. Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Assistant Engineer, Baguhati Highway Sub-Division P.W. (Roads) Directorate. ICA- T10072(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-NOTICE INVITING QUOTATION
e-NIQ No. 05 (SL. No. 1_3) of 2026-27 of EE/NHD-I, P.W. (Roads) Directorate invites online e-tender for 1) Tender ID- 2026_WBPWD_5015393_1. 2) Tender ID- 2026_WBPWD_5015393_2. 3) Tender ID- 2026_WBPWD_5015393_3. Bid submission start date (online) – 12/06/2026 from 09:00 A.M. Bid submission closing date (online)- 23/06/2026 upto 2:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.eQ. and Tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- EE/Nadia Hway Div.-I. ICA- T10058(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/PWD/Gopiballavpur Sub-Division Notice invites e-quotation no. 01(01)/GSD of 2026-27 for the work: 1) Engagement of one (01) Luxury Taxi-Bharat Stage-III/IV/VI (Non-Air Conditioned) Motor Cab with diesel/ petrol engine on daily hiring charges for the office use of the Assistant Engineer, Gopiballavpur Sub-Division, P.W.Dte., Tender ID: 2026_WBPWD_5015405_1. Bid Submission End Date is 22.06.2026 at 13.00 Hours. Any Corrigendum /Addendum related to this NIT, if published, will be available in the e-portal only. For details, visit the website - http://tenders.wb.gov.in Sd/- Dibyendu Mondal. Assistant Engineer, PWD Gopiballavpur Sub-Division. ICA- T10065(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER CORRIGENDUM NOTICE
e-NIQ should read as **WBPWD/AE/HESD/e-NIQ-05/2026-27 in place of WBPWD/AE/HESD/e-NIT-44/2025-26. TenderID : 2026_WBPWD_5015159_1.** Bid Submission start date (Online) : **08.06.2026 at 17:30 Hrs.** Bid Submission closing date (Online) : **23.08.2026 at 11:00 Hrs. Others terms & conditions remain same in the NIQ.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: **www.wbtenders.gov.in** Sd/- AE, HESD, PWD. ICA- T10045(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W. Dte. invites online e-Tender for the work of **"Modernization and renovation (Electrical) at main office of the Divisional Commissioner, Burdwan Division."** eNIT No.-WBPWD/EE/HED/NIeT-61 of 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5015353_1. Bid submission start date (online) : 11/06/2026 from 02:00 P.M. Bid submission closing date (online) : 22/06/2026 upto 02:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in** Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte., Hooghly Electrical Division. ICA- T10023(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/RGKARESD/P.W.Dte. invites online e-tender for the work "Supply and delivery of portable ladder, Vacuum cleaner and Thermal Imager Camera for Smartphone for everyday maintenance within the campus of R.G.Kar MC&H" e-N.I.Q No.: 27/Q of 26-27. Tender Id: 2026_WBPWD_5015371_1. Bid Submission Start: 12/06/2026. Bid Submission Closing: 22/06/2026 upto 4:00 PM. Corrigendum if any will be Published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be download from http://wbtenders.gov.in Sd/-Assistant Engineer, P.W.Dte R.G.Kar Electrical Sub-Division. ICA- T10054(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Tender Ref No.: WBPWD/AE-KESD/NIT-04/2025-26(2nd call) Tender ID: 2026_WBPWD_5015354_1. Online Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWD, Katwa Electrical Sub-Division, Katwa, Dist.: Purba Bardhaman, Pin-713130 from the eligible contractors for the following works: Name of Work: Installation Of AC machines and allied EI work at different Ejlash and Office section at Katwa Sub Divisional Court, Purba Bardhaman----EI work at ACJM Court. Bid submission start: 15.06.2026 at 11.AM. Bid Submission end: 20.06.2026 up to 2:00 PMBid opening Date: 22.06.2026 after 2.20 PM Details of eNIQ, BOQ & tender document may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Corrigendum, if any, will be published in Website only. Sd/-Assistant Engineer, PWD Katwa Electrical Sub-Division. ICA- T10048(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

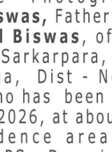

This is the Photograph of **Paramita Biswas,** Father's Name - **Narugopal Biswas**, of Vill - Gobardanga Sarkarpara, PO+ PS - Gobardanga, Dist - North 24 Parganas, who has been missing Since 28.05.2026, at about 06.00 hrs, Residence area under Gobardanga PS, Description of this missing person is: **Age -** 15 Years, **Complexion** - Fair, **Height** - 5 Feet, **Wearing -** White Top & Black full pant. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120
ICA- D847(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Subrata Sadhukhan,** Father's Name - **Rabin Sadhukhan**, of Dharsa Mansatala, PS - Jagacha, Dist - Howrah, WB, who has been missing Since 24.05.2026, at about 07.00 hrs, Residential area under PS - Jagacha, Description of this missing person is: **Age -** 42 Years, **Complexion** - Fair, **Height** - 4 Feet 4 Inch, **Wearing -** Buiscuit Colour Shirt and Black Full Pant, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120
ICA- D844(3)/2026

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/XIV/127/003/26-27/R (1st Call)
Name of work : **Maintenance of bituminous road at Kasta Danga Road Kanai Coaching Centre near Pre. No. 28/1, 26/5 & 26/11 etc. in Ward No. 127.** Work Value : **Rs. 2,94,546.91**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **14 Days**. Last date of submission of bid : **22.06.2026 (up to 5 p.m.)**. Tender will be opened on : **24.06.2026 (5 p.m.)**. The bid forms and other details are available on and from **13.06.2026 (from 5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-II/011/02/2026-2027 (2nd Call)
Name of the work : **Urgent removal of chokage in sewer / repairing of collapsed sewer / repairing of damaged sewer in Ward No.-11, Br-II**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **180 Days**. Last date and time of submission of bid : **22.06.2026** up to **11 a.m.** Bid will be opened on : **24.06.2026** at **11 a.m.**
2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/PRO/01/2026-2027
Name of the work : **Deployment of hired lorry for P. R. Works / removing road side rubbish / transportation of road repairing materials etc. in Br-II (Day & Night) under CME (C) Department (for Ward No. 10, 11, 12, 15 & 16)**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,89,110.00.** Earnest Money : **Rs. 9,800.00**. Period of Completion : **365 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/PRO/02/2026-2027
Name of the work : **Deployment of hired lorry for P. R. Works / removing road side rubbish / transportation of road repairing materials etc. in Br-II (Day & Night) under CME (C) Department (for Ward No. 17, 18, 19 & 20)**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,29,850.00.** Earnest Money : **Rs. 8,600.00**. Period of Completion : **365 Days**. Last date and time of submission of bid : **20.06.2026** up to **11 a.m.** (for Sl. No. 2 & 3). Bid will be opened on : **22.06.2026** at **11 a.m.** (for Sl. No. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **12.06.2026** at **5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil), Br-III, KMC** invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/EE-III/014/45/25-26 (1st Call)
Name of the work : **Repairing of sewer at 226A/H/10, Bagmari Road and other surrounding areas in Ward No.-14 damaged by W.S. Deptt**. Estimated Cost : **Rs. 2,57,934.00.** Earnest Money : **Rs. 5,500.00**. Period of Completion : **40 Days**. Last date and time of submission of bid : **20.06.2026** up to **12 noon.** Date and time of opening of tender : **22.06.2026** on or after up to **12 noon.**
2. NIT No. : KMC/EE-III/33/51/25-26 (1st Call)
Name of the work : **Restoration of concrete passage and footpath at 73 Narkeldanga Main Road 86, 61, 100 Suren Sarkar Road 6, 24, 35 R.M.D.G Lane 91 B. M. Road and different location in Ward No.-033 disturbed by PU Agencies**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 4,94,372.00.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **45 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE-III/31/1/26-27 (1st Call)
Name of the work : **Restoration of asphaltum road surface at P-87 CIT Road Sch VI (M), 8C/H/13 Jogodyan Lane, 20/C M. B. Lane and different places in Ward No.-31 disturbed by C.E.S.C**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 2,99,722.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **45 Days**. Last date and time of submission of bid : **22.06.2026** up to **12 noon** (for Sl. No. 2 & 3). Date and time of opening of bid : **24.06.2026** after **12 noon** (for Sl. No. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **12.06.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1) and **13.06.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 2 & 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (C), Borough-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/IX/071/004/2026-2027/D
Name of work : **Restoration of road surface and footpath portions at Harish Mukherjee Road and Debendra Ghosh Road and surrounding area Ward No.-071**. Estimate Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,98,729.44.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.
2. NIT No. : KMC/IX/071/008/2026-2027/R
Name of work : **Repairing of road surface at 19 School Row, 33 Gobinda Bose Lane and other surrounding areas in Ward No.-071**. Estimate Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,723.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **60 Days**. Last date and time of submission of bid : **22.06.2026 - 12 noon** (for Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on : **24.06.2026 - 12 noon** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **13.06.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil) / Borough-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/025/53/26-27/R
Name of work : **Repairing of paver blocked footpath at Eastern side of C R Avenue (from the crossing of Parbati Ghosh Lane towards Muktaram Babu Street crossing) in Ward No.-25 under Borough-IV**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,94,626.00.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **35 Days**.
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/038/005/2026-2027/R
Name of work : **Repairing of road surface at Parshi Bagan Lane and few portion of Biplabi Pulin Das Street on urgent basis in Ward No.-038**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,79,096.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **15 Days**. Last date and time of submission of bid : **22.06.2026 - 11 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The tender will be opened on : **24.06.2026 - 11 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **12.06.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

106/26-27

অফবিট

মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের নীরব সাক্ষী! মুঙ্গেরে মিলল ৭০০ বছরের প্রাচীন বটবৃক্ষ, বিস্মিত বিজ্ঞানীরা

বয়সের হিসাব মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হলেও প্রকৃতির কাছে তা অনেক সময়ই অর্থহীন হয়ে যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু বৃক্ষ যেন ইতিহাসের জীবন্ত দলিল। বিহারের মুঙ্গেরে এমনই এক বিস্ময়কর আবিষ্কার নতুন করে আলোচনায় এসেছে। মুঙ্গেরের আইটিসি ক্যাম্পাসে অবস্থিত এক বিশাল বটগাছের বয়স অন্তত ৭০০ বছর বলে দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা। এই গাছ শুধু একটি বনস্পতি নয়, বরং ভারতীয় উপমহাদেশের কয়েকশো বছরের ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। প্রায় একশো বর্গমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং প্রায় ৬০ ফুট উঁচু এই বটগাছকে বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন বটবৃক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। লখনৌয়ের বীরবল সাহানি ইনস্টিটিউট অফ প্যালিওসায়েন্স (বিএসআইপি)-এর গবেষকদের দীর্ঘ সমীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পর এই তথ্য সামনে এসেছে। গাছটির অসংখ্য ঝুরি মাটির দিকে নেমে এসেছে, যা দূর থেকে দেখতে অনেকটা জটাধারী সন্ন্যাসীর মতো। স্থানীয় মানুষদের কাছে বহুদিন ধরেই এটি এক বিস্ময়ের বিষয় ছিল, তবে এবার তার বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতিও মিলেছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে বট ও অশ্বত্থ গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। হাজার বছরের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই দুই বৃক্ষ। পুরাণ, মহাকাব্য এবং লোককথায় বারবার উঠে এসেছে এদের নাম। বিশ্বাস করা হয়, ভগবান রামচন্দ্র বনবাসের সময় ‘ অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন, যেখানে পাঁচটি বিশাল বটগাছ ছিল। আবার গৌতম বুদ্ধ বোধিলাভ করেছিলেন একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে ধ্যানমগ্ন অবস্থায়। সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় মুঙ্গেরের এই বটগাছ আজও মানুষের শ্রদ্ধা ও কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু। ২০২২ সালে বিহার বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড রাজ্যের প্রাচীন ও ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন গাছগুলিকে চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাথমিকভাবে ৩২টি গাছ নির্বাচন করা হয়। এরপর বিশেষজ্ঞদের একটি দল তাদের বয়স, পরিবেশগত গুরুত্ব এবং ঐতিহাসিক মূল্য যাচাই করতে সমীক্ষা চালায়। সেই সমীক্ষাতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মুঙ্গেরের আইটিসি ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে থাকা এই বিশাল বটগাছটি সবচেয়ে প্রাচীন। স্থানীয় প্রবীণদের মুখে মুখে গাছটিকে ঘিরে নানা গল্প শোনা যায়। তাঁদের মতে, ১৯৩৪ সালের ভয়াবহ বিহার ভূমিকম্পে আশপাশের বহু গাছপালা ও স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এই বটগাছ প্রায় অক্ষত অবস্থায় টিকে ছিল। সেই সময় থেকেই এলাকাবাসীর কাছে এটি শক্তি, স্থায়িত্ব এবং প্রকৃতির আশীর্বাদের প্রতীক হয়ে ওঠে। তবে বিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র লোককথার উপর নির্ভর করেননি। গাছটির প্রকৃত বয়স নির্ধারণের জন্য তারা নমুনা সংগ্রহ করে রেডিও-কার্বন ডেটিং পদ্ধতিতে পরীক্ষা চালান। একাধিকবার পরীক্ষার ফল যাচাই করার পর তাঁরা নিশ্চিত হন যে গাছটির বয়স অন্তত সাত শতাব্দী। অর্থাৎ এই বৃক্ষের জন্ম এমন এক সময়ে, যখন দিল্লিতে তুঘলক বংশের উত্থান ঘটছিল।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, এই গাছের জীবনকাল জুড়ে ভারতবর্ষে ঘটেছে অসংখ্য যুগান্তকারী ঘটনা। সুলতানি আমলের শেষ পর্ব, আফগান ও পাঠান শাসকদের আধিপত্য, মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার, পরে তার পতন- সবকিছুরই নীরব সাক্ষী এই বটবৃক্ষ। শুধু তাই নয়, ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ, ব্রিটিশ শাসনের বিস্তার,

তবে পৃথিবীর প্রাচীনতম বৃক্ষের তুলনায় মুঙ্গেরের এই বটগাছ এখনও অনেকটাই নবীন। বিজ্ঞানীদের মতে, বর্তমানে চিহ্নিত বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন জীবিত বৃক্ষ হল যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার হোয়াইট মাউন্টেন্‌স অঞ্চলে অবস্থিত একটি গ্রেট বেসিন ব্রিসলকোন পাইন। ‘মেথুশিলা নামে পরিচিত সেই গাছটির আনুমানিক বয়স প্রায় ৪,৮০০ বছর।

স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল সময় এবং স্বাধীন ভারতের জন্ম- সবই যেন এই বৃক্ষ নিজের চোখে দেখেছে। এই কারণেই গাছটিকে ‘হেরিটেজ ট্রি’ বা ঐতিহ্যবাহী বৃক্ষের মর্যাদা দেওয়ার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। পরিবেশবিদদের মতে, এমন প্রাচীন গাছ কেবল পরিবেশগত সম্পদ নয়, এগুলি ইতিহাস, জীববৈচিত্র্য এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই এদের সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি।

মানবসভ্যতার বহু উত্থান-পতনের সাক্ষী এই বৃক্ষকে বিশেষ নিরাপত্তার আওতায় রাখা হয়েছে এবং তার সঠিক অবস্থানও গোপন রাখা হয়। তবুও মুঙ্গেরের ৭০০ বছরের প্রাচীন বটবৃক্ষের গুরুত্ব কোনও অংশে কম নয়। কারণ এটি শুধু একটি গাছ নয় এটি ভারতের মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ইতিহাসের এক জীবন্ত স্মারক। যখন সাম্রাজ্য এসেছে ও গেছে, শাসক বদলেছে, সভ্যতা পরিবর্তিত হয়েছে, তখনও প্রকৃতির এই অমর প্রহরী নিজের জায়গায় অটল থেকেছে। আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে এই বটগাছ যেন আমাদের মনে করিয়ে দেয়- মানুষের ইতিহাস যতই দীর্ঘ মনে হোক না কেন, প্রকৃতির সময়ের কাছে তা ক্ষণিকের মাত্র। আর সেই কারণেই মুঙ্গেরের এই মহীরুহ শুধু একটি বৃক্ষ নয়, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং প্রকৃতির অবিনাশী শক্তির এক অনন্য প্রতীক। মুঙ্গেরের ৭০০ বছরের প্রাচীন এই বটবৃক্ষ শুধু একটি গাছ নয়, এটি সময়ের এক জীবন্ত দলিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দাঁড়িয়ে থেকে এটি প্রত্যক্ষ করেছে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তুঘলক যুগ থেকে শুরু করে মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, ব্রিটিশ শাসন এবং স্বাধীন ভারতের যাত্রা- সবকিছুরই নীরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে এই মহীরুহ।বিজ্ঞানীদের গবেষণা এই গাছের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। একই সঙ্গে এটি প্রমাণ করে যে প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এমন বহু অমূল্য সম্পদ, যেগুলি শুধু পরিবেশ নয়, আমাদের অতীতের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত। দ্রুত নগরায়ণ ও পরিবেশগত সংকটের সময়ে এমন প্রাচীন বৃক্ষ সংরক্ষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ এগুলি জীববৈচিত্র্য রক্ষার পাশাপাশি আগামী প্রজন্মের কাছে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বার্তা পৌঁছে দেয়।‘ ট্রি’ হিসেবে স্বীকৃতি পেলে মুঙ্গেরের এই বটবৃক্ষ আরও সুরক্ষা ও গুরুত্ব পাবে বলে আশা করা যায়।

রাষ্ট্রসংঘে ভারতের কড়া বার্তা ‘সন্ত্রাস দমন নয়, আফগানিস্তানে চলছে গণহত্যা’

১২ জুন ঃ আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফের পাকিস্তানকে তীব্র আক্রমণ করল ভারত। রাষ্ট্রসংঘে আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে অনুষ্ঠিত এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পর্বথানেনি হরিশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় সরব হন। তিনি অভিযোগ করেন, সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের নামে আফগানিস্তানের নিরীহ নাগরিকদের ওপর ধারাবাহিক হামলা চালিয়ে পাকিস্তান কার্যত গণহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। একই সঙ্গে তিনি পাকিস্তানকে ‘সন্ত্রাস সংগঠিত কারখানা’ বলেও উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রসংঘের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতের প্রতিনিধি বলেন, আফগানিস্তানের মাটিতে পাকিস্তানের সামরিক অভিযানের প্রকৃত চিত্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরা জরুরি। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্টভাবে উঠে আসে যে, সাধারণ মানুষের প্রাণহানি, শিশুদের অনাথ হয়ে পড়া এবং বেসামরিক এলাকায় বিমান হামলা কোনওভাবেই সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় না। তিনি বলেন, গণহত্যাকে সামরিক অভিযান বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কখনও গ্রহণযোগ্য নয়। নিরীহ নাগরিকদের হত্যা এবং মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে কোনও দেশ সন্ত্রাস দমনের দাবি করতে পারে না। এই ধরনের কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক আইন এবং মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

পাকিস্তানের দ্বিচারিতার প্রসঙ্গও তুলে ধরে ভারত। পর্বথানেনি হরিশ বলেন, আন্তর্জাতিক আইন, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ।

এবং ইসলামি সংহতির কথা বারবার বললেও বাস্তবে পাকিস্তানের কর্মকাণ্ড তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি উল্লেখ করেন যে, পবিত্র রমজান মাসেও আফগানিস্তানের ভেতরে বিমান হামলা চালিয়ে বহু সাধারণ মানুষের প্রাণহানি ঘটিয়েছে পাকিস্তান। ভারতের মতে, এটাই পাকিস্তানের ভণ্ডামির সবচেয়ে বড় উদাহরণ। রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর অভিযোগও তোলে ভারত। সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তান দাবি করেছে যে, তাদের অভ্যন্তরে সক্রিয় বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন ভারতের মদতপুষ্ট। এই অভিযোগের সমর্থনে ইসলামাবাদ ‘ আল-হিন্দুস্তান’ নামে একটি প্রচারাভিযানও শুরু করেছে। তবে ভারতের বক্তব্য, এই অভিযোগের কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই।

ভারতের প্রতিনিধি স্পষ্ট ভাষায় জানান, ধর্মীয় পরিভাষা ব্যবহার করে পাকিস্তান ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াচ্ছে। এর উদ্দেশ্য একদিকে নিজেদের জনগণকে বিভ্রান্ত করা, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা। তিনি বলেন, কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ছাড়াই ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ভারতের মতে, পাকিস্তান বর্তমানে একাধিক অভ্যন্তরীণ সংকটের মুখোমুখি। রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে সরকার জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করছে। সেই কারণেই ধর্মীয় আবেগ উসকে দিয়ে এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চলছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, চলতি বছরের শুরু থেকেই পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে উত্তেজনা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদবিরোধী অভিযানের নামে একাধিকবার বিমান হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। আফগান প্রশাসন ও বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের অভিযোগ, এসব হামলায় বহু সাধারণ মানুষ নিহত ও আহত হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঘরবাড়ি ও স্থানীয় অবকাঠামো।

এই পরিস্থিতিতে শুরু থেকেই আফগানিস্তানের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে ভারত। মানবিক সহায়তা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মঞ্চে আফগান জনগণের স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে দিল্লি ধারাবাহিকভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। রাষ্ট্রসংঘের সাম্প্রতিক অধিবেশনেও সেই অবস্থান আরও একবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের এই বক্তব্য শুধু পাকিস্তানের নীতির সমালোচনাই নয়, বরং আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার পক্ষে একটি শক্তিশালী কূটনৈতিক বার্তা। একই সঙ্গে এটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছেও আহ্বান যে, সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের নামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলিকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে ভারতের এই কড়া অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আফগানিস্তানে বেসামরিক মানুষের ওপর হামলার ঘটনায় দিল্লি নীরব থাকবে না। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে ভারত জানিয়ে দিয়েছে, আঞ্চলিক শান্তি ও

বন্ধ করে খালি করা হল

প্রথম পাতার পর-আবেদন করেন। সচিবালয় সেই আবেদন মঞ্জুর করার পরই বাংলো খালি করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রশাসনিকভাবে বিষয়টি স্বাভাবিক হলেও রাজনৈতিকভাবে এর তাৎপর্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কারণ, এই ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটল যখন তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ভাঙনের জল্পনা তুঙ্গে। দলের একাংশের অসন্তোষ, নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন এবং সাংগঠনিক সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে ক্ষোভের খবর ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। এর মধ্যেই ২০ জন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদ লোকসভা স্পিকারের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন বলে দাবি করা হচ্ছে।

যদিও সেই চিঠির বিষয়বস্তু এবং ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে এখনও স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি, তবে ঘটনাটি দলের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকে আরও আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে।

সরকারের এক সিদ্ধান্তে

চ্যালেঞ্জ জানিয়েই উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয় এনআইএ। কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রধান অভিযোগ ছিল, সুপ্রিম কোর্টের নির্দিষ্ট নির্দেশিকা সঠিক ভাবে পালন না করেই অভিযুক্তদের জামিন দেওয়া হয়েছে। এনআইএ-র দাবি অনুযায়ী, তদন্ত চলাকালীন এই ধরনের গুরুতর অপরাধে অভিযুক্তদের জামিন দেওয়া তদন্তের স্বার্থের পরিপন্থী। এর আগে হাইকোর্ট এই মামলার অগ্রগতি নিয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখে আদালত স্থির করবে যে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ-এর মতো কড়া ধারা লঘু করা হবে, নাকি তা বহাল থাকবে।

ঘটনা সংক্রান্ত রিপোর্ট

প্রথম পাতার পর- দিয়ে উঠে জল দিতে হয়েছে। ভবনে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা থাকলেও তা এই ভয়াবহ আগুন মোকাবিলার জন্য পর্যাপ্ত ছিল না বলেই পুলিশকে জানিয়েছে দমকল। তদন্তকারীদের সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলছে মাঝের ছয়, সাত এবং আট তলা অক্ষত থাকার বিষয়টি। এই তিনটি ফ্লোরে আগুনের কোনো চিহ্ন না থাকলেও, এগুলির সিঁড়িতে আগুন লেগেছিল। প্রাথমিক অনুমান, সিঁড়ি বেয়েই আগুন ওপরের ফ্লোরগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবারের এই আগুনে জেলা পরিষদের অফিস এবং অতিরিক্ত জেলাশাসকের অফিসের বিভিন্ন ফ্লোর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে থাকা দুই তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খান ও শওকত মোল্লার অফিসসহ একাধিক কর্মাধ্যক্ষের দফতর। ঘটনাচক্রে, বর্তমানে এই দুই নেতার বিরুদ্ধেই তদন্ত চলছে। বৃহস্পতিবার ভবনের ভিতরে গিয়ে দেখা যায়, অগ্নিকাণ্ডে মূলত পূর্ব দিকের ফ্লোরগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দিল্লিতে বড়সড় ধাক্কার মুখে তৃণমূল?

প্রথম পাতার পর-আছে কি না?'' সাংসদ আরও খোলসা করেছেন যে, বিদ্রোহীদের পরিকল্পনার কোনও বিস্তারিত তথ্য তাঁকে দেওয়া হয়নি। তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে কিছু আলোচনা হলেও, তাঁদের কর্মপরিকল্পনা উপযুক্ত বা গ্রহণযোগ্য বলে তিনি মনে করেননি। বিদ্রোহীদের সঙ্গে না থাকলেও, রাজ্যে দলের পরাজয় নিয়ে মুখ খুলেছেন প্রতিমা মণ্ডল। তিনি স্বীকার করেন যে, তৃণমূলে কিছু সমস্যা ও ভুলত্রুটি নিশ্চিতভাবেই ছিল, যার ফলে দল হেরেছে। তাঁর কথায়, ''নিশ্চিতভাবেই কিছু ভুলত্রুটি ছিল। সেই কারণেই মানুষ তৃণমূলকে সমর্থন জানায়নি এবং আমরা ক্ষমতায় আসতে পারিনি।'' তবে তিনি পরিষ্কার করে দেন যে, বিদ্রোহী শিবির তাঁকে দলে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দিলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তাঁদের পরিকল্পনা তাঁর পছন্দ হয়নি। তিনি আরও জানান, বিধায়কদের বিদ্রোহের পর দলের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি নিজেই সাংসদদের নিয়ে কলকাতায় একটি বৈঠক ডাকতে চেয়েছিলেন। প্রতিমা মণ্ডল বলেন, ''আমি নিজেই অনেক সাংসদকে ফোন করে কলকাতায় বৈঠক করার কথা বলেছিলাম। কিন্তু তাঁরা আমাকে দিল্লিতে যেতে বলেন। আমি তাতে রাজি হইনি।'' চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে তৃণমূলের এই তীব্র সাংগঠনিক সংকট প্রকাশ্যে আসে। প্রথমে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় যে বিভাজন ঘটেছিল, তা মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে সংসদেও ছড়িয়ে পড়ে। সংসদীয় পর্যায়ের এই ভাঙন দেখা দিল ঠিক তখনই, যখন ৫৮ জন তৃণমূল বিধায়ক (বিদ্রোহী শিবিরের দাবি অনুযায়ী এই সংখ্যাটি এখন বেড়ে হয়েছে ৬৪) দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশ সরাসরি অমান্য করেন। তাঁরা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পদে দলের আনুষ্ঠানিক প্রার্থী শোভনদেব চ্যাটার্জির পরিবর্তে বহিষ্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে খোলামেলা সমর্থন জানান। বিধায়কদের এই বিদ্রোহের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার দিল্লিতে ১৯ জন সাংসদের এই পদক্ষেপ দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে চরম অস্বস্তিতে ফেলে দিল।

ফের অভিষেকের বাড়িতে সিআইডি

প্রথম পাতার পর-নেওয়া। আর সেই সূত্র ধরেই শুক্রবার দুপুরে সিআইডি-র টিম যায় অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে। ডিজে হুমকি মামলার তদন্তে আসেন তাঁরা। গেটের বাইরে থাকেন সিআইডি আধিকারিকরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবীরা। এক মহিলা আইনজীবী-সহ তিন জনের টিম পৌঁছন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন তাঁরা। এক আইনজীবী বলেন, ''সংবিধানের লোক, তিনি সংবিধান মেনেই চলবেন। তিনি তো বারবার করে বলেছেন, আমি সহযোগিতা করব। হাইকোর্টের নির্দেশে গতকালও তিনি গিয়েছিলেন। তিনি নির্দেশকে মান্যতা দিয়েছেন। আগামী দিনেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আইন মাফিকই কাজ করবেন।'' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু সে সময়ে বাড়িতে ছিলেন না, তাই নোটিস দেওয়া সম্ভব হয়নি। বাগুইআটির বাসিন্দা রাজীব সরকার নামে জনৈক এক ব্যক্তি তিনি বিধানগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। প্রথমে এই মামলার তদন্তভার নিয়েছিলেন বিধাননগর কমিশনারেটের সাইবার শাখা। গত বুধবার সিআইডি তদন্তভার হাতে নেয়। নির্বাচনী প্রচারে অভিষেক বলেছিলেন, ''৪ তারিখ বেলা বারোটার পর কোন জহ্লাদের কত ক্ষমতা, কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে, আমি ৪ তারিখ দেখব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই উদার হোক, ৪ তারিখ আরামবাগের স্টিয়ারিং আমার হাতে থাকবে। ডিজে বাজবে, এমন জোরে বাজবে, কান ঝালাপালা করে দেব।'' অভিযোগকারী রাজীব সরকার বলেন, ''এমন কিছু শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন, যা অসাংবিধানিক।

‘টাটাদের বাংলায় ফেরাব’

প্রথম পাতার পর-হর্টিকালচার এবং ফিশারির মতো ক্ষেত্রে বড় বড় প্রসেসিং ইউনিট তৈরি করা হবে। শুভেন্দুর দাবি, টাটার মতো বড় শিল্প বাংলায় পা রাখলে তারা নিজেরাই রাস্তা, ব্রিজ ও পরিকাঠামো গড়ে তোলে। আসন্ন বাজেট নিয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখলেও, টাটাদের ফিরিয়ে এনে বাংলার যুবকদের পরিযায়ী তকমা ঘোচানোই যে নতুন নবান্নের পাখির চোখ, আজ সেই আশার আলোই দেখালেন মুখ্যমন্ত্রী। নিউ মার্কেট, রাজাবাজার কিংবা খিদিরপুরের মতো কলকাতার একাধিক ঘিঞ্জি ও দখল হয়ে যাওয়া এলাকার নাম উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী এদিন জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। কলকাতার ফুটপাত সংস্কৃতির জট কাটাতে শুভেন্দু অধিকারী সাফ জানান, ''ফুটপাত দিয়ে হাঁটার অধিকার জনগণের রয়েছে। সেই ফুটপাতকে জবরদখল করার অধিকার কারও নেই। কলকাতার বড় বড় চওড়া রাস্তা, সেখানে ফুটপাত- এটা কাউকে দিয়ে দেওয়ার অধিকার আমাকে দেশের আইন বা জনগণ কেউ দেয়নি।'' নিজের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমি জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। জনগণের যেখানে স্বার্থ রয়েছে, সেই স্বার্থই অগ্রাধিকার পাবে। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের স্বার্থ এখানে অগ্রাধিকার পাবে না। সেজন্য তো মানুষ আমাকে মুখ্যমন্ত্রী করেননি।'' হকারদের স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে জানিয়ে শুভেন্দু বড় ঘোষণা করেন, ''আন্দোলন বা জোরজুলুম না করে আপনারা সরে গেলে আপনাদের জন্য সরকার বিশেষ স্কিম নিয়ে আসবে। হকারদের জন্য ভারত সরকারের শ্রম দফতরের যে নির্দিষ্ট স্কিম রয়েছে, তার সুবিধাই পৌঁছে দেওয়া হবে উপযুক্তদের কাছে।'' শুক্রবার নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার থেকে দুর্গাপুজোয় ক্লাবগুলিকে অনুদান নিয়ে মুখ্যমুন্ত্রী জানিয়ে দেন এবার থেকে বাংলার সমস্ত ক্লাব ঢালাও সরকারি টাকা পাবে না বরং পুজো কমিটির আর্থিক প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করেই এই অনুদান দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কথায়, ''যাঁরা ওই টাকার উপর ভিত্তি করে পুজোর আয়োজন করেন, তাঁরা অনুদান পাবেন। যাঁদের প্রয়োজন নেই, তাঁরা পাবেন না।'' অর্থাৎ, যে সমস্ত বড় বড় বারোয়ারি ক্লাবের পুজোর বাজেট কয়েক কোটি টাকা বা যাঁদের নিজস্ব বিপুল ফান্ড রয়েছে।

NAME CHANGE

I, Ratna Mandal, W/O- Rajesh Mandol residing at Amrul, P.O.- Amrul, P.S.- Indus, District - Bankura, PIN - 722206, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as RATNA MANDOL vide affidavit No-1977 Dated -10/06/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Ratna Mandal and Ratna Mandol both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rama Mandal (Old Name) W/o.-Tapas Kumar Das R/o. Vill. Chakkashi, P.O. & P.S. Balurghat, Pin Code 733101, Dist- Dakshin Dinajpur WB, that have change my name & shall henceforth be known as Rama Das Mandal (New Name), vide an Affidavit dtd. 10.06.2026, before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Balurghat, Dakshin Dinajpur. That, Rama Mandal and Rama Das Mandal both are same & one identical person.

NAME CHANGE

I, JULI KUMARI VISHWAKARMA D/O-RAM PRASAD VISHWAKARMA residing at Greenfield City, Block-64, Flat No. 2F, E3-398,, Jote Shibrampur, P.S.-Maheshtala, Kolkata, South 24 Parganas, Pin-700141(WB)do here by declare my correct and actual name JULI KUMARI VISHWAKARMA which is erroneously recorded and mentioned as JULIE VISHWAKARMA and henceforth I shall be known as JULI KUMARI VISHWAKARMA in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore court on 08/06/2026. JULI KUMARI VISHWAKARMA and JULIE VISHWAKARMA both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Bimal Kumar Mandal (Old Name) S/o.-Late Roshik Mandal R/o. Vill. Shri Rampur, P.O. Trimohini, P.S. Hili, Pin Code 733155, Dist- Dakshin Dinajpur WB, that have change my name & shall henceforth be known as Bimal Mandal (New Name), vide an Affidavit dtd. 10.06.2026, before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Balurghat, Dakshin Dinajpur. That, Bimal Kumar Mandal and Bimal Mandal both are same & one identical person.

নাম পরিবর্তন

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমি MANORAMA AGARWALA, স্বামী BINOD KUMAR AGARWALA, ঠিকানা- বিশ্বাস পাড়া, বাসন্তী বাগান, বালুরঘাট-৭৩৩১০১। আমার পুত্র RAHUL AGARWALA-এর পাসপোর্ট নং L2092293-এ উল্লিখিত MONARAMA AGARWALA এবং MANORAMA AGARWALA একই ব্যক্তি। পাসপোর্ট সংশোধনপুনঃইস্যুর উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলো।

সায়নী থেকে অভিষেক

প্রথম পাতার পর-দলনেত্রীর অবস্থান নিয়ে কৌতুহলী তাপস। তাঁর সংযোজন, ''ব্লাড ইস থিকার দ্যান ওয়াটার। তাই মমতা ব্যানার্জি কল্যাণকে ফোন করে কী করেন না করেন, অভিষেককে ছাড়েন কী ছাড়েন না, সেটাও আমাদের দেখতে হবে। তবে আমি চাই তৃণমূল দলটা উঠে যাক।'' তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করতে গিয়ে সুর আরও চড়ান তাপস রায়। তিনি সাফ জানান, অভিষেকের জেলে যাওয়ার বিষয়ে গোটা বঙ্গবাসী অপেক্ষা করছে। তাপসের প্রশ্ন, ''এত কিছু করার বা বলার পরে, এত দুর্নীতির মধ্যমণি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এখনও কেন জেলযাত্রা হচ্ছে না? এটাই এখন বাংলার মানুষের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।'' তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের মিশে যাওয়ার জল্পনা প্রসঙ্গে পুরনো দলকেও খোঁচা দিতে ছাড়েননি তিনি। তাপস রায়ের কথায়, ''কংগ্রেসের আগেও অনেক সর্বনাশ হয়েছে। পুরনো দিনের সব নামী-দামী নেতৃত্বরা কেউই আর নেই। সেই পঞ্চপাণ্ডব, আমার দাদারা সকলেই এখন স্বর্গবাসী। কংগ্রেস যদি এই অবস্থায় নতুন করে নিজেদের আরও সর্বনাশ ডেকে আনতে চায়, তাহলে সেটা তারা করবে।'' পাশাপাশি, যে সব তৃণমূল সদস্য সই করেননি, তাঁদের বাড়ি ভেঙে দেওয়ার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ করেছেন কীর্তি আজাদ। এই প্রসঙ্গে কীর্তিকে তীব্র কটাক্ষ করে বিজেপি বিধায়ক বলেন, ''কীর্তি আজাদ খেলাধুলা করছিল, ভালই ছিল। ও বিহার সম্পর্কে কিছু বললে তা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু বাংলা খায় না মাথায় দেয়, বাংলার ইতিহাস-ভূগোল ও জানে না। বাংলার রাস্তায় কোনও দিন হাঁটল না, পদযাত্রাও করল না। তাই ওঁর কথার কোনও গুরুত্ব আমি দিচ্ছি না।'' সম্প্রতি বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়ক এবং সাংসদরা বিধানসভা ও লোকসভার স্পিকারদের কাছে দলীয় প্যাড এড়িয়ে ‘সাদা কাগজে’ চিঠি দিয়েছেন। এই আইনি ও রাজনৈতিক জটিলতা নিয়ে অবশ্য কিছুটা কূটনৈতিক পথেই তিনি বলেন, ''এই বিষয়ে দুই স্পিকার যা সিদ্ধান্ত নেবেন, সেটাই ফাইনাল।

পেন্ডুলামের মতো দুলছে ৩৬ তলা অট্টালিকা! ফিলিপিন্সের ভয়াবহ ভূমিকম্পের ভিডিও দেখে শিউরে উঠছে বিশ্ব

ফিলিপিন্স,১২ জুনপ্রকৃতির শক্তির সামনে আধুনিক প্রযুক্তি কতটা অসহায় হয়ে পড়তে পারে, তারই এক ভয়াবহ উদাহরণ সামনে এল ফিলিপিন্সে। সোমবার সকালে শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে দ্বীপরাষ্ট্রটি। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৮, যা সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম শক্তিশালী ভূমিকম্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই দুর্যোগে ৩০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে, আহত হয়েছেন বহু মানুষ। তবে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি যে দৃশ্যটি গোটা বিশ্বের নজর কেড়েছে, তা হল একটি ৩৬ তলা বহুতল ভবনের অবিশ্বাস্য দুলুনি।সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, বিশাল ওই বহুতল ভবনটি ভূমিকম্পের অভিঘাতে পেন্ডুলামের মতো এক দিক থেকে অন্য দিকে দুলছে। ভিডিওটি দেখলে মনে হয় যেন মুহূর্তের মধ্যে ভবনটি ভেঙে পড়বে। আতঙ্কে ভবনের বাসিন্দারা ছুটে বেরিয়ে আসেন এবং খোলা জায়গায় আশ্রয় নেন। সেই মুহূর্তে তাঁদের মুখে স্পষ্ট ছিল ভয়, অনিশ্চয়তা এবং বেঁচে থাকার তীব্র আকুতি।ভিডিওটিতে আরও দেখা যায়, ভবনের ছাদে অবস্থিত সুইমিং পুলের জল প্রবল দুলুনির কারণে বাইরে ছিটকে পড়ছে। সাধারণত এমন দৃশ্য কেবলমাত্র দুর্যোগভিত্তিক সিনেমায় দেখা যায়। বাস্তবে এমন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে অনেকে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে এটি সত্যি। কয়েক সেকেন্ডের ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ফিলিপিন্স এমনিতেই ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। প্রশান্ত মহাসাগরীয় ‘ অব ফায়ার’-এর মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় দেশটি নিয়মিত ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুপাত এবং সুনামির ঝুঁকিতে থাকে। তবুও এবারের কম্পনের তীব্রতা সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। বহু এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বেশ কিছু ভবনে ফাটল দেখা দেয়। এর আগেও ফিলিপিন্সের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমিকম্পের কারণে বহুতল ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এবারের ভাইরাল ভিডিওটি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে কারণ এতে একটি আধুনিক বহুতলকে চোখের সামনে দুলতে দেখা গেছে। অনেকেই প্রথমে মনে করেছিলেন যে ভবনটি হয়তো ভেঙে পড়বে। তবে সৌভাগ্যবশত শেষ পর্যন্ত তেমন কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। ভিডিওটি স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ‘ নিউজ চ্যানেল’-এর সামাজিক মাধ্যম অ্যাকাউন্টে প্রকাশিত হওয়ার পর বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিডিওটি দেখেছেন এবং বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। কেউ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, কেউ আবার নিজের শহরের বহুতল ভবনে বসবাস নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন। বিশেষত ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তবে এই ঘটনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভূমিকম্পের সময় বহুতল ভবনের দুলে ওঠা সবসময় খারাপ লক্ষণ নয়। বরং আধুনিক প্রকৌশল প্রযুক্তিতে নির্মিত উচ্চ ভবনগুলোকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যাতে তারা ভূমিকম্পের শক্তি শোষণ করতে পারে। যদি কোনও ভবন একেবারে অনড় থাকে, তাহলে ভূমিকম্পের অভিঘাত সরাসরি তার কাঠামোর উপর পড়ে এবং তা ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। এই কারণেই আধুনিক বহুতলগুলিকে নমনীয় বা ফ্লেক্সিবল কাঠামোর ভিত্তিতে নির্মাণ করা হয়। ভূমিকম্পের সময় ভবন কিছুটা দুলে ওঠে এবং সেই দুলুনির মাধ্যমে কম্পনের শক্তি ছড়িয়ে যায়। ফলে ভবনের মূল কাঠামো তুলনামূলকভাবে নিরাপদ থাকে। অর্থাৎ যে দৃশ্য দেখে সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে, প্রকৌশলীদের দৃষ্টিতে সেটি আসলে ভবনের সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতার প্রমাণ। বিশেষজ্ঞরা আরও জানিয়েছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন ভূমিকম্পপ্রবণ দেশে বর্তমানে ‘ আইসোলেশন’ এবং ‘ সিস্টেম’-এর মতো উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এই প্রযুক্তিগুলি ভবনের দুলুনিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধে সাহায্য করে। ফলে উচ্চ ভবনগুলো অনেক বেশি নিরাপদ হয়ে উঠেছে। তবুও বাস্তব পরিস্থিতিতে যখন একটি ৩৬ তলা অট্টালিকা চোখের সামনে দুলতে থাকে, তখন আতঙ্কিত হওয়াই স্বাভাবিক। ভিডিওতে দেখা বাসিন্দাদের প্রতিক্রিয়া সেই মানবিক বাস্তবতাকেই তুলে ধরে। প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক না কেন, প্রকৃতির অপ্রতিরোধ্য শক্তির মুখোমুখি হলে মানুষের মনে ভয় জন্মায়। ফিলিপিন্সের এই ঘটনা আবারও মনে করিয়ে দিল যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই এখনও শেষ হয়নি। উন্নত প্রযুক্তি ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু ভূমিকম্পের মতো শক্তিশালী প্রাকৃতিক ঘটনাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তাই সচেতনতা, দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি এবং বিজ্ঞানসম্মত নির্মাণই হতে পারে ভবিষ্যতের প্রধান ভরসা। ভাইরাল হওয়া এই ভিডিও শুধু একটি বহুতলের দুলুনির দৃশ্য নয় এটি প্রকৃতির অপরিমেয় শক্তি এবং মানুষের টিকে থাকার সংগ্রামের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। সেই কারণেই ভিডিওটি দেখে আজও শিউরে উঠছে গোটা বিশ্ব।

NAME CHANGE

I, SK Niamol Haque, SO- Sekh Raosan Ali, resident of Vill- Huria, P.O.- Huria, P.S.- Khandaghosh, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713424, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SEKH NIYAMAL HAQUE vide Affidavit No.-26272 dated 12062026 sworn before The Executive Magistrate at Purba Bardhaman. That SK Niamol Haque and Sekh Niyamal Haque both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,Aparna Sardar, wife of Tarak Sardar, residing at Beladanga, P.O- Jotshibrampur, PS- Maheshtala, Kokata- 700141, Dist-24pgs(s) declared that Aparna Sardar Jhuma Rani Sardar are one and same identical person vide Affidavit No.- 49310 dated 01.06.2026 and shall be known as Aparna Sardar for all future purposes.

নাম পরিবর্তন

আমি Jahar Lal Jana (পুরাতন নাম) S/O.-Badal Jana, ঠিকানা গ্রাম- ডোঙ্গল, পোঃ- ডহরকুণ্ড, থানা-আরামবাগ, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২৬১৭ -পশ্চিমবঙ্গ স্থায়ী বাসিন্দা। এলডি ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ হুগলী জেলা কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা Jahar Jana (নতুন নাম) পরিচিত হইলাম। গত ১০.০৬.২৬ তারিখে (SL- 4245) এফিডেভিট বলে Jahar Lal Jana (পুরাতন নাম) এবং Jahar Jana (নতুন নাম) উভয়েযই একই ব্যক্তি হইল।

ইআরডব্লিউডব্লিউও তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাণবন্ত সামার ক্যাম্প - ২০২৬ সমাপ্ত করল

কলকাতা, ১২ জুন ঃ ইস্টার্ন রেলওয়ে উইমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (ERWWO) গত ৮ জুন থেকে ১২ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অরুণোদয় ঘোলেশাপুর স্কুলে সফলভাবে সামার ক্যাম্প - ২০২৬ এর আয়োজন করেছিল। পাঁচ দিনব্যাপী এই সমৃদ্ধশালী অনুষ্ঠানটি ইআরডব্লিউডব্লিউও-এর সভানেত্রী সীমা দেউস্করের দূরদর্শী অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনায় অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্যাম্পের উদ্দেশ্য ছিল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যক্তিগত বিকাশ ও সামাজিক দক্ষতার প্রসার ঘটিয়ে একটি মজাদার, শিক্ষণীয় এবং ফলপ্রসূ অভিজ্ঞতা প্রদান করা। এই ক্যাম্পে ৪ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুরা অংশ নিয়েছিল, যার মধ্যে অরুণোদয় ঘোলেশাপুর স্কুলের শিক্ষার্থী এবং রেলওয়ে কর্মীদের সন্তানরা শামিল ছিল। শিশুদের নতুন নতুন আগ্রহের সন্ধান পেতে এবং ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য,

ইআরডব্লিউডব্লিউও বিভিন্ন ধরণের আকর্ষক ক্রিয়াকলাপের আয়োজন করেছিল। অংশগ্রহণকারীরা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে সঙ্গীত, নৃত্য, যোগব্যায়াম, আগুন ছাড়া রান্না (fireless cooking), গ্লাস পেইন্টিং, আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, টাই-অ্যান্ড-ডাই এবং ম্যান্ডালা আর্টের মতো সৃজনশীল শিল্পকলাগুলি অন্বেষণ করেছিল। ক্যাম্পের শেষ দিনে, তরুণ অংশগ্রহণকারীরা অত্যন্ত উদ্দীপনা ও আনন্দের সাথে তাদের নতুন অর্জিত দক্ষতাগুলি গর্বের সাথে প্রদর্শন করে। তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং সৃজনশীলতাকে উদযাপন করতে সমস্ত শিশুদের সার্টিফিকেট, বিশেষ উপহার এবং ফুড প্যাকেট দেওয়া হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে ইআরডব্লিউডব্লিউও-এর বিশিষ্ট আধিকারিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে রীতা সিনহা (স্কুল ইনচার্জ ERWWO) এবং গুঞ্জন নিগম (সম্পাদক ERWWO) সহ অন্যান্য কার্যনির্বাহী সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা শিশুদের অসাধারণ প্রতিভার প্রশংসা করেন এবং অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের উৎসাহিত করেন, যাতে তারা নতুন নতুন জিনিস শেখা এবং তাদের সৃজনশীল শখগুলি বজায় রাখতে পারে।

প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় চলন্ত বাসে নাবালিকাকে খুনে অভিযুক্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১২ জুন ঃ প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ায় এক নাবালিকাকে চলন্ত বাসে গলা কেটে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল কাটোয়া ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট। পাশাপাশি অভিযুক্তকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। শুক্রবার কাটোয়া ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক রুদ্রপ্রসাদ রায় কাটোয়ার হরিপুর গ্রামের বাসিন্দা ইজাজুল শেখ ওরফে বাবুকে এই সাজা শোনান। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) কার্যকর হওয়ার পর কাটোয়া মহকুমা আদালতে এটিই প্রথম মামলার সাজা ঘোষণা বলে আদালত সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর কেতুগ্রামের কুমোরপুরের কাছে একটি যাত্রীবাহী বাসে ঘটে চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ড। নিহত আরসিদা খাতুন (১৫), ওরফে জ্যোতি, অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। সেদিন তিনি মাসির বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি ফিরছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর মাসি শম্পা বিবি, দিদিমা সাহিদা মল্লিক এবং মাসির পাঁচ বছরের ছেলে। অভিযোগ, বাসটি কুমোরপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে ছাড়ার প্রায় এক কিলোমিটার পর ধারালো অস্ত্র দিয়ে জ্যোতির গলা কেটে দেয় ইজাজুল। যাত্রীদের চিৎকারে বাস থামানো হলে অভিযুক্ত পিছনের দরজা দিয়ে রক্তমাখা ছুরি হাতে পালিয়ে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় কিশোরীকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। স্নিফার ডগ ও ড্রোনের সাহায্যে দিনভর চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যায় একটি ধানখেতের জলকাদার মধ্য থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। নিহতের মাসি শম্পা বিবির দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। ২০২৪ সালের ১০ ডিসেম্বর মামলার চার্জশিট জমা দেওয়া হয়। ২০২৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি আদালতে অভিযোগ গঠন করা হয়। মামলার শুনানিতে মোট ৩৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ ও নথিপত্র খতিয়ে দেখে আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। এই রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে নিহতের পরিবার।

মে ২০২৬-এ মালবাহী লোডিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ১২ জুন ঃ দক্ষ পণ্য পরিবহন এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রীর যথাসময়ে পরিবহনের প্রতি অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মে ২০২৬-এ মাল লোডিং-এর ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই মাসে মোট ১.০৩৩ মিলিয়ন টন মাল লোডিং সম্পন্ন করেছে। মে ২০২৬-এ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের পরিবহনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। সিমেন্ট লোডিংয়ে উল্লেখনীয়ভাবে ২৩১.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে এবং একই সাথে ডলোমাইট লোডিংয়েও ৩১.১ শতাংশ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। পেট্রোলিয়াম তেল ও লুব্রিকেন্ট লোডিংয়ের ক্ষেত্রেও ১২.৫ শতাংশ সন্তোষজনক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়াও, অন্যান্য ক্যাটাগরির অধীনে বাঁশ পরিবহনের পরিমাণ ১৪২.৯শতাংশ -এর এক উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে, যা এই এলাকায় নির্মাণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক সামগ্রীর বর্ধিত পরিবহনের প্রতিফলন। মালবাহী লোডিংয়ে ক্রমাগত বৃদ্ধি উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ধিত অর্থনৈতিক ও শিল্প কার্যক্রমকে প্রতিফলিত করে। এই ধারাবাহিক বৃদ্ধি কেবল আঞ্চলিক সরবরাহ শৃঙ্খল নেটওয়ার্ককেই শক্তিশালী করেনি, বরং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রাজস্ব আয়েও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আগামী সময়ে নির্ভরযোগ্য পরিবহন ব্যবস্থা এবং পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, পরিচালন দক্ষতা এবং গ্রাহক- কেন্দ্রিক পণ্য পরিবহন পরিষেবার ওপর গুরুত্ব প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

কয়লা-বালি পাচার ও তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার পাণ্ডবেশ্বরের যুধিষ্ঠির ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১২ জুন ঃ কয়লা ও বালি পাচার, তোলাবাজি এবং একাধিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে অবশেষে গ্রেফতার হলেন পাণ্ডবেশ্বরের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী যুধিষ্ঠির ঘোষ। বৃহস্পতিবার তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শুক্রবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যুধিষ্ঠির ঘোষের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই কয়লা ও বালি পাচার, জুলুমবাজি, তোলাবাজি এবং ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগ রয়েছে। খনি এলাকায় ডিও কয়লা পরিবহণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সিন্ডিকেটে তিনি অন্যতম প্রভাবশালী মুখ ছিলেন বলে অভিযোগ। কয়লা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টন-পিছু মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করা হত বলেও তদন্তকারীদের দাবি। অভিযোগ, বিভিন্ন খোলামুখ খনি থেকে কয়লা তুলে পাচার এবং অজয় নদ থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের মাধ্যমে অল্প সময়ে বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠেন যুধিষ্ঠির। পাণ্ডবেশ্বর ও সংলগ্ন এলাকায় তাঁর একাধিক বাড়ি, জমি, দামি গাড়ি এবং বিপুল সম্পত্তি রয়েছে বলে স্থানীয় মহলে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা ছিল। এর আগে কয়লা ও বালি পাচার চক্রের তদন্তে কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডিও তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল। আর্থিক লেনদেন এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত নথিও খতিয়ে দেখা হয়। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় তাঁর প্রভাব এতটাই ছিল যে অনেকেই প্রকাশ্যে মুখ খুলতে সাহস পেতেন না। গত বছর পাণ্ডবেশ্বরের এক সভা থেকে তৎকালীন বিরোধী দলনেতা তথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও যুধিষ্ঠির ঘোষের নাম উল্লেখ করে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন।

‘বিজেপি কী করল তা বড় কথা নয়, তৃণমূল কেন নিজেদের লোক ধরে রাখতে পারল না?’ বিদ্রোহী সাংসদ শতাব্দী রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জুন ঃ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে তৃণমূল। বিধানসভা থেকে সংসদ, নেমেছে ধস। বস্তুত ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের ভরাডুবির পর দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন বলে আগেই জানা গেছে। রীতিমতো মমতা দিল্লিতে থাকাকালীন বৈঠক করে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়রা। তা সত্ত্বেও তাঁদের নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বার বার মন্তব্য করেছেন তৃণমূলের মমতার সঙ্গে থাকা সাংসদ-বিধায়করা। কিন্তু এবার তৃণমূলের সেই বিদ্রোহী ২০ সাংসদের স্বাক্ষর-সম্বলিত একটি চিঠি প্রকাশ্যে আসতেই ফের জোরালো হল রাজনৈতিক চর্চা। নিউজ ১৮ এর হাতে আসা এই চিঠিতে দেখা যাচ্ছে স্বাক্ষর করেছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শতাব্দী রায়, বাপি হালদার, ডা. শর্মিলা সরকার, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, অসিত কুমার মাল, অরূপ চক্রবর্তী, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষ, খলিলুর রহমান, আবু তাহের খান, ইউসুফ পাঠান, মিতালি বাগ, মালা রায়, কালিপদ সোরেন, দীপক অধিকারী (দেব), জুন মালিয়া এবং পার্থ ভৌমিকরা। এবার এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন বিদ্রোহী ব্লকের ডেপুটি লিডার, সংসদ শতাব্দী রায়। তিনি বলেন, আমি তো আগেই বলেছিলাম বার বার আমাদের ম্যাজিক ফিগার হয়ে গিয়েছে। এবার তো সেটার প্রমাণ দিলাম। তিনি জানান, সেই সময় স্পিকার ছিলেন না দিল্লিতে। বলেছিলাম অধ্যক্ষ আসবেন। আমাদের নির্দিষ্ট কিছু পলিসি আছে। সেগুলোর জন্য অপেক্ষা করছি। তারপরেই সবটা জানা যাবে। এখন তো ওদের সবটা ভুল প্রমাণিত হল। এবার ওদের গিয়ে জিজ্ঞেস করুন। প্রমাণ তো দিলাম। এর থেকে আর বেশি প্রমাণ কী দেব? প্রসঙ্গত, এই বিষয়ে তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদদের ঘনিষ্ঠমহল সূত্রের দাবি, ওই ১৯ জন সাংসদ লোকসভার স্পিকার ওম

বিড়লাকে চিঠি দিয়ে আলাদা ব্লক গঠনের আর্জি জানিয়েছেন। যদিও স্বাক্ষর সংবলিত ওই পাতাগুলি চিঠির অংশ কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

শান্তিপুরের প্রাক্তন বিডিওর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে সরব বিজেপি, থানায় লিখিত অভিযোগ

ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ১২ জুন ঃ শান্তিপুরের প্রাক্তন বিডিও সন্দীপ ঘোষকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক দানা বাঁধতে শুরু করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও সরকারি প্রকল্পের অর্থ বণ্টনে অনিয়মের অভিযোগ তুলে শান্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন বিজেপি নেতা তথা শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি চঞ্চল চক্রবর্তী। শুক্রবার থানায় অভিযোগ জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চঞ্চল চক্রবর্তী দাবি করেন, সন্দীপ ঘোষ শান্তিপুরে বিডিও পদে কর্মরত থাকাকালীন বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়ম করেছেন। বিশেষ করে বাংলার বাড়ি প্রকল্প এবং বিভিন্ন ক্লাস্টার সমিতির আর্থিক লেনদেনে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন তিনি। বিজেপি নেতার বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন মহলের মধ্যে এইসব অভিযোগ নিয়ে আলোচনা হলেও প্রভাবশালী মহলের মদতের কারণে কেউ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতে পারেননি। তাঁর অভিযোগ, প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে বহু ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়নি এবং সরকারি অর্থ ব্যবহারে প্রশ্ন উঠেছে। চঞ্চল চক্রবর্তী বলেন, বর্তমানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হচ্ছে। তাই অতীতে ওঠা অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই শান্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরেও বিষয়টি জানানো হবে বলে তিনি জানান। তিনি আরও দাবি করেন, অভিযোগের যথাযথ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। বর্তমানে সন্দীপ ঘোষ আলিপুরদুয়ারে কর্মরত থাকলেও শান্তিপুরে তাঁর দায়িত্বকালীন সময়ের বিভিন্ন কাজ খতিয়ে দেখার দাবি তুলেছেন বিজেপি নেতা। যদিও অভিযোগের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত সন্দীপ ঘোষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রশাসনের তরফেও কোনও মন্তব্য করা হয়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শান্তিপুরের রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহল।

জবকার্ড ও আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে লক্ষাধিক টাকা তোলার অভিযোগ, গ্রেপ্তার তৃণমূল কর্মী

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১২ জুন ঃ ১০০ দিনের কাজের জবকার্ড করে দেওয়া এবং আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা তোলার অভিযোগে এক তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করল নাদনঘাট থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্বস্থলী-১ ব্লকের নসরপুর পঞ্চায়েত এলাকার কিশোরীগঞ্জে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম দীবেশ বৈরাগ্য। তাঁর বাড়ি কিশোরীগঞ্জ এলাকায়। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তিনি এলাকার বহু মানুষের কাছে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা সংগ্রহ করছিলেন। বিশেষ করে ১০০ দিনের কাজের জবকার্ড তৈরি করে দেওয়া এবং আবাস যোজনার ঘর অনুমোদন করিয়ে দেওয়ার নামে একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সরকারি প্রকল্পে নাম তোলার আশ্বাস দিয়ে অনেকের কাছ থেকেই কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কেউই প্রকল্পের সুবিধা পাননি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতারণার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এলাকার

মানুষ। পরে একাধিক ব্যক্তি নাদনঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ তদন্তে নামে। তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে দীবেশ বৈরাগ্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে চেষ্টা করছে, এই প্রতারণার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না এবং মোট কত টাকা আদায় করা হয়েছে। ধৃতকে কালনা মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। তদন্তকারীদের মতে, পুলিশি হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে ঘটনার আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে অভিযোগকারীদের তালিকা এবং আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত নথিপত্রও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। যদিও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে ব্যক্তিগত বিষয় বলে দাবি করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশ। অন্যদিকে বিরোধীদের অভিযোগ, সরকারি প্রকল্পের নাম ভাঙিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণার ঘটনা নতুন নয় এবং প্রশাসনের উচিত কা।। পদক্ষেপ করা।

পঞ্চায়েত প্রধানকে ঘেরাওঃ উদ্ধার করতে গিয়ে হামলার মুখে পুলিশ উত্তেজনা শক্তিগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমার, ১২ জুন ঃ দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে পঞ্চায়েত প্রধানকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে প্রধানকে উদ্ধার করতে আসা পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বচসা ও ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। পরে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মৃদু লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে শুক্রবার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগ। থানার বড়শুল ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বড়শুল ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রমেশ সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখাতে জড়ো হন এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ। তারা প্রধানকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ প্রধানকে নিরাপদে বের করে আনার চেষ্টা করলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে তাদের বচসা বাধে। এক পর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে মৃদু লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ ওঠে। পরে পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যেই প্রধানকে হেলমেট পরিয়ে একটি গাড়িতে তোলা হয়। তবে তিনি গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্ষোভকারীদের একাংশ পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ইঁট ছোঁড়া শুরু করে। এতে পুলিশের একটি গাড়ির কাঁচ ভেঙে যায় এবং গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

শিয়ালদহ ডিভিসনে নতুন লোকাল ট্রেনের প্রবর্তন ও পরিষেবার সম্প্রসারণ

বহরমপুর কোর্ট-লালগোলা শাখা

যাত্রীদের সুবিধার্থে, ২০.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে **৩১৭৭৬ ডাউন কৃষ্ণপুর-কাশিমবাজার লোকাল** বহরমপুর কোর্ট পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে এবং **বহরমপুর কোর্ট** থেকে লালগোলা পর্যন্ত একটি নতুন ট্রেন অর্থাৎ **৩১৭৭৭ আপ বহরমপুর কোর্ট-লালগোলা লোকাল ট্রেন** চালু হবে। সম্প্রসারণের পরে এবং নতুন ট্রেনের বিশদ সময়সূচি নিম্নরূপ ঃ

পরিষেবার সম্প্রসারণ

৩১৭৭৬ ডাউন কৃষ্ণপুর-বহরমপুর কোর্ট লোকাল		
স্টেশন ↓	পৌঁ.	ছা.
কৃষ্ণপুর	–	০৬.৫৫
পীরতলা	০৭.০০	০৭.০১
ভগবানগোলা	০৭.০৫	০৭.০৬
সুবর্ণমৃগী	০৭.১২	০৭.১৩
জিয়াগঞ্জ	০৭.১৮	০৭.১৯
মুর্শিদাবাদ	০৭.২৬	০৭.২৭
কাশিমবাজার	০৭.৩৩	০৭.৩৪
বহরমপুর কোর্ট	০৭.৪৭	–

নতুন ট্রেন পরিষেবা

৩১৭৭৭ আপ বহরমপুর কোর্ট-লালগোলা লোকাল		
স্টেশন ↓	পৌঁ.	ছা.
বহরমপুর কোর্ট	–	০৮.৩৫
কাশিমবাজার	০৮.৩৯	০৮.৪০
মুর্শিদাবাদ	০৮.৪৬	০৮.৪৭
জিয়াগঞ্জ	০৮.৫৪	০৮.৫৫
সুবর্ণমৃগী	০৯.০০	০৯.০১
ভগবানগোলা	০৯.০৭	০৯.০৮
পীরতলা	০৯.১২	০৯.১৩
কৃষ্ণপুর	০৯.২১	০৯.২২
লালগোলা	০৯.৩৫	–

আজিমগঞ্জ-বহরমপুর কোর্ট শাখা

যাত্রীদের সুবিধার্থে, **২০.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে ৬৩০৪১/৬৩০৪২, ৬৩০৪৫/৬৩০৪৬ এবং ৬৩০৫৭/৬৩০৫৮ কাশিমবাজার-আজিমগঞ্জ-কাশিমবাজার** এমইএমইউ ট্রেনগুলির রুট বহরমপুর কোর্ট পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। এই তিন জোড়া ট্রেনের সম্প্রসারণের পরে সময়সূচি নিম্নরূপ হবে ঃ

বহরমপুর কোর্ট থেকে আজিমগঞ্জ						স্টেশন	আজিমগঞ্জ থেকে বহরমপুর কোর্ট					
৬৩০৪১		৬৩০৪৫		৬৩০৫৭			৬৩০৪২		৬৩০৪৬		৬৩০৫৮	
পৌঁ.	ছা.	পৌঁ.	ছা.	পৌঁ.	ছা.		পৌঁ.	ছা.	পৌঁ.	ছা.	পৌঁ.	ছা.
–	০৭.৩৫	–	২০.৫৩	–	২২.১২	↓ বহরমপুর কোর্ট	০৭.২০	–	২০.১৫	–	২১.৫৭	–
০৭.৪২	০৭.৪৩	২১.০০	২১.০১	২২.১৯	২২.২০	কাশিমবাজার	০৭.১১	০৭.১২	২০.০৬	২০.০৭	২১.৪৮	২১.৪৯
০৮.০২	–	২১.২০	–	২২.৩৯	–	আজিমগঞ্জ ↑	–	০৬.৫৫	–	১৯.৫০	–	২১.৩০

৬৩০৫৭/৬৩০৫৮ কাশিমবাজার-আজিমগঞ্জ-কাশিমবাজার এমইএমইউ ট্রেন বহরমপুর কোর্ট পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে **৬৩০৩৩ আজিমগঞ্জ-নলহাটি এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার** ট্রেনের সময়সূচি **২০.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে** নিম্নরূপে সংশোধিত হবে ঃ **৬৩০৩৩ আজিমগঞ্জ-নলহাটি এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সংশোধিত সময়সূচি ঃ** আজিমগঞ্জ ঃ ছাঃ ২৩.০৪, আজিমগঞ্জ সিটি ঃ পৌঁ. ২৩.০৭, ছাঃ ২৩.০৮, গোঁসাইগ্রাম ঃ পৌঁ. ২৩.১৫, ছাঃ ২৩.১৬, বারালা ঃ পৌঁ. ২৩.২০, ছাঃ ২৩.২১, সাগরদিঘি ঃ পৌঁ. ২৩.২৭, ছাঃ ২৩.২৮, মোরগ্রাম ঃ পৌঁ. ২৩.৩৩, ছাঃ ২৩.৩৪, লোহাপুর ঃ পৌঁ. ২৩.৩৯, ছাঃ ২৩.৪০, তকিপুর ঃ পৌঁ. ২৩.৪৫, ছাঃ ২৩.৪৬, নলহাটি ঃ পৌঁ. ০০.১০।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুণ ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

স্কুলগুলিতে মর্নিং শিফটের সময়সীমা বাড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জুন ঃ গরমের জন্য যে স্কুলগুলির মর্নিং বা সকালে শিফট করে দেওয়া হয়েছে সেগুলোর সময়সীমা বাড়াল স্কুল শিক্ষা দফতর। জানা গেছে, ৩০ জুন পর্যন্ত স্কুলগুলো সকালেই পরিচালিত হবে। বিকাশ ভবন থেকে ইতিমধ্যে এই নোটিস গেছে সমস্ত জেলায়। এর আগে রাজ্যের কিছু জেলায় তীব্র গরমের পরিস্থিতির কারণে স্কুলের সময়সূচি বদলের অনুমতি দেওয়া হয়। দুই সপ্তাহ স্কুলগুলিকে প্রয়োজন অনুযায়ী মর্নিং শিফটে ক্লাস চালানোয় ছাড় দেওয়া হয়। জেলা স্কুল পরিদর্শকদের এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ও পড়ুয়াদের আগাম জানিয়ে নতুন সময়সূচি কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই সময়সূচি মেনেই স্কুল চলবে ৩০ জুন পর্যন্ত। আগে গরমের ছুটিও বাড়ানো হয়েছিল রাজ্যের স্কুলগুলিতে। মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে শিক্ষা সচিবকে এই বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১ জুন থেকে স্কুল খোলা হয়। রাজ্যে তীব্র গরমের কারণে পাহাড়ি অঞ্চল বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত জায়গার স্কুলে গরমের ছুটি বাড়ানো হয়েছিল। ১৩ মে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে স্কুল শিক্ষা দফতর জানিয়েছিল ৩১ মে পর্যন্ত এই ছুটি বহাল থাকবে। সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত, প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক-সব স্তরের স্কুলেই (পাহাড়ি এলাকা ছাড়া) এই বর্ধিত ছুটি কার্যকর হয়। ১১ মে থেকে শুরু হওয়া গরমের ছুটি এবার বাড়িয়ে ৩১ মে পর্যন্ত করা হয়। এরপর ১ জুন থেকে স্কুলগুলি খোলে।

JAMNA GRAM PANCHAYAT
Monteswar Panchayat Samity
Vill. & P.O.-Jamna :: Dist.-Purba Burdwan :: Pin.-713422

Prodhan, Jamna Gram Panchayat invites eNIT/ Offline tenders/Quotation vide Notice No. Dated - **NIT No: 286/JGP/e-NIT/2026 Date:-11/06/2026**. Last date of bidding **19/06/2026**.

Sd/- Prodhan
Jamna Gram Panchayat

নিম্নতম অত্যাবশ্যকীয় সুবিধার ব্যবস্থা করা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/৪৪ অফ ২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য “ই-টেন্ডারিং” পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** জ্যেষ্ঠ ডিইএন/I/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনের ষ্টেশনসমূহে (পানীখাইটি, ঠাকুরকুছি, বরলংফার, রহা, বেবেজিয়া, রূপহীগাঁও, ধিং বাজার, ধিং, মৈরাবাড়ি, পুরণিগুদাম এবং জখলাবন্ধা) টেকটাইল পাথ, প্রবেশ রেম্প এবং দিব্যাঙ্গজন আদির জন্যে পার্কিং সহিত পিএফ শ্বেলটার, পানীয় জলের সুবিধা, দিব্যাংগজনের জন্যে শৌচালয়ের সুবিধা সহিত ষ্টেশনসমূহে (ঠাকুরকুছি, রহা, জখলাবন্ধা এবং মৈরাবাড়ি) উচ্চ স্তরীয় প্ল্যাটফর্ম ধরণের নিম্নতম অত্যাবশ্যকীয় সুবিধার ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ ১৬,৯০,৩১,০০৩.৮১/-** টাকা। **বায়না রাশিঃ ৩৩,৮০,৬০০/-** টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৩-০৭-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৪-০৭-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র আগামী **১৩-০৭-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
“প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়”

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-এলসিগেট-০৫নং-২৬, তারিখ ১০.০৬.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ টেন্ডার নং এসডিএসটিই-এলসিগেট-০৫নং-২৬-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটির **বন্ধের তারিখ ০৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে।** বিডদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং এইরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নাম:** হাওড়া ডিভিসনে এলসি গেটের আপগ্রেডেশন ও ইন্টারলকিং - টিভিইউ > ২০০০০-এর ৫টি গেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ৭,৬৯,৭৮,১৮৫.৩৫ টাকা। **বায়নামূল্য:** ১৫,৩৯,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **অফারের বৈধতা :** ৬০ দিন। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ১২ মাস। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ২২.০৬.২০২৬।

(HWH-152/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata - 700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: “Temporary IT and Audio-Video infrastructural arrangement in connection with Guinness World Record Attempt for Yoga to be held at Hockey Stadium, VYBK, Saltlake, Kolkata on 16th June, 2026” **[Job No. KIT/RW/053 of 26-27]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-031/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : **15.06.2026 up to 05.00 PM**

2. Name of Work: “Provision for temporary arrangement for live-telecast during the programme to be attended by VVIP at West Bengal Legislative Assembly, on 18th June, 2026” **[Job No. KIT/RW/054 of 26-27]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-032/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : **17.06.2026 up to 05.00 PM**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

বিজ্ঞপ্তি

বিগত ইংরাজী ১৯।৩।২০০৯ তারিখে এ্যাঃ ডিঃ এস. আর সাব রেজিস্ট্রি অফিস বড়গাছিয়া IV/77/09 IV-77 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে সাং- দক্ষিণ মাজু, পোষ্টঃ মাজু থানা, জে. বি. পুর জেলা - হাওড়া নিবাসী আমমোক্তার গ্রহীতা শ্রী তপন নায়েক, পিং- শ্রী বাদল নায়েক আর আমমোক্তারদাতা- পানুবালা পন্ডিত, পিতা- ঁকুঞ্জবিহারী পন্ডিত সাং-দক্ষিণ মাজু, পোষ্টঃ মাজু, থানা- জে.বি. পুর নিবাসী কে মৌজা- দক্ষিণ মাজু- জে. এল-32 এল. আর খতিয়ান 958 নং এল. আর দাগ- 660 নং 0.04 ছটাক ও 305 নং দাগে 0.06 শতক শালি জমি যাহা আমমোক্তার হয়। তৎপর গত ইংরাজী 27.2.26 তারিখে I 050100957/26 নং দলিল রেজিষ্ট্রি হয় হাওড়া গ্রহীতা গণঃ শ্রী সুব্রত বাগ, পিতা- শ্রী মদন মোহন বাগ, সাং- দক্ষিণ মাজু, থানা- জে.বি. পুর, পোস্ট- মাজু, তৎপর আর একটি সাব কোবলা হয় যাহা তারিখ 23/APR/26 সালে I 050/02262/26 রেজিষ্ট্রি দলিল মূলে দক্ষিণ মাজু নিবাসী, পোস্ট- মাজু, থানা- জে.বি. পুর, শ্রী সুব্রত বাগ, পিতা- শ্রী মদন মোহন বাগ, জাতি হিন্দুকে বিক্রয় করেন। বিক্রেতা- শ্রীমতি পানুবালা পন্ডিত, পিতা- কুঞ্জবিহারী পন্ডিত, সাং- দক্ষিণ মাজু ও পক্ষে আমমোক্তার শ্রী তপন নায়েক, পিতা- শ্রী বাদল নায়েক, সাং- দক্ষিণ মাজু, পোস্ট- মাজু বর্তমানে জে.বি. পুর বি. এল. এণ্ড . এল.আর.ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করেছেন। যদি কোন আপত্তি থাকে তাহলে ৩০ দিনের মধ্যে জানাতে হবে, তা না হলে আইন মোতাবেক কাজ হবে।

বিজ্ঞপ্তি

বিগত ইংরাজী 12/MAY/2009 তারিখে এ্যাঃ ডিঃ হাওড়া সাব রেজিস্ট্রি অফিসের 00645 নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে সাং+ পোস্ট- ১২ নং নরসিংহ দত্ত রোড থানা- ব্যাঁটরা, জেলা- হাওড়া নিবাসী শ্রী বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পিতা- ঁপার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায় নিকট উত্তর মাজু মৌজায় J.L নং- 34 হাল, এল. আর 740 নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ও হাল 50 নং দাগে 163 শতকের মধ্যে 0.2500 অংশে ০.৪০ শতক শালি জমি যাহা ওই দক্ষিণ মাজু নিবাসী শ্রী সুব্রত বাগ, পিতা- শ্রী মদন মোহন বাগ, সাং- দক্ষিণ মাজু মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। তৎপর গত ইংরাজী ২৩।৪।২০২৬ তারিখে I 050/02261/2026 নং দলিল সাব কোবলা মূলে, কৃষ্ণনন্দপুর গ্রামে পোস্ট- মুন্সিরহাট, থানা- জে. বি. পুর নিবাসী সারাবত মল্লিক (আধার নংঃ 5176-2418-5032) পিতা-মৃত জহুর মল্লিক, জাতি মুসলিম (ভারতীয় নাগরিক) মহাশয়কে হাওড়া রেজিস্ট্রি অফিসে শ্রী বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পিতা- ঁপার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায় বিক্রয় কোবলা করেন। বর্তমানে জে. বি. পুর বি. এল. এণ্ড . এল.আর.ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করেছেন।
উক্ত আমমোক্তার বা এই কোবলা দলিলের উপর যদি কোন আপত্তি থাকে তাহলে ৩০ দিনের মধ্যে জানাতে হবে, তা না হলে আইন মোতাবেক কাজ হবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/DG_PS/WAT_JET/N/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Operation, Maintenance of One (01) nos of Jet Pump fitted Vehicle WB15A0995 converted from jet cum suction vehicle for North Kolkata.** Estimated Cost: **Quotation invited**. Earnest Money: **Initially ₹ 9,500.00** (Online). Period of Completion: **12 months (365 days)**. Last date and time of submission of Bid: **20.06.2026 – 1 pm.** Bid Opening date for Technical Proposals (Online): **23.06.2026 – 2 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **13.06.2026 – 10 a.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. C. E. (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage & item rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/DCE_PS/IX/73/01/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Plantation for Beautification at Harish Park in Ward No.-73, Br.-IX.** Estimated Cost: **PART-A – ₹ 2,23,263.83 + PART-B – Quotation invited (Amount to be quoted including all taxes)**. Earnest Money: **Initially ₹ 10,000.00 to be deposited online (Actual amount to be calculated as 2% of the total quoted amount)**.
(2) NIT No.: KMC/DCE_PS/IX/82/01/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Plantation for Beautification at Chetla Park in Ward No.-82, Br.-IX.** Estimated Cost: **PART-A – ₹ 1,85,949.71 + PART-B – Quotation invited (Amount to be quoted including all taxes)**. Earnest Money: **Initially ₹ 9,700.00 to be deposited online (Actual amount to be calculated as 2% of the total quoted amount)**. Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid: **20.06.2026 – 1 pm.** (For Sl. No. 1 & 2). Bid Opening date for Technical Proposals (Online): **23.06.2026 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details shall be available on and from **13.06.2026 – 10 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (E), KMC** invites e-Tender online item rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/ELY/ESTM-04/26-27
Name of the Work: **Operation and maintenance of electrical installations and allied works at Dist-III garage (Central) & Pool car garage under KMC.** Estimated Amount: ₹ **4,97,592.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **365 days**.
(2) NIT No.: KMC/ELY/ESTM-03/26-27
Name of the Work: **Annual Maintenance of fixed wireless sets and walkie talkie at VIP Chambers and other places under KMC.** Estimated Amount: ₹ **2,05,991.52**. Earnest Money: ₹ **4,200.00**. Period of Completion: **365 days**. Last date and time of submission of Bid: **20.06.2026 – 4 pm.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **12.06.2026, 4 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-II, KMC** invites e-Tender by two bid system for the following works:
(1) NIT No.: LTG/03/61/VI/Z-II/26-27
Name of the Work: **Installation of PVC pipes surrounding the street lighting poles at Bijlee Road, Crematorium Street, Beniapukur Lane and other water logging areas in Ward No.-61.** Estimate Amount: ₹ **2,37,645.00**. Earnest Money: ₹ **4,800.00**. Period of Completion: **18 days**.
(2) NIT No.: LTG/11/54/VI/Z-II/26-27
Name of the Work: **Repairing and replacement of Uttaran lighting system at different Uttaran areas in Ward No.-54.** Estimate Amount: ₹ **1,98,549.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **15 days**. Last date and time of submission of Bid: **20.06.2026 upto 2 pm.** (For Sl. No. 1 & 2). Bid opening date and time for Technical Proposals: **22.06.2026 at 11 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **13.06.2026 (2 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-III, KMC** invites e-Tender online, two part bid system for the following work:
NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2026-2027/01
Name of the Work: **Engagement of electrical night gang for emergency breakdown/disaster preparedness of lighting system for avoid any type of accident and public safety under Br.-IX.** Estimated Amount: ₹ **4,00,599.44**. Earnest Money: ₹ **8,100.00**. Period of Completion: **214 days**. Last date and time of completion of Bid: **20.06.2026 upto 2 pm.** Tender (Technical) Opening date and time: **20.06.2026 at 4 p.m.** The Bid form and other details are available on and from **12.06.2026 from 2 p.m.** For full and further details, please visit the website: **https://www.etender.wb.nic.in** Please keep watching on the above website for further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. **(108/26-27)**

বৈভবের জাতীয় দলে অভিষেকে কাঁটা?

নিজস্ব প্রতিবেদন

প্রথমবার জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ। সচিন তেণ্ডুলকরের রেকর্ড ভাঙার হাতছানি। আসন্ন আয়ারল্যান্ড সফরে বৈভব সূর্যবংশীর একাধিক স্বপ্ন পূরণ হতে পারত। কিন্তু সেই সফরটা নিয়েই আচমকা তৈরি হয়েছে সংশয়। পরিস্থিতি খারাপ হলে হয়তো আয়ারল্যান্ড সফরটাই বাতিল হয়ে যাবে, রয়েছে এমন সম্ভাবনাও। আপাতত বৈভব ভারত এ দলের হয়ে খেলছে। আসলে গত চারদিন ধরে প্রতিবাদে উত্তাল ব্রিটেন। শরণার্থীদের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ করার দাবিতে পথে নেমেছেন শয়ে শয়ে মানুষ। সেই বিক্ষোভ রীতিমতো বর্ণবিদ্বেষীও হয়ে উঠেছে। বেশ কয়েকটি জায়গায় পুলিশের গাড়ি, বাসে আগুন ধরিয়েছেন তাঁরা। ১২ জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন এই বিক্ষোভে। কৃষ্ণাঙ্গ এবং শরণার্থীদের বিরোধিতা করে কালো হুডি পরেছেন প্রতিবাদীরা। আয়ারল্যান্ডে বসবাসকারী বহু অভিবাসীদের বাড়ি লক্ষ্য করেও হামলা হচ্ছে। স্থানীয় সাংসদের আশঙ্কা, এই প্রতিবাদ খুব তাড়াতাড়িই বর্ণবিদ্বেষী হয়ে উঠতে পারে। এহেন পরিস্থিতিতে একটি টি-২০ টুর্নামেন্ট বাতিল করেছে আইরিশ ক্রিকেট বোর্ড। আগামী রবিবার আইরিশ সিনিয়র কাপ এবংন্যাশনাল কাপের ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচগুলির ভবিষ্য কী হবে, সেই নিয়েও দোটানায় বোর্ড। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে এই ম্যাচগুলি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বোর্ডের তরফ থেকে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়, যেসব এলাকায় সহিংস প্রতিবাদ হচ্ছে সেখানে নজর রাখা হবে। যোগাযোগ রাখা হচ্ছে প্রশাসনের সঙ্গেও। ক্রিকেটার এবং দলের প্রত্যেক সদস্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাটাই বোর্ডের প্রধান লক্ষ্য। এহেন বিবৃতির পরই প্রশ্ন উঠছে ভারতের আয়ারল্যান্ড সফর ঘিরে। কারণ প্রতিবাদের কেন্দ্রবিন্দু বেলফাস্টেই দু'টি টি-২০ খেলার কথা আছে ভারতের। চলতি মাসের শেষের এই ম্যাচদু'টি আদৌ খেলা সম্ভব? সূত্রের খবর, আয়ারল্যান্ডের পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছে ভারতীয় বোর্ডও। দরকার হলে বেলফাস্ট থেকে সরিয়ে আনা হতে পারে সিরিজ। সবমিলিয়ে, বৈভবের অভিষেক সিরিজ নিয়ে একরাশ সংশয়ের মেঘ। তবে সিরিজ বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে হয়তো কয়েকদিন পরে শুরু হতে পারে সিরিজ।

বৃহত্তম বিশ্বকাপ দূষণেও সবার আগে

বিশেষ প্রতিনিধি

২০২৬-এর ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ সব আঙ্গিকেই বৃহত্তম। প্রতিযোগী দলের সংখ্যা ৩২ থেকে বেড়ে ৪৮। ম্যাচের সংখ্যা আর ৬৪ নয়, তার বদলে ১০৪। প্রতিযোগিতার বেনজির সম্প্রসারণ করে ফিফা তার দু'টো বড় লক্ষ্য পূরণ করেছে এ বার। প্রথমত সংগঠনের ঘোষিত লক্ষ্যই ছিল ফুটবলকে আরও বিস্তৃত করা। দ্বিতীয়ত, আয়ের পরিমাণ বিপুল ভাবে বাড়ানো। ২০২৬-এর ফুটবল বিশ্বকাপকে ইতিমধ্যেই 'ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপ' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মেক্সিকো, ইউএসএ ও ক্যানাডা - তিন দেশ নিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজনের খরচ ৩৭৬ কোটি ইউএস ডলার যেমন অতীতের সব রেকর্ড ছাপিয়ে গিয়েছে, তেমনই বিশ্বকাপ থেকে অন্তত ১৩০০ কোটি ইউএস ডলার আয় হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে পরিবেশবিদদের মতে, এই বিশ্বকাপ আরও একটি ক্ষেত্রেও নতুন রেকর্ড গড়তে চলেছে। এই রেকর্ড কার্বন দূষণে। বিশ্বকাপের জন্য কার্বন দূষণের পরিমাণ প্রায় ৯০ লক্ষ টন হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ম্যাচ হবে তিন দেশ মিলিয়ে ১৬টি ভেন্যু-তে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তরে ক্যানাডার ভ্যাঙ্কুভার এবং সর্বদক্ষিণে মেক্সিকো সিটি। এই দুই শহরের মধ্যের দূরত্ব প্রায় চার হাজার ৮০০ কিলোমিটার। যাতায়াতের একমাত্র ভরসা বিমান-ই। বিশ্বকাপ ভেন্যু-র এই সর্বোচ্চ দূরত্ব ছাড়াও বাকি অন্য যে যে স্টেডিয়ামে খেলা হওয়ার কথা, তাদের মধ্যেও দূরত্ব নেহাত কম নয়। দেড় থেকে দু'হাজার কিলোমিটারের গড় দূরত্বে রয়েছে স্টেডিয়ামগুলো। এই বিশাল দূরত্বের কারণে দর্শক, খেলোয়াড়, কর্মকর্তা ও সংবাদমাধ্যমের জন্য বিমান ভ্রমণ-ই একমাত্র বাস্তবসম্মত পরিবহন ব্যবস্থা। তার বিমানের জন্য কার্বন নিষ্ক্রমণ পরিমাণ ভয়াবহ। বিশ্বকাপের জন্য মোট ৯০ লক্ষ টন নির্গমনের মধ্যে ৭৭ লক্ষ টনই আসতে চলেছে বিমান ভ্রমণ থেকে।

২০২১-এ ফিফা একটি পরিবেশরক্ষার জন্য একটি পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছিল। সেই সময়ে ঠিক করা হয়েছিল, ২০৩০-এর মধ্যে গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন ৫০ শতাংশ কমানো হবে এবং ২০৪০-এর মধ্যে বিশ্বকাপ দূষণে নেট-জিরো অর্জন করা হবে। কিন্তু, এখনও ফিফার তরফে ওই পরিকল্পনা পূর্ণের কোনও বাস্তব ভূমিকা অবলম্বন করতে দেখা যায়নি। এ ছাড়াও জানা যাচ্ছে, ফিফার ২০৪০-র নেট-জিরো লক্ষ্য মূলত সংস্থার বিভিন্ন অফিস, কর্মীদের যাতায়াত ও প্রশাসনিক কাজের জন্য প্রযোজ্য। বিশ্বকাপের মতো বিশাল টুর্নামেন্টকে সেই হিসেবের বাইরেই রাখা হয়েছে। পরিবেশ নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার হিসেব, ২০২২-এ কাতার বিশ্বকাপে কার্বন নির্গমনের পরিমাণ ছিল ৫২ লক্ষ টন। ২০১৮-র রাশিয়া এবং ২০১৪-র ব্রাজিল বিশ্বকাপে কার্বন নির্গমণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২১ লক্ষ ও ২২ লক্ষ টন। কার্বন নির্গমন ছাড়াও পরিবেশবিজ্ঞানীদের প্রবল চাপে রেখেছে ইউএসএ-র আবহাওয়া। জানা যাচ্ছে, আয়োজক শহরগুলোর মধ্যে হিউস্টন, ডালাস, এবং আটলান্টা-তে তীব্র তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে খেলোয়াড়দের জন্য নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখতে স্টেডিয়ামগুলোতে ব্যাপক ভাবে উচ্চ-ক্ষমতার এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে বিদ্যুতের ব্যবহার অনেকটাই বেশি থাকবে। ফিফা ২০২৬-এর আরও একটি বড় উদ্বেগ হলো সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার। প্রথমে ফিফা স্টেডিয়ামে পুনর্ব্যবহারযোগ্য জলের বোতল বহনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু পরিবেশকর্মীদের তীব্র সমালোচনার মুখে সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়। সমালোচকদের মতে প্রতিবার ম্যাচের সময়ে যদি লক্ষাধিক দর্শক সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার শুরু করেন, তা হলে যে বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হবে তা পরিবেশের ওপর ভয়াবহ প্রভাব ফেলবে।

টম অলড্রেডকে বিদায় বাগানের

আবেগঘন বার্তা সবুজ-মেরুন শিবিরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জুনঃ নতুন মরসুমের জন্য অনেক আগে থেকেই ঘর গোছানোর কাজ শুরু করেছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। এক্ষেত্রে একাধিক বিদেশি ফুটবলারদের রিলিজ করে দেওয়ার কথা উঠে আসতে শুরু করেছিল ব্যাপকভাবে। যার মধ্যে ছিল দিমিত্রি পেত্রাতোস থেকে শুরু করে টম অলড্রেডদের নাম। শোনা যাচ্ছিল, যে টমের বদলে আইএসএলে দাপিয়ে খেলা এক ফুটবলারকে দলে টানতে চাইছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। যদিও সেটা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে এসবের মাঝেই আজ টমকে রিলিজ করে দেওয়ার কথা জানিয়ে দিয়েছে ময়দানের এই প্রধান। বেশকিছু ঘণ্টা আগে নিজেদের সোশ্যাল সাইটে তাঁর সঙ্গে দলের বেশকিছু মুহুর্তের ছবি ও ভিডিও আপলোড করে তা জানিয়ে দেয় মোহনবাগান। যেখানে লেখা হয়েছে, 'সবচেয়ে জরুরি মুহূর্তে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন, সব স্মৃতির জন্য ধন্যবাদ, টম অলড্রেড।' উল্লেখ্য, গত ২০২৪-২০২৫ সিজনে ব্রিসবেন রোয়ার থেকে তাঁকে দলে টেনেছিল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। তারপর থেকেই যথেষ্ট দাপটের সঙ্গে মোহনবাগান জার্সিতে নিজের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন এই তারকা ফুটবলার। ময়দানের এই প্রধানের জার্সিতে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএল জয় করার পাশাপাশি লিগ শিল্ড ও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন তিনি। এমনকি গত সিজনে দলের ঐতিহাসিক আইএফএ শিল্ড জয়ের ক্ষেত্রে ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এই বিদেশি ডিফেন্ডারের।

প্রয়াত ভারতের শুটিং কিংবদন্তি যশপাল রানা, শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১২ জুনঃ ভারতীয় শুটিংয়ের এক যুগের অবসান। অকালেই প্রয়াত হলেন এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী কিংবদন্তি শুটার এবং দেশের অন্যতম সফল কোচ যশপাল রানা। শুক্রবার ৪৯ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মিউনিখে বিশ্বকাপ থেকে ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। দিল্লির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয় তাঁর। নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে ক্রীড়াজগতের বহু ব্যক্তিত্ব শোকপ্রকাশ করেছেন। এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'শ্রী যশপাল রানা জির প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। ভারতীয় ক্রীড়াজগতের জন্য এটি এক বিরাট ক্ষতি। শুটিংয়ে তাঁর অসাধারণ সাফল্য দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। একইসঙ্গে একজন মেন্টর হিসেবে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে বহু তরুণ ক্রীড়াবিদকে গড়ে তুলেছেন।' দেশের পিস্তল শুটারদের হাই-পারফরম্যান্স কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন রানা। সম্প্রতি মিউনিখে বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের সঙ্গে যান। ভাই সুভাষ রানার কথায়, ''প্রথমে বুকে অস্বস্তি ও ব্যথাকে অম্বল ভেবেছিলেন যশপাল। কিন্তু দেশে ফেরার পথে সমস্যা বাড়তে থাকে। দিল্লিতে নামার পর তাঁকে সাকেতের ম্যাক্স হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা হৃদ্যন্ত্রে ব্লকেজ ধরা পড়ার পর একটি স্টেন্ট বসান। আরও একটি বসানোর প্রস্তুতিও চলছিল। প্রথম দিকে শারীরিক অবস্থার উন্নতির খবর মিললেও শেষ পর্যন্ত আর ফেরা হল না।'' ১৯৭৬ সালের ২৮ জুন উত্তরাখণ্ডে জন্ম। ১৯৯৪ সালে মিলানে বিশ্ব শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে জুনিয়র বিভাগে বিশ্বরেকর্ড গড়ে সোনা জিতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পরিচিতি পান যশপাল রানা। একই বছর এশিয়ান গেমসে ২৫ মিটার সেন্টার ফায়ার পিস্তল ইভেন্টে সোনা জয়। কমনওয়েলথ গেমসে তাঁর ঝুলিতে ১৫টি পদক, যার মধ্যে ৯টি সোনা। এখনও তিনি ভারতের সবচেয়ে সফল কমনওয়েলথ শুটারদের অন্যতম। ২০০৬ দোহা এশিয়ান গেমসে তিনটি সোনা জিতে এবং বিশ্বরেকর্ড স্পর্শ করে নিজের কেরিয়ারের অন্যতম সেরা অধ্যায় লেখেন। ১৮ বছর বয়সে অর্জুন পুরস্কার এবং তিন বছর পরে পদ্মশ্রী-তে সম্মানিত হন। প্রতিযোগিতামূলক শুটিং থেকে অবসর নেওয়ার পর ২০১২ সালে জাতীয় কোচিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হন রানা। জুনিয়র পিস্তল শুটারদের গড়ে তোলার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। তাঁর হাত ধরেই উঠে এসেছেন সৌরভ চৌধুরী, অনীশ ভানওয়ালার মতো শুটার। বিশেষভাবে আলোচনায় মনু ভাকরের সঙ্গে তাঁর কাজ। প্যারিস অলিম্পিকে মনু দুটি ব্রোঞ্জ জেতার পিছনে রানার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ট্রফি জয়ের স্বপ্ন নিয়ে সবুজ-মেরুনে সমীর জেলকোভিচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জুনঃ মোহনবাগানের মাঝমাঠে আরও শক্তি ও ভারসাম্য যোগ করতে বড় পদক্ষেপ নিল ক্লাব কর্তৃপক্ষ। নতুন মরশুমের আগে বসনিয়ার জাতীয় দলের অভিজ্ঞ ফুটবলার সমীর জেলকোভিচকে দলে ভিড়িয়েছে সবুজ-মেরুন শিবির। দুই বছরের চুক্তিতে তিনি যোগ দিচ্ছেন কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ক্লাবে। গত আইএসএল মরশুমে পাঞ্জাব এফসির হয়ে ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফরম্যান্স করে নজর কেড়েছিলেন ২৮ বছর বয়সি এই ফুটবলার। সেই পারফরম্যান্সই শেষ পর্যন্ত তাঁকে মোহনবাগানের জার্সি পরার সুযোগ এনে দিল। সমীর মূলত একজন সেন্ট্রাল ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী রক্ষণভাগের স্টপার হিসেবেও খেলতে পারেন তিনি। তাঁর এই বহুমুখী দক্ষতাই মোহনবাগান কর্তাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। আধুনিক ফুটবলে এমন ফুটবলারের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি, যিনি একাধিক পজিশনে সমান দক্ষতার সঙ্গে খেলতে পারেন। সমীর সেই দিক থেকে দলের জন্য বাড়তি সম্পদ বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রায় ছয় ফুট উচ্চতার এই ফুটবলার শারীরিক শক্তি, ট্যাকলিং দক্ষতা এবং ম্যাচ পড়ার ক্ষমতার জন্য পরিচিত। মাঝমাঠে প্রতিপক্ষের আক্রমণ ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি বলের দখল ধরে রাখতে তিনি যথেষ্ট পারদর্শী। শুধু রক্ষণাত্মক ভূমিকা নয়, সুযোগ পেলেই আক্রমণে উঠে এসে গোলের সুযোগ তৈরি করতেও সক্ষম সমীর। ফলে দলের আক্রমণ ও রক্ষণ- দুই ক্ষেত্রেই তাঁর প্রভাব দেখা যায়। ইউরোপীয় ফুটবলের বিভিন্ন স্তরে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। বসনিয়া প্রিমিয়ার লিগে নিজের দক্ষতার পরিচয় দেওয়ার পাশাপাশি উজবেকিস্তানের লিগেও সফলভাবে খেলেছেন তিনি। সেই সময় গোল করা এবং সতীর্থদের দিয়ে গোল করানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। ফলে মাঝমাঠের একজন পূর্ণাঙ্গ ফুটবলার হিসেবে তাঁর সুনাম তৈরি হয়েছে অনেক আগেই। ভারতে এসে পাঞ্জাব এফসির জার্সিতেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন সমীর। সদ্য সমাপ্ত আইএসএল মরশুমে তিনি দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ফুটবলার ছিলেন। পুরো মরশুম জুড়ে স্থির ও পরিণত পারফরম্যান্সের মাধ্যমে নজর কেড়েছেন। শুধু মাঝমাঠ সামলানোই নয়, তিনি দু'টি গোল করেছেন এবং তিনটি গোলে সহায়তাও করেছেন। সংখ্যার বিচারে তা খুব বড় না হলেও মাঠে তাঁর সামগ্রিক অবদান ছিল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে, মোহনবাগানের বর্তমান দলে সমীরের মতো একজন ফুটবলার যোগ হওয়ায় মাঝমাঠ আরও শক্তিশালী হবে। ম্যাচের গতি নিয়ন্ত্রণ করা, রক্ষণকে সুরক্ষা দেওয়া এবং আক্রমণ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা দলকে বাড়তি সুবিধা দেবে। দীর্ঘ মরশুমে একাধিক প্রতিযোগিতায় খেলতে হলে স্কোয়াডের গভীরতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই জায়গায় সমীরের অন্তর্ভুক্তি নিঃসন্দেহে মোহনবাগানের শক্তি বাড়াবে। নতুন ক্লাবে যোগ দিতে পেরে উচ্ছ্বসিত সমীর নিজেও। তিনি জানান, ভারতে আসার পর থেকেই মোহনবাগানের সাফল্য এবং ঐতিহ্যের কথা শুনে এসেছেন। আইএসএলে প্রতিপক্ষ দলের হয়ে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে খেলতে নেমে তিনি কাছ থেকে দেখেছেন সবুজ-মেরুন সমর্থকদের আবেগ ও ভালোবাসা। সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তাই দেশের অন্যতম সফল ও ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের জার্সি গায়ে চাপানোর সুযোগ পেয়ে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। সমর্থকদের উদ্দেশে সমীর আরও জানিয়েছেন, তিনি নতুন মরশুমে নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে চান। তাঁর বিশ্বাস, মোহনবাগানের মতো শক্তিশালী দলের হয়ে খেললে তিনি আরও উন্নতি করতে পারবেন। শুধু আইএসএল নয়, ক্লাব যে সমস্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে, সেখানেই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামতে চান তিনি। কলকাতায় আসার আগে থেকেই তাঁর মানসিক প্রস্তুতি একটাই- ট্রফি জেতা। সেই লক্ষ্য নিয়েই নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন বসনিয়ার এই তারকা মিডফিল্ডার।

শুরুতে পিছিয়েও চেক প্রজাতন্ত্রকে হারাল দক্ষিণ কোরিয়া

সংবাদ সংস্থা, জাপোপান (মেক্সিকো), ১২ জুনঃ একের পর গোলের সুযোগ তৈরি করে গেল দক্ষিণ কোরিয়া। কিন্তু প্রথম সুযোগেই গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল চেক প্রজাতন্ত্র। তবে গুয়াদালাহারার ম্যাচটিতে শেষ পর্যন্ত হেসেছে কোরিয়ান দলটিই। হোয়াং ইন-বম সমতা এনে দেওয়ার পর ৮০তম মিনিটে ওহ হিউয়ান-গিউয়ের গোলে চেক প্রজাতন্ত্রকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। 'এ' গ্রুপের ম্যাচটিতে প্রথমার্ধে চেক প্রজাতন্ত্রের

গোলমুখ লক্ষ্য করে মোট ৮টি শট নিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। এর মধ্যে পাঁচটিই নিয়েছেন অধিনায়ক হিউন-মিন সন। তবে একটিও লক্ষ্যে পৌঁছায়নি। বিরতির পর ম্যচের ৫৯তম মিনিটে স্রোতের বিপরীতে এগিয়ে যায় চেক প্রজাতন্ত্র। হেডে গোল করেন দলটির অধিনায়ক লাদিস্লাভ ক্রেইচি। ম্যাচে সেটিই ছিল ইউরোপীয় দলটির প্রথম লক্ষ্যে শট। দক্ষিণ কোরিয়া অবশ্য ম্যাচে ফিরতে সময় নেয়নি। আট মিনিট পরই সমতা এনে দেন ফেনুর্ডে খেলা ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার ইন-বম। এরপর ৭৮ মিনিটে কোরিয়ার জালে বল জড়িয়ে দেন চেকের তমাশ সুচেক। তবে অফসাইডে সেটি বাতিল হয়ে যায়। দুই মিনিট পরই গুয়াদালাহারা স্টেডিয়ামে থাকা কোরিয়ান সমর্থকদের উল্লাসে মাতিয়ে তোলেন হিউয়ান-গিউ। হোয়াংয়ের ক্রস থেকে আসা বল জালে জড়িয়ে ২-১ করেন বেসিকতাস ফরোয়ার্ড। চেক প্রজাতন্ত্র অবশ্য ৮২ মিনিটে সমতা প্রায় এনেই ফেলেছিল। তবে কোরিয়ান গোলকিপার কিম সুং-গিউর দুর্দান্ত সেভে সেটি আর হয়নি। বিশ্বকাপে এটি দক্ষিণ কোরিয়ার অষ্টম জয়, ২-১ ব্যবধানে চতুর্থ জয়। মজার বিষয় হচ্ছে, এই চার ম্যাচের প্রতিটিতেই তারা প্রথমে গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়ে ছিল। দক্ষিণ কোরিয়ার পরের ম্যাচে ১৮ জুন মেক্সিকোর বিপক্ষে। একই দিনে আটলান্টায় দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে চেক প্রজাতন্ত্র।

তিন লাল কার্ডের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাল মেক্সিকো

দুই দলের শক্তির পার্থক্য খুব ভালোমতোই ফুটে উঠল মাঠে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ১০ জনের দলে পরিণত হওয়ার পর কোনো লড়াই-ই করতে পারল না দক্ষিণ আফ্রিকা। দাপুটে পারফরম্যান্সে বিশ্বকাপে শুভসূচনা করল মেক্সিকো।

সংবাদ সংস্থা, মেক্সিকো সিটি, ১২ জুনঃ ভারী খাবারের আগে অনেক সময় 'অ্যাপিটাইজার' খেতে হয়। তাতে খাওয়ার রুচিটা বাড়ে। জমজমাট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গ্যালারিতে আনন্দের পারদ একটু চড়িয়ে নেওয়ার পর তেমন কিছুর অপেক্ষাতে ছিলেন মেক্সিকানরা। ম্যাচটা কখন শুরু হবে! মেক্সিকানরা জানতেন, বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ তাঁদের জন্য আসলে 'অভিশাপ'। সেই ১৯৩০ সালে বিশ্বকাপের প্রথম আসর থেকে এর আগে সাতবার উদ্বোধনী ম্যাচ খেলে একবারও জিততে পারেননি। কিন্তু গ্যালারির 'মেক্সিকান ওয়েভে' তেমন কোনো শঙ্কার লেশ ছিল না। সমর্থকেরা হয়তো মনে মনে ভরসা রেখেছিলেন আজতেকা স্টেডিয়ামের অতীতে। এই স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের ম্যাচে মেক্সিকো কখনো হারেনি। সাত ম্যাচের পাঁচটিতেই জয়, দুটি ড্র। অতএব ঘরের মাঠে ৮৩ হাজার সমর্থকের সামনে এবার অন্তত অভিশাপটা কাটানোই যায়। ঘটলও ঠিক তা-ই। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঘরের দর্শকদের আনন্দের রেশ কাটতে দেননি রাউল হিমিনেজরা। ম্যাচ শুরুর ৮ মিনিট ৩২ সেকেন্ডে প্রথম গোল, ৬৭ মিনিটে আরেকটি। শেষ পর্যন্ত এই ২-০ গোলের জয়েই দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে বিশ্বকাপে নিজেদের ৯৬ বছরের ইতিহাসে উদ্বোধনী ম্যাচে প্রথম জয় পেল মেক্সিকো। শুধু তা-ই নয়, রেকর্ডও হয়েছে একটি। ম্যাচটি ছিল তিন লাল কার্ডের। বিশ্বকাপে উদ্বোধনী

ম্যাচের ইতিহাসে এটাই সর্বোচ্চ! দক্ষিণ আফ্রিকার শুরুটা হলো দুঃস্বপ্নের মতো। ২০১০ বিশ্বকাপে স্বাগতিক হয়ে উদ্বোধনী ম্যাচে এই মেক্সিকোকেই ১-১ গোলে আটকে দিয়েছিল 'বাফানা বাফানা'রা। ১৬ বছর পর এবার বিশ্বকাপে ফিরে উদ্বোধনী ম্যাচেই একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে হেরে বিশ্বকাপ শুরু করল তারা। সেটাও শেষ পর্যন্ত ৯ জনের দলে পরিণত হয়ে! মেক্সিকোও অবশ্য ১১ জন নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে (৯২) সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন মেক্সিকোর সেন্টার ব্যাক সেজার মন্তেস। তার আগে ৫০ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন দক্ষিণ আফ্রিকার মিডফিল্ডার স্ফেফেলো সিথোলে। এরপর ৮৪ মিনিটে দক্ষিণ আফ্রিকার মিডফিল্ডার থেম্বা জেওয়ানেও লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। এরপর ম্যাচের বাকি সময়ে বলতে গেলে দক্ষিণ আফ্রিকা খেলেছে মিডফিল্ডার ছাড়াই। মেক্সিকানদের আনন্দে ভাসিয়ে দিতে বেশি সময় নেননি আয়োজক ফরোয়ার্ড হুলিয়ান কিনিয়োনেস। বক্সের ভেতর থেকে তাঁর শট দক্ষিণ আফ্রিকা গোলকিপার রনওয়েন উইলিয়ামসের দুই পায়ের ভেতর দিয়ে আশ্রয় নেয় জালে। বলটা ঠেকানো খুব কঠিন না হলেও উইলিয়ামস এ যাত্রায় পারেননি। তাতে বিশ্বকাপে কোনো আসরে এই প্রথম কোনো মেক্সিকানের কাছ থেকে উদ্বোধনী গোলটি দেখা গেল। শুধু তা-ই নয়, বিশ্বকাপে উদ্বোধনী ম্যাচের ইতিহাসে এটি তৃতীয় দ্রুততম গোলও। ১৯৯৮ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের সিজার সাম্পাইও গোল করেছিলেন ৫ মিনিটে, ২০০৬ বিশ্বকাপে জার্মানির ফিলিপ লাম করেছিলেন ৬ মিনিটে আর কিনিয়োনেস গোল করলেন ৯ মিনিটে। বিরতির পর ৫০ মিনিটে বক্সের মাথায় মেক্সিকোর এক খেলোয়াড়কে আটকাতে গিয়ে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন সিথোলে। ৬৬ মিনিটে মাঠে নামেন বিশ্বকাপ ইতিহাসে মেক্সিকোর সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় ১৭ বছর ২৪০ দিন বয়সী গিলবার্তো মোরা। পরের মিনিটে মেক্সিকোকে দ্বিতীয় গোল এনে দেন রাউল হিমিনেজ। ডান প্রান্ত থেকে আলভারাদোর পাস থেকে হেডে গোল করে কেঁদে ফেলেন মেক্সিকোর ৩৫ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। কেঁদে ফেলেন গ্যালারিতে সবুজ জার্সি পরা কিছু সমর্থকও। ৮৪ মিনিটে আরেকটি লাল কার্ড দেখে দক্ষিণ আফ্রিকা। আক্রমণ করতে গিয়ে মেক্সিকোর খেলোয়াড়কে ফেলে দিয়ে লাল কার্ড দেখেন জেওয়ানে। ততক্ষণে আফ্রিকান দলটি ম্যাচ থেকে প্রায় ছিটকে পড়ার পথে। যোগ করা সময়ে মন্তেস ফাউল করে লাল কার্ড দেখায় মেক্সিকানদের আনন্দ কিছুটা হলেও মাটি হয়।

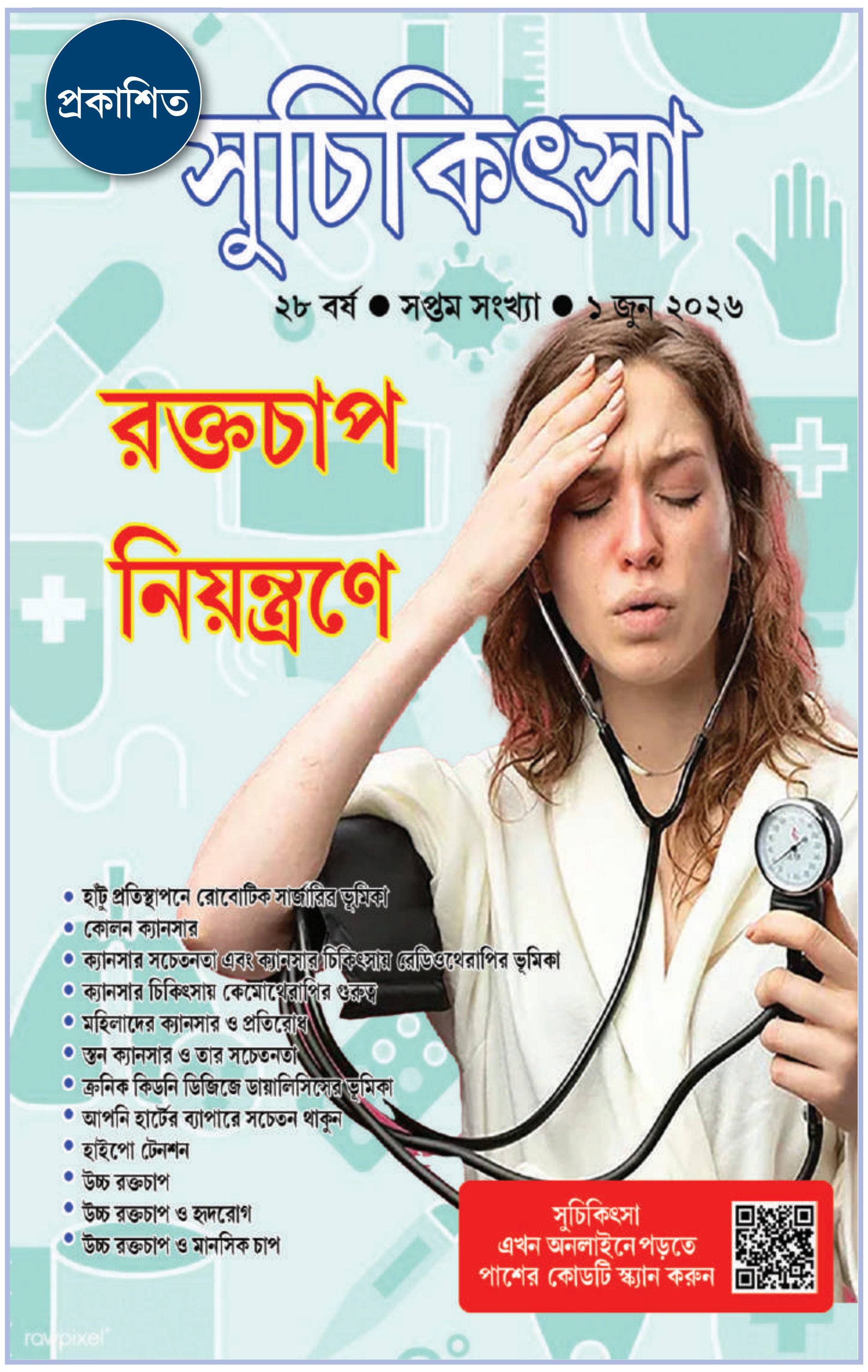

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com